দুর্গালীলাতরঙ্গিণী।

প্রথম খণ্ড।

৺কৃষ্ণকিশোর রায় প্রণীত।

শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় বি, এ,

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২৭ নং হরিতকিবাগান লেন, কমার্শিয়াল যন্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আশ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১২।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

এই গ্রন্থের প্রণেতা ৺কৃষ্ণকিশোর রায় প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে একজন। প্রাচীন গ্রন্থসকলের চিরন্তনপ্রথানুসারে এ গ্রন্থখানিও নিভৃত পল্লীর ক্ষুদ্র গৃহকোণে লুক্কায়িত ছিল। বঙ্গ-কাব্যের ইতিহাসে 'দুর্গালীলাতরঙ্গিণী' উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণে যেরূপ আমূল রামচরিত্র লিখিত হইয়াছে, কাশীরাম দাসের মহাভারতে যেরূপ কুরুপাণ্ডবের সমগ্র ইতিহাস ও কৃষ্ণচরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে, এ গ্রন্থেও সেইরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় ধারাবাহিক ভাবে আনুপূর্ব্বিক দুর্গালীলা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী ও সমালোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি প্রথম খণ্ডে দশম তরঙ্গ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডে অবশিষ্ট সাত তরঙ্গ মুদ্রিত হইবে।

গ্রন্থকারের প্রতিনিয়ত ফরিদপুর ও পাবনায় বাস হেতু গ্রন্থখানিতে উক্ত উভয় জেলার প্রচলিত ভাষার বাহুল্য লক্ষিত হইবে। অন্যান্য পুরাতন লেখকদের ন্যায় ইনিও বর্ণাশুদ্ধি দোষে দোষী। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাদেশিক শব্দগুলির বিশদ অর্থ দিবার বাসনা রহিল।

সাহিত্য সভার সম্মতি ক্রমে ও তত্ত্বাবধানে এই পুস্তকখানি সাহিত্যসংহিতায় মুদ্রিত হইতেছিল কিন্তু তাহাতে বিলম্বের সম্ভাবনা বোধ করিয়া সমগ্র গ্রন্থখানি নিজেই প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম।

কলিকাতা
পৌষ ১৩১২।

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা।

প্রথম তরঙ্গ—উৎপত্তি বিবরণ।

দ্বিতীয় তরঙ্গ—সতীশিব বিবাহ।

তৃতীয় তরঙ্গ—সতীদেহ মোক্ষণ।

চতুর্থ তরঙ্গ—দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ।

পঞ্চম তরঙ্গ—মোহিনরূপ ধারণ।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ তরঙ্গ—মহিষাসুরোপাখ্যান।

সপ্তম তরঙ্গ—গঙ্গাশিব বিবাহ।

অষ্টম তরঙ্গ—গঙ্গাবতরণ।

নবম তরঙ্গ—পার্ব্বতীর জন্ম।

দশম তরঙ্গ—বাল্য বিহারণ।

দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী।

উপক্রমণিকা।

আদৌ গুরুপ্রণাম।

আনন্দাব্ধিমপার পরমানন্দৈক মূলম্পরং
মায়াঘোর নিবীড় গাঢ় তমসে কোট্যর্ক সন্দীপকং।
জিত্বা কোটী শশাঙ্ক দীপ্ত পরমম্পীযূন সম্বর্ষকং
শ্রীমৎ পঞ্চাননাব্জ চারুচরণং বন্দে শিরস্যম্বুজে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপায় চিদানন্দ প্রকাশিনে।
অজ্ঞান মূল নাশায় শঙ্করায় নমোনমঃ॥

ব্রাহ্মণ প্রণাম।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্য সর্ব্ব কল্যাণ দায়কং।
ভূদেব বিঘ্নহন্তারব্রাহ্মণেভ্যঃ নমোনমঃ॥
অথবা ব্রাহ্মণ চরণে নমঃ॥

গুরু-বন্দনা।

(ত্রিপদী)

কৃপালেশ প্রকাশিয়া জ্ঞানাঞ্জনাঙ্কুশ দিয়া
কৈলা প্রভু চক্ষুরুন্মীলন।
যোগীর পরম ধ্যান জ্ঞানীর পরম জ্ঞান
নমো পঞ্চানন শ্রীচরণ॥
শির সরসিজ পরে সহস্র কোণের ঘরে
হংস পরে মণি-পীঠাসন।
দীনে দয়া দান হেতু প্রকাশিয়ে কৃপাকেতু
অবতীর্ণ মথুরা ভুবন॥
নিজ স্থানে ভাবে যেই নিত্যানন্দে মজে সেই
আশ বাস পাশ নাশ তার।
ভদ্রাভদ্র কর্ম্মাকর্ম্ম ধ্যান জ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্ম
মুক্তি যুক্তি শক্তি কার আর॥
জ্ঞানময় জ্ঞানালয় যার যেই জ্ঞান হয়
উপদেশদাতা দয়াময়।
যেরূপ কামনা যার সেই উপদেশ তার
দান কর হইয়া সদয়॥
বামে রক্ত শক্তি জিনি বিদ্যা বিদ্যারূপা তিনি
তোমার কৃপাতে তিনি চান্।
মতিমতে মত দিয়া ফিরিছ আনন্দ হৈয়া
কারো কর নিত্যানন্দবান্॥
আমি অতি মতিহীন অজ্ঞান অধীন দীন
অসম্ভব আশা করি মনে।

দুর্গালীলা সুধাময় শুনি মনে আশা হয়
লীলাতরঙ্গিণী বিরচনে ॥
ভবের ভাবিনী ভীমা অনন্ত মহিমা সীমা
মহেশ কহিতে শক্ত নয়।
সে কথা কে কহে আর শ্রীনাথ সদয় যার
তার মনে অঙ্কুর উদয় ॥
সেই ভাসে আশ মনে দয়া কর দীনজনে
পূরাও বাসনারাশি যত।
তব দয়া হৈলে জীব শিব-বাক্য হয় শিব
শ্রীকৃষ্ণ কিশোর পদে নত ॥

—:o:—

সরস্বতী-বন্দনা।

(লঘু ত্রিপদী)

নমো বাগ্বাদিনি জ্ঞান বিধায়িনি
বীণাপাণি বিশ্বময়ি।
তুমি তুষ্ট হৈয়া যারে কর দয়া
সে হয় ভুবনে জয়ী ॥
শ্বেত পদ্মাসনা শ্বেত বিভূষণা
শ্বেত বাস পরিধানা।
ইন্দু কুন্দ জিনি কান্তি প্রকাশিনি
মাতৃকা বর্ণ বিধান ॥
অস্ত্র শস্ত্র যন্ত্র বেদাগম তন্ত্র
তোমাতে উৎপত্তি সব।

তাল রাগ গণে রাগিণীর সনে
তোমাকে করিছে স্তব॥
সুমতি কুমতি তুমি সরস্বতী
বিধিমুখে বেদবাণী
করি কণ্ঠে বাস কর মা প্রকাশ
আমি কি বলিতে জানি॥
তুমি যারে বাম মূঢ় তার নাম
নিন্দিত ভুবনে সেই।
জ্ঞানী ধন্য ধীর বক্তা সে গভীর
তব দয়াবান্ যেই॥
তুমি মা সারদা সারস্বত প্রদা
জ্ঞানদা বরদা পরা।
বাসনা আমার পূর মা এবার
কুনীতি কুমতি হরা॥
বামনে যেমন চন্দ্রমা ধারণ
তেমন আমার আশা।
দীনে দয়া করি পূর বাগীশ্বরী
করি সুসুন্দর ভাষা॥
কিশোর বিনয় প্রণমিয়া কয়
দয়া কর বাগ্বাদিনি।
পূর মা বাসনা রচিতে কামনা
দুর্গালীলা তরঙ্গিণী॥

—:০:—

লক্ষ্মীর বন্দনা।

(পয়ার)

প্রণমহ লক্ষ্মী দেবী কমল চরণ।
অমল কমল করে কমল আসন॥
কমলা কমল কায়া কমল নয়না।
কর মা করুণা তপ্ত কাঞ্চন বরণা॥
কান্তি কান্তিময়ি কান্তা কর্ম্মে করি ভর।
অপূর্ব্বা সপূর্ব্বা হৈয়া ফিরো ঘর ঘর॥
তোমারে চঞ্চলা লক্ষ্মী বলে যেই জনা।
মহিমা না জানে তারে তোমার বঞ্চনা॥
যাহার যেমন কর্ম্ম ধর্ম্ম আচরণ।
সুস্থিরা অস্থিরা তুমি তাহারে তেমন॥
তুমি যারে কর দয়া সে হয় প্রধান।
বিপদ সাগর তার গোক্ষুর সমান॥
লজ্জারূপা লক্ষ্মী তুমি থাক যার ঘরে।
সগুণ নির্গুণ হয় ভুবন আদরে॥
জাতি কুল তাহার না করে বিবেচনা।
তব দয়া যারে ভবে শ্রেষ্ঠ সেই জনা॥
সেই জন পণ্ডিত সুধীর মহাবীর।
যাহার ভবনে লক্ষ্মী তুমি হও স্থির॥
তার মুখে সরে বাণী অমৃত-সমান।
যে শুনে সে মানে যেন সুধা করে পান॥
তব দয়াহীন যেই সেই ভবে দীন।
বল বুদ্ধি ক্ষীণ হয় হইলে প্রবীণ॥

সে যদি উত্তম কহে পরম যতনে।
বিষ হেন বাক্য তার শুনে অন্য জনে॥
আমি অতি মতিহীন নিবেদি চরণে।
কাতর কিঙ্করে হের ইঙ্গিত নয়নে॥
নিজ গুণে গুণহীনে সদয় হইয়া।
কমলা করুণা কর কৃপা প্রকাশিয়া॥
হের হরিপ্রিয়া হর কুৎসিত কুমতি।
দয়া করি দেহ দীনে করিতে আরতি॥
কিশোরের আশা পূর ভুবনপালিনি।
রচিতে পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

—:০:—

নারায়ণ-বন্দনা।

(লঘু ত্রিপদী)

নমো নারায়ণ পতিত পাবন
দীন দয়াময় হরি।
ত্রিলোক পাবন নানা বিহারণ
নানারূপে অবতরি॥
তুমি সর্ব্বময় বেদে এই কয়
তব মায়া মোহ ভব।
তোমার চরণ যে করে ভজন
সে তরে দুস্তর সব॥
হরিতে ভূভার নানা অবতার
দুর্জ্জন দমন করি।

শিষ্টের পালন দুর্গতি নাশন
কর কত রূপ ধারি॥
গরুড় বাহন কনক ভূষণ
নীল নবঘন কায়া।
দিব্য চারি কর পরি পীতাম্বর
লক্ষ্মী সরস্বতী জায়া॥
বৈকুণ্ঠে নিবাস ত্রিলোক প্রকাশ
সদা আনন্দিত চিত।
ঋষি মুনি যত চরণে প্রণত
ভক্তিরসে পুলকিত॥
অপার মহিমা কিবা দিব সীমা
বেদে বর্ণাইতে নারে।
অচিন্ত্য অরূপ নিত্য ব্রহ্ম রূপ
যোগী যোগে ভাবে যারে॥
কি করি বর্ণন আমি মূঢ় জন
মতিহীন দীন হৈয়া।
তুমি দয়াময় স্বগুণে সদয়
হও দুই দারা লৈয়া॥
নির্ব্বেদ বিনয় যদি দয়া হয়
তবে ভবভয় জিনি।
কিশোরে কামনা রচিতে বাসনা
দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী॥

—:o:—

শিবের বন্দনা।

(ত্রিপদী)

বন্দে দেব মহেশ্বর ত্রিশূল ডম্বরু কর
বৃষভ বাহন পঞ্চানন।
বিভূতি ভূষণ কায় ফণি আভরণ তায়
রবিশশী আনন নয়ন॥
শিরে জটাজূট রাজে তাহে আধ শশী সাজে
সুরধুনী তরঙ্গ খেলায়।
পরিধান বাঘছাল চৌদিকে বাজায় গাল
ভৈরবে বেতালে গুণ গায়॥
আশুতোষ দয়াবান্ দীনে বরাভয় দান
অদেয় নাহিক কোন ধন।
শিব সুমঙ্গলকারী অমঙ্গলবেশধারী
যোগেন্দ্র হৃদয় উদ্দীপন॥
গুরু বিশ্ববাসী জনে জ্ঞানদাতা ত্রিভুবনে
তুমি বিনা নাহিক নিস্তার।
আনন্দময়ীর সনে বেহার আনন্দ মনে
কালে বিশ্ব করহ সংহার॥
বিশ্বের জনক শিব তোমাতে উৎপত্তি জীব
কালে সব মিলয়ে তোমায়।
বিশ্বের নাশক কাল সে কালের তুমি কাল
বেদে তব অন্ত নাহি পায়॥
তুমি আদি মূল স্থূল নাহি তব কুলাকুল
ইচ্ছাতে উৎপত্তি স্থিতি লয়।

তব দয়া হয় যারে সে তরে অপার পারে
কিঞ্চিৎ না হয় ভবভয়॥
আশুতোষ দয়া কর কুজ্ঞান কুমতি হর
নাশ কর অজ্ঞান তিমির।
দীনের হৃদয়ে বসি প্রকাশি আনন্দ-শশী
তমো নাশ হইয়া মিহির॥
তব পদ সরসিজে শ্রীকৃষ্ণকিশোর দ্বিজে
প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদয়।
ভক্তি মুক্তি বিধায়িনী দুর্গালীলাতরঙ্গিণী
ব্যক্ত কর হইয়া সদয়॥

গণেশ-বন্দনা।

(ত্রিপদী)

সবিনয়ে করি নতি বন্দো দেব গণপতি
একদন্ত কুঞ্জরবদন।
পরিধান পীত বস্ত্র দশন অঙ্কুশ অস্ত্র
বরাভয় কর সুশোভন॥
সিন্দূর-নিন্দিত অঙ্গ শুণ্ডে শোভে মাতুলঙ্গ
যোগাসন মূষিক বাহন।
খর্ব্বকায় লম্বোদর ত্রিনয়ন শোভাকর
বিঘ্নরাজ বিঘ্নবিনাশন॥
শুণ্ডে আকর্ষণ করি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হরি
ফুৎকারেতে করহ সৃজন।

তুমি ব্রহ্ম তেজময় ইচ্ছায় উৎপত্তি লয়
দয়া দিয়া করিছ পালন॥
তব পূজা অগ্রভাগে ক্রিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম নাগে
বেদ বিধি পুরাণ বিধান।
বিঘ্নকুলমূলনাশ সুমঙ্গল সুপ্রকাশ
তব দয়া বিনা নহে আন॥
অশেষ গুণের ধাম স্মরণে পূরয়ে কাম
সিদ্ধিদাতা সকল সংসারে।
তুমি ব্রহ্ম সারাৎসার অপার মহিমা যার
তার গুণ কে বর্ণিতে পারে॥
তুমি দয়া কর যারে নাহি বিঘ্ন ভয় তারে
সেই হয় ভুবনে ভাজন।
তুমি যারে কর কোপ ক্রিয়া কর্ম্ম ধর্ম্ম লোপ
হয় তার দুস্তরে পতন॥
প্রণাম তোমার পায় কৃপা কর গণরায়
সর্ব্ব বিঘ্ন করহ হরণ।
বাসনার বিঘ্ন হর নিজ গুণে দয়া কর
বাসনা পূরাও গজানন॥
ভজন পূজন হীন শ্রীকৃষ্ণ কিশোর দীন
বিনয়ে করয়ে নিবেদন।
ভক্তিমুক্তিবিধায়িনী দুর্গালীলাতরঙ্গিণী
রচনা করহ প্রপূরণ॥

সূর্য্যের বন্দনা।

(ত্রিপদী)

নমো দেব দিবাকর রক্ত সরসিজ পর
পদ্ম যুগ বরাভয় কর।
জগত নয়ন তুমি আকাশ পাতাল ভূমি
জগৎপতি জগত ঈশ্বর॥
তুমি দেব তেজোময় কিরণে উৎপত্তি লয়
হয় সব ইচ্ছাতে তোমার।
তুমি দেব বিশ্বময় ব্যক্ত চারি বেদে কয়
তুমি তিন ভুবনের সার॥
দীননাথ ত্রিভুবনে ব্রহ্মণ্য ব্রাহ্মণগণে
সর্ব্বদেব সন্নিধি তোমার।
সর্ব্ব তীর্থ নিজ স্থান সবিনয়ে সাবধান
মহামুনি ষাইট হাজার॥
বেদ উচ্চারণ গান মুনিগণে সুখে গান
স্তুতি বাদ করিয়া বিনয়।
তিমির সমূলহন্তা সপ্ত হয় রথজন্তা
দয়া কর দেব দয়াময়॥
তোমার প্রসাদে বীর সদারোগ্য যোগ্য ধীর
কৃপায় বিনাশে ভব ভয়।
আনন্দ হৃদয় যার ঘুচে অন্ধকার তার
নিশি দিশি সমান উদয়॥
হরিহর প্রজাপতি স্থিতি নাশ উৎপত্তি
তিন রূপে করিছ আপনে।

তোমাকে বিনয় বাণী আমি কি বলিতে জানি
দয়া কর অনুগত জনে॥
অনন্ত মহিমা শেষ প্রকাশিয়া কৃপালেশ
বাসনা সাগরে কর পার।
দুর্গা কথা সুধাধার পদবন্ধ সুবিস্তার
বিরচিতে বাসনা আমার॥
সবিনয়ে নতি করি সর্ব্বাপদ দূরহরি
আশা পূরো হইয়া সদয়।
ভক্তি মুক্তি বিধায়িনী দুর্গালীলা তরঙ্গিণী
শ্রীকৃষ্ণ কিশোর দ্বিজে কয়॥

শক্তি-বন্দনা।

(খর্ব্ব ত্রিপদী)

বন্দো মা তারিণী তাপনিবারিণী
ত্রিলোকতারিণী তারা।
দুস্তর তারিণী দুর্গতি হারিণী
ব্রহ্মময়ী সারাৎসারা॥
অচিন্ত্য অরূপা অমিতস্বরূপা
অপার মহিমা সীমা।
সৃজন পালন বিনাশ কারণ
ভয়হা ভয়দা ভীমা॥
তুমি মূল শক্তি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ভক্তি
ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি যত।

তুমি মা পরমা বিদ্যা নিরুপমা
বিশ্বময়ী বিশ্বগত ॥
তুমি নিরাকারা তুমি হরদারা
কভু সূক্ষ্ম কভু স্থূল।
লীলার কারণ শরীর ধারণ
প্রকৃতি পুরুষ মূল ॥
উভয় আকার আনন্দ বিহার
প্রকৃতি পুরুষে রস।
ইহা বিনা সার কর্ম্ম নাহি আর
যাহাতে ভুবন বশ ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় তিন গুণময়
সকল ভুবনে তব।
তোমার মহিমা কেবা দিবে সীমা
যাহাতে অশক্ত ভব ॥
তুমি সবাকারে রহি মূলাধারে
ধারণ করিছ প্রাণ।
তোমার মায়ায় ভব মোহ যায়
তুমি বিনা নহে ত্রাণ ॥
নিজ গুণাভাস কর মা প্রকাশ
মূলে মূলবিহারিণী।
কিশোরের মুখে কহ কালি সুখে
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী ॥

—:০:—

আত্মপরিচয়।

(তোটক)

শুন সভাজন করি নিবেদন।
এই পুস্তক রচন যে কারণ॥
ছিল ব্রাহ্মণ রায়কৃষ্ণমঙ্গল।
নিজ নীত বিহিত তপে অটল॥
শ্রেণী বারেন্দ্র কাল্যাই গাঞী ভাসে।
যার কান্তা সর্ব্বেশ্বরী গৃহবাসে॥
তাহে তিন তনয় হয় উৎপত্তি।
কৃষ্ণমঙ্গল রায়ের স্বর্গগতি॥
তিন ভ্রাতার মধ্যম আদি হত।
পরে জননী দেহ বিহায় গত॥
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সুনিষ্ঠ সদেষ্ট মতি।
কৃষ্ণকান্ত নিতান্ত স্বধর্ম্মে রতি॥
জগদীশ্বরী তাঁহার কান্তা সতি।
নিজধর্ম্মপরায়ণা জ্ঞানবতী॥
তাহে উৎপত্তি পুত্র সুনীতধর।
আদি পীতাম্বর পরে দিগম্বর॥
তার পীতাম্বর জায়া লক্ষ্মীরিতি।
বাকী দিগম্বরে কাল উপনীতি॥
সর্ব্বকনিষ্ঠ কৃষ্ণকিশোর রায়।
জায়া রত্নমণি দেবী হৈলা যায়॥
ছিল পেসা চাকুরী রাজসভাতে।
কত পাণ্ডিত সঙ্গ ছিলা তাহাতে॥

দেখি নিগম আগম শিববাণী।
স্মৃতি বেদ পুরাণের মর্ম্ম জানি॥
কত ইতিহাস কত রসাভাস।
কত পণ্ডিত ভক্তকৃত প্রকাশ॥
কত সংহিতা সংগ্রহ তত্ত্ব বাণী।
পরমার্থক-ভাবুক-ভাব জানি॥
ফিরি দেশ বিদেশ প্রকার।
করি সঙ্গ অনেক সাধু জনার॥
সদা জঠর যাতনা উঠে মনে।
গুরু দেব উপায় দিছেনাপনে॥
ঠেকি ঘোর অপার মায়ার জালে।
প্রায় কাল গেল কবে লবে কালে॥
যত যাতনা গেহে স্বীকার ছিল।
মায়া-পাশে পড়ি সে কথা রহিল॥
হৈল বয়স পঞ্চাশ বর্ষ গত।
বল-বুদ্ধি-পরাক্রম প্রায় হত॥
হেন অধম অক্ষম দীন হীনে।
নাহি উপায় দুস্তর তারা বিনে॥
কুলকুণ্ডলিনী-ধ্বনি সরস্বতী।
করিছেন প্রকাশ মিলিত যতি॥
তেঁই দুর্গালীলা-কথা-বিরচনে।
ভবপার হেতু হয় আশা মনে॥
দুর্গানাম-স্মরণের ফল যত।
কহে বিস্তর কাহার শক্তি কত॥

তার লীলা অপার অসংখ্য বাণী।
যাহা কহিতে কাতর শূলপাণি॥
হৈয়া মানব তাহাতে আশ কেন।
চাহে বামন ধরিতে চন্দ্র যেন॥
হয় হৃদয় উদয় অনুসারে।
জন হিত শ্রবণেতে হৈতে পারে॥
দুর্গানামগুণ ভবপারে তরী।
কহে শুনে মনে যেহি ভক্তি করি॥
গুরু প্রণমিয়া দ্বিজ কিশোরে কয়।
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী পীযূষময়॥

গ্রন্থরচনার অঙ্গীকার।

প্রথমেতে রচিব সৃষ্টির উপাদান।
দ্বিতীয়ে সতীর বিভা করিব বাখান॥
তৃতীয়েতে দক্ষযজ্ঞ সতী-দেহ নাশ।
চতুর্থেতে যজ্ঞভঙ্গ পীঠের প্রকাশ॥
পঞ্চমেতে বিরচিব সাগরমন্থন।
ষষ্ঠমেতে মহিষাসুরের উপাখ্যান॥
সপ্তমে গঙ্গার জন্ম বিবাহ রচিব।
গঙ্গাবতরণ-কথা অষ্টমে কহিব॥
নবমে পার্ব্বতীজন্ম হেমন্তের ঘরে।
দশমেতে বাল্যবিহারণ তার পরে॥

একাদশে তপস্যা করেন ভগবতী।
দ্বাদশেতে যোগভঙ্গ মোহ পশুপতি ॥
ত্রয়োদশে বিবাহ পার্ব্বতী মহেশ্বর।
চতুর্দ্দশে জন্ম কার্ত্তিকেয় লম্বোদর ॥
পঞ্চদশে শুম্ভাসুর নিশুম্ভ বিনাশ।
ষোড়শে ব্রজের লীলা রচিব প্রকাশ ॥
সপ্তদশ তরঙ্গেতে ভূভার হরণ।
কহে কৃষ্ণকিশোর পুস্তকবিবরণ ॥

—:o:—

দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী।

প্রথম তরঙ্গ।

—:o:—

গ্রন্থারম্ভ।

তত্রাদৌ অভেদ ব্রহ্ম কথন।

আদি ব্রহ্ম নিরাকার সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
প্রকৃতিপুরুষাত্মক ভেদ মাত্র কয়॥
নির্গুণ পুরুষ শক্তি ত্রিগুণধারিণী।
সৃজন পালন সৃষ্টি বিনাশ কারিণী॥
নিরাকার নিত্যানন্দ পূর্ণ যবে হয়।
সাকারে করেন সৃষ্টি পালন প্রলয়॥
শক্তির যেমন ইচ্ছা করিতে বেহার।
সেই মত হয় নিত্য পুরুষ আকার॥
উভয়ের ভেদ নাহি তুলনা-রহিত।
আগম নিগম বেদ পুরাণ লিখিত॥

গুরুমুখে ব্রহ্মলাভ পঞ্চধা প্রকার ।
যাহারে যে মত আজ্ঞা সেহি ব্রহ্ম তার ॥
অরূপ অচিন্ত্য অন্ত কে কহিতে পারে ।
প্রকাশ শ্রীনাথ কৃপা আজ্ঞা অনুসারে ॥
জ্ঞানচক্ষু প্রকাশিয়া যেহি জন চায় ।
নিজ ঘরে চিন্তামণি দেখিতে সে পায় ॥
এ সব সাধন পক্ষ যোগের কথন ।
অনুচিত হয় পরিভাষাতে রচন ॥
দুর্গালীলা তরঙ্গিণী রচিতে বাসনা ।
দুর্গা যদি দয়া করি পূরেন কামনা ॥
ভেদ বিনা লীলার বিস্তার নাহি হয় ।
সেই হেতু ভেদবাদ শাস্ত্রে তত্ত্ব কয় ॥
বস্তু কৃত ভেদ নাহি সর্ব্বব্রহ্মময় ।
সমুদ্রের ঊর্ম্মি যেন তরঙ্গ খেলয় ॥
কল্পে কল্পে সৃজন প্রকার নানা মত ।
বহুবিধ ব্যক্ত বহুপুরাণ সম্মত ॥
আমি কহি মহাভাগবত অনুসার ।
যেরূপে হইল ভবসৃষ্টির বিস্তার ॥
দুস্তার তারিণী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।
সৃজন পালন কালে সংহারকারিণী ॥
দুর্গা ভবে ভক্তি ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনী ।
রচিল কিশোর দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী ॥

ব্রহ্মাদির উৎপত্তি।

(পয়ার)

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা কৈলা সৃষ্টি-বিস্তারণ।
(১) জ্বালার উপরে জল করিলা স্থাপন॥
তাহাতে পুরুষ তিন করিয়া সৃজন।
রক্ত নীল শ্বেত তিন রূপ তিন জন॥
ধী-শক্তি পুরুষ তিন করি নিরীক্ষণ।
মায়া বিদ্যা পরমা হইলা ততক্ষণ॥
মায়া বিমোহিনী বিদ্যা নিস্তার কারণ।
পরমা রূপেতে সর্ব্ব দেহ বিহারণ॥
পাইয়া পরমা তিনে শক্তিযুক্ত হৈয়া।
জল মধ্যে তিন জন উঠিল বসিয়া॥
দেখি অন্তর্ধান তথা হৈলা মহামায়।
ভাবিছেন তিন জন কি করি উপায়॥
কোথা হৈতে কেন এথা হৈল আগমন।
কেবা মূল আমাদের কে কৈল সৃজন॥
সৃজিলেন যিনি তিনি গেলেন কোথায়।
সর্ব্ব জলময় ইথে কি হইতে পায়॥
কি করিব কি হইবে করিয়া ভাবনা।
কে বটে কারণ তিনে করে আরাধনা॥

---

(১) অগ্নির উপরে কাবল্য বারি জ্ঞানরত্ন গ্রন্থে শিব কৃষ্ণ সংবাদে লিখন।

বুঝিতে তিনের মন মায়া প্রকাশিলা।
মৃত কায়া হৈয়া জলে ভাসিয়া চলিলা॥
প্রথম ব্রহ্মার স্থানে করিলা গমন।
পূতিগন্ধে প্রজাপতি ফিরাইলা বদন॥
ফিরি ফিরি পাঁচ মুখ হইলা বিধাতা।
প্রসন্ন হইলা তারে দেবী বিশ্বমাতা॥
নিজ দেহ হইতে সাবিত্রী-শক্তি দিলা।
সৃজন করহ সৃষ্টি দেবী আজ্ঞা দিলা॥
শুন ব্রহ্মা সৃষ্টি কর চরাচর সব।
তুমি মাত্র লক্ষ্য আমি হইব প্রসব॥
তার পরে মৃত দেহ বিষ্ণুর নিকটে।
ভাসিতে ভাসিতে গেলা দেবীর কপটে॥
দেখি পলায়নপর হইলা নারায়ণ।
প্রসন্ন হইয়া তাঁরে কৈলা আশ্বাসন॥
নিজ দেহ হইতে দিলা লক্ষ্মী সরস্বতী।
কহিলেন সৃষ্টি রক্ষা কর লক্ষ্মীপতি॥
মহাশত্রু হয় যদি না পার রাখিতে।
আমাকে স্মরিলে রক্ষা করিব ইঙ্গিতে॥
পরে মায়া মৃত কায়া ভাসিয়া বেড়ায়।
ধীরে ধীরে শিবের নিকটে শব যায়॥
শব দেখি শিব হৈলা আনন্দিত মন।
ধরিতে বাড়াইলা হাত করিতে আসন॥
দেখি তুষ্ট মহামায়া প্রসন্ন হইলা।
বর লহ বলি শিবে সমুখে দাঁড়াইলা॥

কহেন শঙ্কর যদি দিবে বর দান।
কান্তা হইয়া শান্ত কর তুষ্ট কর প্রাণ।
তথাস্তু কহেন দেবী জন্মিয়া ভুবনে।
হইব তোমার কান্তা রস বিনাশনে॥
কতদিনে আমাতে প্রভুত্ব তব হবে।
মোহিয়া সংসার দেহ ছাড়ি যাব তবে॥
পুনরপি গঙ্গা দুর্গারূপে জন্ম নিয়া।
হইব তোমার কান্তা তপস্যা করিয়া॥
তোমা আমা বিচ্ছেদ না হইবে তখন।
প্রেম রঙ্গে অর্দ্ধ অঙ্গে হইব মিলন॥
এখন করহ তুমি আমা-আরাধন।
সৃষ্টি স্থিতি করিবেন ব্রহ্মা নারায়ণ॥
যখন নাশের ইচ্ছা হইবে আমার।
তখন করিহ তুমি সকল সংহার॥
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশে তিনেকে দিয়া ভার
অন্তর্ধান হৈলা দৃষ্টি হৈতে সবাকার॥
হইলা বিষয়াসক্ত ব্রহ্মা নারায়ণ।
শিব হৈলা মহাযোগী যোগপরায়ণ॥
ইতঃপর কহিব সৃষ্টির বিস্তারণ।
সকলের মূল শক্তি ত্রিগুণ-কারণ॥
দুর্গালীলা তরঙ্গিণী কথা সুধাময়।
শ্রীনাথ কৃপায় দ্বিজ কিশোর রচয়॥

—:০:—

সৃষ্টি-বিস্তারণ।

(পয়ার)

আজ্ঞা পায়া প্রজাপতি করেন সৃজন।
মানসে করেন সৃষ্টি হয় ততক্ষণ॥
মহী জল হুতাশন পবন আকাশ।
পঞ্চভূত হৈতে হয় সৃষ্টির প্রকাশ॥
করিলা মানস পুত্র হৈলা দশজন।
আজ্ঞা দিল ব্রহ্মা সৃষ্টি কর পুত্রগণ॥
বিবেচনা করিতে বসিল দশজনা।
অদ্যাপি না হয় স্থির করে বিবেচনা॥
তার পরে হৈল আর বিংশতি কুমার।
আজ্ঞা দিলা প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার॥
শুনি কহে পিতা একি বিবুদ্ধি তোমার
সৃষ্টিতে কি হবে ভাব সর্ব্ব সারাৎসার॥
ক্রমে ক্রমে হয় পুত্র ষাইট হাজার।
কেহ না হইল রত সৃষ্টি করিবার॥
ভাবেন বিধাতা সৃষ্টি করি কি উপায়।
নিরাতঙ্কে সৃষ্টি হেতু চিন্তে মহামায়॥
সাবিত্রীতে হইল চারি বেদ উপাদান।
ঋক্ যজু সামাথর্ব্ব সভাতে প্রধান॥
যাহা কহে মিথ্যা নহে বেদের বচন।
আজ্ঞা অনুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরণ॥
তার পর বিধিপুত্র হয় সাত জন।
ঊর্দ্ধরেতা মহাতপা যোগপরায়ণ॥

সনক সনন্দ পঞ্চশিখ সনাতন।
কপিল আসুরি বূঢ় মুনি সপ্তজন॥
জন্মিলা নারদ ভৃগু বশিষ্ঠ অঙ্গিরা।
প্রচেতা জন্মিলা ক্রতু কশ্যপ অত্রিরা॥
দক্ষ আদি মুনিগণ হৈলা উপাদান।
কোন মতে নহে সৃষ্টি বিস্তার সন্ধান॥
ভাবেন বিধাতা কিসে হইবে বিস্তার।
করগো করুণাময়ী উপায় ইহার॥
শক্তি বিনা না হয় ভাবেন প্রজাপতি।
জন্মিল প্রসূতি মনোরমা রূপবতী॥
দাঁড়াইলা সুন্দরী সভার বিদ্যমান।
পুরুষ বনিতা মন সুস্থির সমান॥
তার পরে রতি সনে কাম উপাদান।
হাতে ফুলধনু গুণ ফুল পঞ্চবাণ॥
পরম সুন্দরী নারী রতি বাম পাশে।
ফুলধনু প্রসূতিকে নিরখিয়া হাসে॥
দক্ষ চাহি প্রসূতিকে হানে কাম-শর।
প্রসূতি লইয়া দক্ষ হৈলা স্বতন্তর॥
আজ্ঞা দিলা ব্রহ্মা কর সৃষ্টি বিস্তারণ।
প্রসূতি সহিতে দক্ষ সৃষ্টির কারণ॥
চতুর্দ্দশ কন্যা হৈল দক্ষের ঔরস।
স্বাহাকন্যা আনলে কশ্যপে ত্রয়োদশ॥
কশ্যপের পুত্র তবে হইল বিস্তর।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর॥

অসুর দানব নাগ নর নানা জাতি।
ভরিল ভুবন সৃষ্টি হৈল নানা ভাতি॥
ব্রহ্মার মানস অনুসারে উপাদান।
হইল বিস্তর সৃষ্টি বিবিধ বিধান॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্য সবাকার করিলা সৃজন।
বহুবিধ সৃজিলেন রস আস্বাদন॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল করিলা বিরচণ।
যথাযোগ্য স্থানে সব করিলা স্থাপন॥
সপ্তদ্বীপা বসুমতী সাগরবেষ্টিত।
চৌরাশীলক্ষ শরীরীতে হইল ব্যাপিত॥
কর্ম্ম অনুসারে জীব হয় উপাদান।
বেদবাক্য অনুসারে কর্ম্মের বিধান॥
আদি কর্ম্ম কারণ পরম গুপ্ত কথা।
প্রকাশিতে যোগ্য নহে জানিবে সর্ব্বথা॥
সৃষ্টির উৎপত্তি কথা বহু বিস্তারণ।
রচিতে অপার তাহে নাহি প্রয়োজন॥
রচিতে বাসনা কিছু দুর্গার বিহার।
সকল কারণ যিনি সর্ব্ব সারাৎসার॥
সৃজন পালন লয় করেছেন যিনি।
নানারূপে ইচ্ছাসুখে রস-বিলাসিনী॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোরের ভরসা তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলাতরঙ্গিণ্যাম্ উৎপত্তিবিবরণে
প্রথমতরঙ্গঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

—:o:—

ব্রহ্মার দক্ষে আদেশ।

(পয়ার)

একদিন প্রজাপতি বসিয়া আসনে।
দুর্গাপাদপদ্ম চিন্তা করিছেন মনে॥
ভাবিতে স্মরণ হৈল শিবে আছে বর।
জন্মিবেন ব্রহ্মময়ী ধরি কলেবর॥
স্মরণে আনন্দচিত হইল অপার।
দূত পাঠাইলা দক্ষরাজ আনিবার॥
তত্ত্ব পাইয়া দক্ষরাজা সমীপে আইলা।
কি আজ্ঞা বলিয়া প্রণমিয়া দাঁড়াইলা॥
দক্ষ সম্বোধনে কহে মরালবাহন।
শুন দক্ষ গুপ্ত এক পরম কারণ॥
তুমি বিনা যোগ্য পাত্র কেবা আছে আর।
কর যদি পার এক কর্ম্ম সাধিবার॥
সকলের মূল যিনি পরম কারণ।
আমাদের চিন্তনীয় যাঁহার চরণ॥
তাঁর আজ্ঞা আছে হৈয়া কাহার দুহিতা।
হইবেন ব্রহ্মময়ী শিবের বনিতা॥
অতএব তুমি তারে কর আরাধনা।
কন্যারূপে তব ঘরে জন্মিতে কামনা॥

তিনি যদি কন্যা হইয়া হন উপাদান।
ত্রিলোকে না রহে তোমা সম ভাগ্যমান॥
শুনি দক্ষ রাজা হইলা আনন্দ অপার।
আরাধিব ব্রহ্মময়ী কৈলা অঙ্গীকার॥
শুন পিতা আরাধিব করি প্রাণপণ।
ব্রহ্মময়ী কন্যা হৈয়া জন্মিতে কারণ॥
দক্ষের কথাতে বিধি আনন্দ পাইলা।
উপদেশ দিয়া দক্ষে বিদায় করিলা॥
প্রণাম করিয়া দক্ষ করিলা গমন।
করিব সাধন কিম্বা শরীর পতন॥
উত্তর সমুদ্র তীরে যায় দক্ষ রায়।
করিতে তপস্যা ঘোর ব্রহ্মার আজ্ঞায়॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

দক্ষের তপস্যা।

(ত্রিপদী)

তপ করে দক্ষরায় স্থির বাক্‌ মন কায়
আদি মূলশক্তি আরাধন।
জপন মনন ধ্যান স্তবন পূজন জ্ঞান
বিনে অন্য দিকে নহে মন॥
নিরাহার পত্রাহার বাতাহার অনাহার
অনিবার তপনিষ্ঠ মন।

শিরসিতে ধরা ধরি জপে ঊর্দ্ধ পদ করি
হৃদয়ে স্বরূপ সুচিন্তন ॥
সতত করয়ে ধ্যান নাহি কিছু বাহ্যজ্ঞান
তপ দশ সহস্র বৎসর।
তপ কষ্ট দেখি তায় দয়া করি মহামায়
তুষ্ট হইয়া দিতে আইলা বর ॥
দলিত অঞ্জন জিনি ভানুকোটী-প্রকাশিনী
মুক্তকেশ চুম্বিত ধরণী।
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না সিংহপৃষ্ঠে আরোহণা
দক্ষে বর-দান-পরায়ণী ॥
কহিছেন দক্ষরায় যে ইচ্ছা মনেতে ভায়
বর লহ তেজ আরাধন।
শুনি সুমধুর ভাষ সহৃদয় সুপ্রকাশ
দক্ষরাজ মেলিল নয়ন ॥
সাক্ষাতে ত্রিলোক মায় ধরণী লোটায়া কায়
প্রণাম করিয়া চাহে বর।
যদি তুষ্ট হৈলে শিবে দয়া করি বর দিবে
কন্যা হৈয়া জন্ম মোর ঘর ॥
তথাস্তু হইব সুতা সর্ব্ব সুলক্ষণ-যুতা
হৈয়া হব শিবের বনিতা।
ক্ষীণপুণ্য তব যবে হবে মন্দাদর তবে
আমাতে করিবে তুমি পিতা ॥
শিবের প্রভুত্ব হবে মায়া বিতরিয়া তবে
ত্যজিয়া হইব স্বতন্তর।

এত কহি দক্ষরায় জলদে চপলা প্রায়
অন্তর্দ্ধান হইলা সত্বর॥
বর পায়া দক্ষরায় ব্রহ্মার নিকটে যায়
প্রণমিয়া কহে বিবরণ।
শুনি বিধি তুষ্ট হৈলা দক্ষে বহু প্রশংসিলা
দক্ষ গেলা নিজ নিকেতন॥
প্রসূতিকে সব কৈয়া আনন্দময়ী ভাবিয়া
সুখে দক্ষ করে গৃহবাস।
শ্রীকৃষ্ণকিশোর কয় ব্রহ্মময়ী জন্ম লয়
বাল্যলীলা করিতে প্রকাশ॥

সতীর জন্ম।

(পয়ার)

সৃষ্টির প্রধান পক্ষ দক্ষ প্রজাপতি।
কশ্যপ দক্ষেতে হৈতে সৃষ্টির উৎপত্তি॥
মাতামহ দক্ষরাজা প্রধান সবার।
আজ্ঞা বিনা করে কার্য্য সাধ্য কি কাহার॥
প্রসূতি সহিতে সদা রস ব্যবহার।
প্রচণ্ড প্রতাপ দক্ষ একান্ত শাসন॥
ইচ্ছাময়ী নিজ লীলা করিতে প্রকাশ।
দয়া করি করিলা প্রসূতি-গর্ব্ভে বাস॥
দিনে দিনে হইল গর্ব্ভের পরিচয়।
দক্ষ প্রজাপতি শুনি হরিষহৃদয়॥

মনে ভাবে এই গর্ব্ভে ত্রিলোকজননী।
দয়া করি কন্যা হৈয়া জন্মিবে আপনি॥
যথাকালে পূর্ণ গর্ব্ভ হৈল প্রসূতির।
পূর্ণব্রহ্মময়ী তবে হইলা বাহির॥
প্রসবিলা প্রসূতি না হৈল কোন ক্লেশ।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব দিগ দেশ॥
মন্দ মন্দ সুগন্ধি শীতল সমীরণ।
সুস্থির ভুবন জন আনন্দিত মন॥
পরম সুন্দরী কন্যা ত্রিতয়নয়না।
দেখিয়া প্রসূতি হৈলা আনন্দিতমনা॥
ডাকিলেন দক্ষরাজে কন্যা দরশনে।
শুনি দক্ষ আইলা পরমানন্দ মনে॥
দেখি দক্ষরাজা হৈলা আনন্দ অপার।
সেই ব্রহ্মময়ী এই তনয়া আমার॥
উৎসব করয়ে রাজা যে বেদবিধান।
দ্বিজে ধন রত্ন বস্ত্র দিলা বহু দান॥
যথাযোগ্য দেবগণে করিলা পূজন।
নানাদানে সর্ব্বজনে করিলা তোষণ॥
প্রাণসমা কন্যা মানে দক্ষ প্রজাপতি।
দশম দিবসে নাম রাখিলেন সতী॥
পিতৃগেহে ব্রহ্মময়ী বালিকা-বেহার।
পিতামাতা সন্তোষ সন্তোষ সবাকার॥
দিনে দিনে বাড়ে রূপ যৌবন শরীর।
ঘনাগমে বাড়ে যেন নীচগাতে নীর॥

কেশ বেশ উজ্জ্বল সুহাস ভাসবাণী।
আনন্দে দক্ষের ঘরে বিহরে ভবানী॥
কন্যা দেখি করে দক্ষ বিবাহ চিন্তন।
কিশোর রচয়ে ভাবি শ্রীনাথচরণ॥

সতী-বিবাহের উদ্যোগ।

(পয়ার)

কন্যা দেখি দক্ষরায় ভাবে মনে মন।
প্রাণসমা সতী কারে করি সমর্পণ॥
সেই কালে কথা আছে শিব হবে বর।
একার্য্য আমাতে হৈল বড়ই দুষ্কর॥
সতী মোর প্রাণসমা ভুবনমোহিনী।
শিবে সমর্পিয়া কি করিব কিরাতিনী॥
কি দেখিয়া শিবেক করিব কন্যা দান।
আদ্যমূল যাহার রহিতে নাহি স্থান॥
আমার পিতার হৈতে অধিক বয়েস।
যথা তথা ফিরে সদা উন্মাদের বেশ॥
পিতার উচিত কন্যা দিতে যোগ্য বরে।
সুন্দর সুবিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ উত্তমের ঘরে॥
শিবে সমর্পণ সতী না হয় বিধান।
অপাত্রে অর্পণ কন্যা সাগরে ডুবান॥
চেষ্টা করি দিব কারে করি আবাহন।
সভাকরি করি স্বয়ম্বর আয়োজন॥

শিব বিনে ত্রিলোক করিব নিমন্ত্রণ।
যাকে সতী বরে তাকে করিব অর্পণ ॥
শিবশূন্য সভা হৈলে সতী কি করিবে।
সভাতে মনের মত কাহাকো বরিবে ॥
এত ভাবি মন্ত্রিগণে কহিলা ডাকিয়া।
শুন সবে কর কর্ম্ম সত্বর হইয়া ॥
বিবাহের কাল হইল সতী মোর কন্যা।
পরম সুন্দর দেখ ত্রিভুবনে ধন্যা ॥
হেন কন্যা কাহাকে করিব সমর্পণ।
ত্বরা করি কর স্বয়ম্বর আয়োজন ॥
শিব বিনা ত্রিলোক করহ নিমন্ত্রণ।
সুন্দর করহ সভা সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
সভা মধ্যে ইচ্ছা করি সতী বরে যাকে।
অর্চ্চা করি সতীকে বিবাহ দিব তাকে ॥
অযোগ্য বরেতে যদি কন্যা সমর্পয়।
সে কন্যা বধের পাপ তার তাতে হয় ॥
কন্যা যদি ইচ্ছারূপে বর যাচি লয়।
দুঃখ ক্লেশ হৈলে পিতা পাপভাগী নয় ॥
আজ্ঞা পায়া মন্ত্রিগণ পান নিল করে।
ত্রিলোক সংবাদ দিল সতী-স্বয়ম্বরে।
শিব বিনা নিমন্ত্রণ দিল সবাকার।
করিছে যতনে সবে বিধান সভার ॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী ॥

স্বয়ম্বর-সভা।

(খর্ব্ব ত্রিপদী)

সভার সুস্থান সুন্দর নির্ম্মাণ
করে পরিচরগণ।
মধ্যে রাখি স্থান চৌদিকে বিধান
স্থাপিল বিচিত্রাসন॥
বিচিত্র বসন করে আচ্ছাদন
বসিতে নায়কগণে।
তাহার পশ্চাতে অস্ত্র শস্ত্র হাতে
রক্ষক সশরাসনে॥
পেয়ে নিমন্ত্রণ যত যুব জন
ত্রিলোকনিবাসী বীর।
রূপ গুণধর দিব্যকলেবর
বিজ্ঞ বিশারদ ধীর॥
চলে ত্বরাত্বরি বরবেশ ধরি
সতীস্বয়ম্বর আশে।
আনন্দহৃদয় আসিয়া মিলয়
দক্ষ প্রজাপতি বাসে॥
সভাতে সকলে বৈসে কুতূহলে
সুবেশ সুন্দর সাজ।
সুবেশ সুন্দর অতি মনোহর
দেবগণ দেবরাজ॥
ক্ষত্রিয় সকল বীর মহাবল
মুকুট কীরিটীবান।

বস্ত্রে বাঁধা কটি আঁটি বীরধটি
পৃষ্ঠে ধনু তূণ বাণ।
বৈসে মুনিগণ সুতেজ ব্রাহ্মণ
বেদবিধিবিজ্ঞ ধীর।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সর দিব্য শরীর।
মহা বলবান্ ধরে নানাবাণ
অসুর সুন্দর কায়।
কত কত জন আনন্দিত মন
সভার সুশোভা তায়॥
সারি সারি সারি বর বেশধারী
সতী স্বয়ম্বর মনে।
পথ নিরীক্ষণ করিছে যেমন
তৃষিত চাতক ঘনে॥
কেহ নিজ কায় ফিরি ঘুরি চায়,
কি জানি কাহারে বরে।
সবে পরস্পরে আপন অন্তরে
অশেষ বিচার করে॥
বিধাতা সংহতি দক্ষপ্রজাপতি
সভা দেখি হরষিত।
বিধাতার মতি শিব বিনে সতী
না বরিবে কদাচিত॥
সতীস্বয়ম্বর জানিয়া শঙ্কর
রহিয়া গগন পরে।

সভার শোভন সুখে নিরীক্ষণ
আনন্দিত চিতে করে॥
ত্রিলোকে এমন না হয় কখন
সভার এমন সাজ।
কিশোর ভাবিয়া কহে প্রণমিয়া
সতীশিব পদ রাজ॥

—:o:—

সতীর স্বয়ম্বর।

(ললিত ত্রিপদী)

দক্ষের পুরবাসী রমণীগণ আসি
সতীর বানায়েছে বেশ।
সুগন্ধতৈল দিয়া বান্ধিছে বিনাইয়া
করিয়া উভখোপা কেশ॥
কনক ঝাঁপাতায় পৃষ্ঠেতে দুলি যায়
বেষ্টিত কুসুম মালায়!
শিঁথিতে শিঁথি পাটী অতি সে পরিপাটী
মুকুতা দোথরি তাহায়॥
কুণ্ডল শ্রুতিমূলে সুন্দর গণ্ডে দোলে
গলায় নানা মণিহার।
বাহুতে শোভাকর কঙ্কণ মনোহর
নাগেন্দ্র দন্ত চুড়ি আর॥

পরায় রক্তবাস শরীর কেশপাশ
অর্দ্ধেক আচ্ছাদিছে শির।
চরণে বঙ্করাজ নূপুর দিব্য সাজ
গমন গজ গতি ধীর॥
ত্রিলোকে নিরুপমা মহেশ মনোরমা
জননী জগত জনার।
সভাতে যান্ সতী বরিতে শিবপতি
হৃদয়ে আনন্দ অপার॥
সবাম করে থুরি চন্দন তাহে পূরি
দক্ষিণ করে ফুলহার।
সুধীর ধীর গতি সভাতে আইলা সতী
হরিলা হৃদয় সবার॥
বেষ্টিত সখিগণ করিছে পদার্পণ
গমনে গজ লাজ পায়।
কনক গৌরাঙ্গিণী সুস্থির সৌদামিনী
সবাকে দেখিয়া বেড়ায়॥
রাতুল চারুপদ প্রফুল্ল কোকনদ
অশেষ আভরণ তায়।
করয়ে বিন্যাসন সুরব ঝন ঝন
শ্রবণে জন মোহ পায়॥
নিরখি সভাজন সুস্থির কায়মন
চিত্রের পুত্তলিকা প্রায়।
কহেন বিধি সতী যাহাকে যায় মতি
বরণ করহ তাহায়॥

হইতে স্বয়ম্বরা   ভুবন মনোহরা
চঞ্চল নয়নেতে চান।
সভাতে প্রতিজন   করেন নিরীক্ষণ
মহেশ দেখিতে না পান।
না দেখি শিব, সতী   মানসে বরে পতি
চন্দন মালা দিলা তায়।
সভার সুবিদিতে   রাখিলা ধরণীতে
বলিয়া নমস্তে শিবায়॥
গগনে হৈতে হর   আসিয়া শীঘ্র তর
চন্দন পরি গলে মাল।
সভার বিদ্যমান   হইলা অন্তর্ধান
অন্তরে আনন্দ বিশাল॥
দেখিয়া দক্ষরায়   বিষাদে বলে হায়
সতীর পুরপ্রবেশন।
প্রণাম করে মায়   সখিরা কহে তায়
বরণ কৈলা পঞ্চানন॥
প্রসূতি তুষ্ট হৈলা   সতীকে কোলে নিলা
আইস মা বলি প্রাণধন।
কিশোর দ্বিজে কয়   হেরো মা এ তনয়
বারেক তুলিয়া নয়ন॥

দক্ষের বিষাদ।

(পয়ার)

শিবে বরমালা দিয়া সতী গেলা ঘর।
সচেত হইল সভাজনার অন্তর॥
পরস্পর সকলে সকল পানে চায়।
শিবকে বরিলা সতী কহিছে সভায়॥
দক্ষ বলে হায় হায় একি দুঃখ সয়।
আমার কন্যার পতি ভূতপতি হয়॥
পরিতে বসন নাহি নাহি যার ঘর।
কি দেখিয়া সতী বরিলেক শিব বর॥
সতী মোর প্রাণসমা নয়নের তারা।
হৈতে হৈল এককালে এ জনমে হারা॥
আমি দক্ষ প্রজাপতি সভাতে প্রধান।
ভিখারী শিবেরে আমি দিব কন্যাদান॥
এ হেন সভাতে কত ছিল দিব্যবর।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর॥
রূপ গুণশীলবান ধনে ধনপতি।
তাহা ছাড়ি শিবেরে বরিলা কেন সতী॥
বরে যদি দোষ থাকে কন্যা নহে দিবে।
সর্ব্ব দোষ দেখি কেন কন্যা দিব শিবে॥
এমন দুষ্কর কর্ম্ম আমি না করিব।
ভিক্ষুকে সঁপিয়া কন্যা জলে ডুবাইব॥
শুনি দক্ষবাণী কহে কমল-আসন।
একি দক্ষ বিবুদ্ধি হইল কি কারণ॥

শিব নিন্দা কর কেন ভুলিয়া কারণ।
পরম পুরুষ শিব দেব ত্রিলোচন॥
সকলের মূল যেই পুরুষ প্রকৃতি।
সেই জান ঐ শিব এই কন্যা সতী॥
জানি শুনি জ্ঞানী হৈয়া ভুলো কি কারণ।
শিব আনি কর সতী কন্যা সমর্পণ॥
ত্রিলোকে আরাধে যেই শিবের চরণ।
তাহাকে দরিদ্র বল ভ্রমের কারণ॥
দয়া করি যাহাকে নয়ন কোণে চায়।
তাহার সমান ভবে কে হইতে পায়॥
ব্রহ্মার কথায় দক্ষ সম্মত হইল।
শিব আনো সতী দিব দূতে আজ্ঞা দিল॥
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা তরঙ্গিণী॥

শিব সতীর বিবাহ।

(পয়ার)

দক্ষের আজ্ঞায় দূতে আনিল শঙ্করে।
সভাসনে শিবের চরণে নতি করে॥
দেব ঋষি মুনি যোগিগণ হরষিত।
বিধাতা হইলা মনে বড় আনন্দিত॥
সভামধ্যে স্থাপিলেন কনক আসন।
তাহাতে বসিল শিব দেব ত্রিলোচন॥

নিশ্চয় জানিল শিবে দিতে হৈল সতী।
অর্চ্চনা করয়ে বর দক্ষ প্রজাপতি॥
পুরবাসি রামাগণ আনন্দ হৃদয়।
হুলাহুলি মঙ্গল করিছে জয় জয়॥
সতী অঙ্গে আভরণ পরায়ে প্রচুর।
নয়নে কজ্জল দিল ললাটে সিন্দূর॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান দিব্য আচ্ছাদন।
গাম্ভারি কাষ্ঠের পীঠে করিয়া স্থাপন॥
পঞ্চ দেবে পীঠে ধরি আনিল সভায়।
প্রদক্ষিণ সাতবার শঙ্করে করায়॥
সমুখে সপীঠ সতী করিলা স্থাপন।
মুনিগণে করে সুখে বেদ উচ্চারণ॥
নানা বাদ্য দুন্দুভি বাজয়ে ঘন ঘন।
ঝাঁকে ঝাঁকে জয়ধ্বনি দিছে রামাগণ॥
বেদ বিধি অনুসারে দক্ষ প্রজাপতি।
বরণ করিয়া শিবে সমর্পিলা সতী॥
জয় জয় শব্দ হয় সকল ভুবন।
যৌতুক দিলেন দক্ষ নানাবিধ ধন॥
বিবাহ করিয়া কহিছেন পঞ্চানন।
সতী সঙ্গে দেহ আমি করিব গমন॥
এত বলি পীঠ হইতে উঠিল সত্বর।
রথ আনি দক্ষ রাজা দিল শীঘ্রতর॥
সতী সঙ্গে শিব করে রথে আরোহণ।
দক্ষ দিলা ধন রত্ন বস্ত্র আভরণ॥

হিমালয় শিখরে গেলেন মহেশ্বর।
সতী শিব রাখিয়া সারথি আইল ঘর॥
যার যথাস্থানে সবে করিলা গমন।
সতীর কারণ দক্ষ আকুল জীবন॥
সর্ব্বদা সতীর তরে করয়ে শোচন।
সতীর কারণে করে শিবেরে নিন্দন॥
সতী শিব আইলেন হেমন্ত শিখর।
শুনি গিরিরাণী গিরি হরিষ অন্তর॥
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী অমৃত লহরী।
কিশোরে করুণা কর শঙ্কর শঙ্করি॥

হিমালয়ে সতী শিবের আদর।

(ত্রিপদী)

সতী বিভা করি হর এল শুনি শীঘ্রতর
আনন্দে মেনকা রাণী ধায়।
অপ্সরা কিন্নরীগণে পুলকে পূর্ণিত মনে
রাণী সঙ্গে রঙ্গে সবে যায়॥
নানাবেশ আভরণ পার্ব্বতীয় নারীগণ
নানারত্ন ধন নিয়া যায়।
নারীতে বেষ্টিত রাণী যথা সতী শূলপাণি
উপনীত হইলা তথায়॥

মেনকা ত্যজিয়া লজ্জা করিয়া বিচিত্র সজ্জা
বৈসে রাণী ধান্যের মোচায়। (১)
বাম উরু পরে সতী দক্ষ উরে পশুপতি
মাতৃস্নেহে যতনে বসায় ॥
সম্মুখেতে পূর্ণ ঘট আচ্ছাদিয়া শুক্লপট
সপল্লব দধিবিলেপন।
চালুনি প্রদীপ বাণ নিছনি সদূর্ব্বাধান
পঞ্চরত্ন সিন্দূর চন্দন ॥
হুলাহুলি সুমঙ্গল মহানন্দ কুতূহল
জয়ধ্বনি করে রামাগণ।
বরণ বরয়ে সতী নানাছান্দে পশুপতি
বান্ধে করে করের কঙ্কণ ॥
সতী বামকনিষ্ঠায় রাণী ধরি তুলি তায়
গুড় দেয় সবার শ্রবণে।
অপার আনন্দ সুখ করে ধরি সতী মুখ
দেখায় রমণী জনে জনে ॥
রামাগণ দীপ করে মুখ দরশন করে
করে দেয় মণি রত্ন ধন।
শিরে দেয় দূর্ব্বাধান কর্পূর গুবাকপান
অঞ্জলিতে দেয় রামাগণ ॥

বধূপরিচয় কালে বরের মাতা পাটির উপর ধান্যের মোচা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর বসিয়া তৎকালীন কার্য্যাদি করেন।

গিরিরাজ আসি তায় প্রণাম করিয়া পায়
সতী শিব করে দরশন।
নির্ম্মাইয়া দিব্যপুর, নানা ধনে করি পুর
শিবসতী করিলা স্থাপন।
করি বধূপরিচয় মেনকা আনন্দ হয়
ঘরে গেল সতী মহেশ্বর।
মহা সুখে মন রঙ্গে রামাগণ করি সঙ্গে
গিরিরাণী গেলা নিজ ঘর॥
সতী সঙ্গে মহেশ্বর মনরঙ্গে নিরন্তর
নানা রসে করেন বিহার।
সতীশিবপদে মন করিল কবি রচন
রত্নমণি বনিতা যাহার॥

—:o:—

মেনকা সতীকে আরাধেন।

(পয়ার)

হিমালয়ে রহিলা সসতী পঞ্চানন।
গিরিরাজ মেনকার হরষিত মন॥
সুমেরুদুহিতা মেনা হিমালয়জায়া।
একান্ত হৃদয়ে আরাধয়ে মহামায়া॥
নিত্য নিত্য যায় রাণী সতীর নিকটে।
নিজসুতাসম দয়া করে অকপটে॥
নানা দ্রব্য দেয় নানাবিধ উপহার।
স্নেহ করি করি কোলে হেরে অনিবার

স্নানকালে করে নিত্য শরীরমার্জ্জন।
পরায় মনের মত বিচিত্র বসন॥
বৈকালে সুগন্ধি তৈল আমলকী দিয়া।
বেশ বিন্যাসন করে তনয়া মানিয়া।
মনে ভাবে সতী যদি হয় মোর কন্যা।
ত্রিভুবন মাঝে তবে আমি হই ধন্যা॥
গৃহে রাণী প্রতি মাসে শুক্লা অষ্টমীতে।
করয়ে দুর্গার পূজা বেদের বিহিতে॥
অবিচ্ছিন্ন শিখা দেয় ঘৃতদীপ দান।
ভক্তিযুক্তে নিষ্ঠ করি কায়মনঃপ্রাণ॥
সতী হেন কন্যা হৈতে মনেতে কামনা।
সতীকে করেন স্নেহ হৈয়া একমনা॥
মাতৃস্নেহ জানি সতী প্রসন্ন হইলা।
আর দিন মেনকারাণীকে জিজ্ঞাসিলা॥
কহ কহ মহারাণী কি তোমার মনে।
এত স্নেহ আমাকে করহ কি কারণে॥
মনোগত যেমন তেমন লহ বর।
সাধিব কামনা তব যেমন অন্তর॥
মেনকা বলেন মা আমার নিবেদন।
তুমি হেন কন্যা পাই এই মোর মন॥
হাসিয়া কহেন সতী আমি হেন আর।
নাহিক নিশ্চয় জান সকলের সার॥
সন্তোষ করিলা বহু শুন গিরিনারী।
নিশ্চয় হইব আমি তোমার কুমারী॥

বর পেয়ে রাণী হৈলা হরিষ অন্তর।
গদ গদ আনন্দে রোমাঞ্চ কলেবর॥
সতীর পাইয়া বর রাণী গেলা ঘর।
রত্নমণিপতিমন ভজরে শঙ্কর॥

—:০:—

সতী শিবের বিহার।

(খর্ব্ব চৌপদী)

হেমন্ত শিখরে সতী মহেশ্বরে
আনন্দে বিহরে মগন মনে।
দেখি লাজ প্রায় দূরেতে পলায়
স্থানে স্থানে যায় ভৈরবগণে॥
উভয় উভয় প্রেম অতিশয়
মহানন্দময় করেন কেলি।
উভয়ের অঙ্গ আনন্দ তরঙ্গ
লাজ ভয় সঙ্গ দূরেতে ফেলি॥
দিবা নিশি তায় হয় কিবা যায়
ক্ষণমাত্র তায় না হয় মনে।
কতছন্দ বন্দ হৃদয় স্বচ্ছন্দ
বিহরে আনন্দ মগ্ন দুজনে॥
কখন শিখরে কখন গহ্বরে
কভু ধরা পরে কখন বনে।
কখন উদ্যানে কভু গুপ্ত স্থানে
যখন যেখানে প্রকাশে মনে॥

কভু সতী কোলে কভু কুতূহলে
বসিয়া বিরলে হেরেন মুখ।
চুম্ব আলিঙ্গন দুজনে দুজন
রসে ভাসে মন অপার সুখ॥
কখনো কুসুম তুলি মনোরম
হার নিরুপম নির্ম্মাণ করি।
পুষ্প আভরণ সতীর ভূষণ
করি হেরে মন নয়ন ভরি॥
সদানন্দ রস না হয় অলস
বর্ষ পঞ্চদশ দেবের মানে।
আনন্দে দোঁহার আনন্দ বিহার
মহারস সার কুলীনে (১) জানে॥
জননী জনক ত্রিলোক পালক
ভুবন বা লোক দেহ ধারণে।
তাঁহার বিহার করিয়া বিস্তার
ব্যক্ত করিবার না হয় মনে॥
সতী সতীপতি কৈলাসেতে গতি
করিয়া মিনতি কিশোর বলে।
পূর্ণ কর আশ কাটি মোহ পাশ
দেহ মম বাস চরণ তলে॥

---

(১) কৌলাচারীলোককে কুলীন বলে (তন্ত্র) বীরাচার দ্বারা যাঁহারা সিদ্ধ হন তাঁহারাই কুলীন।

কৈলাসে নন্দীর আগমন।

(পয়ার)

কৈলাস শিখরে গেলা সতী পঞ্চানন।
সদানন্দে আনন্দ মগন বিহারণ॥
পরম সুন্দর পুর করিয়া নির্ম্মাণ।
সতীসঙ্গ রস রঙ্গ বিবিধ বিধান॥
দক্ষরাজা শিব নিন্দা করয়ে সদায়।
শুনি রুদ্রগণে মনে মহাদুঃখ পায়॥
প্রজাপতি দক্ষ কিছু বলিতে না পায়।
দক্ষপুর ছাড়িয়া কৈলাস পুরে যায়॥
নন্দী আদি করি রুদ্র একাদশ জন।
মহাপরাক্রম যেন প্রচণ্ড তপন॥
কৈলাসে যাইয়া প্রণমিয়া সতীপতি।
স্তুতি করে নন্দী শিবে করিয়া ভকতি॥
নমোদেব পঞ্চানন তোমার চরণ।
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের তুমি সে কারণ॥
দেবের দেবতা তুমি সকলের সার।
বিধি বিষ্ণু আরাধয়ে চরণ তোমার॥
তোমার চরণ বিনে আর নাহি গতি।
কৃপা করি চরণে রাখহ পশুপতি॥
ভক্তি নতি জ্ঞান হীন আমি দুরাচার।
শরণ চরণে তব, যে কর এবার॥
নন্দীর স্তবনে হর সন্তোষ হইলা।
কেন স্তুতি কর নন্দী জিজ্ঞাসা করিলা॥

পাণিপুটে কহে নন্দী শুন পঞ্চানন।
আসিয়াছি ছাড়িয়া দক্ষের নিকেতন॥
তব নিন্দা করে মূঢ় না জানে কারণ।
শ্রবণে আকুল প্রাণ হয় উচাটন॥
সেই হেতু আসিয়াছি শুন মহেশ্বর।
দয়া করি রাখ মোরে করিয়া কিঙ্কর॥
শুনি হাসি মহাদেব দয়া প্রকাশিলা।
সহচর করি নন্দী সমীপে রাখিলা॥
পরিতুষ্ট হৈয়া নন্দী রহিলা কৈলাস।
নিতান্ত একান্ত মনে সেবে কীর্ত্তিবাস॥
পরম আনন্দে সতীপতি সতী সনে।
কৈলাসে করেন বাস রসবেহারণে॥
কোটী কোটী ভৈরব বেতাল ভূতগণ।
পরিবারে করে নিত্য চরণ সেবন॥
ইতঃপর দক্ষালয়ে শুন বিবরণ।
রচিল কিশোর প্রণমিয়া পঞ্চানন॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলাতরঙ্গিণ্যাং সতীশিববিবাহ
বিবরণে দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় তরঙ্গ।

—:o:—

নারদ চিন্তা করেন।

(পয়ার)

দক্ষরাজা করে নিত্য শিবের নিন্দন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে একান্ত শাসন॥
শিবনিন্দা পাপ ফল ফলিতে প্রচুর।
নারদ হইতে হয় উদ্গম অঙ্কুর॥
ভাবেন নারদ মুনি এ আর কেমন।
বিফল হইল নাকি বেদের বচন॥
দক্ষরাজা শিবনিন্দা করে অনিবার।
পাপের বিহিত ফল কেন নহে তার॥
সকলের মূল শিব গুরু জগতের।
সর্ব্বদেবে আরাধয়ে চরণ শিবের॥
শিবনাম স্মরণে, মঙ্গল নিরন্তর।
নিন্দনেতে হয় অমঙ্গল ঘোরতর॥
শিব আরাধন ফল অসংখ্য অক্ষয়।
বিনা শিব সেবনে মঙ্গল নাহি হয়॥
বিধি বিষ্ণু যে চরণ করে আরাধন।
চিন্তয়ে হৃদয়ে যোগী ঋষি মুনিগণ॥
শিবলিঙ্গ যে জন পূজয়ে একবার।
তাহাকে না হয় কভু যম অধিকার॥

মার্কণ্ডেয় চিরজীবি সেবি যে চরণ।
যাহাতে হইয়াছিল মৃত্যুর মরণ॥
অনন্ত শিবের গুণ কে কহিতে পারে।
আশুতোষ দয়াল শঙ্কর এ সংসারে॥
হেন শিব নিন্দা করি বিপদ না হয়।
এ বড় অশ্চর্য্য মনে উপজে সংশয়॥
যেই মূঢ় নিন্দা করে দেব পঞ্চানন।
অবিলম্বে হয় তার ছাগের বদন॥
সম্পদ মঙ্গল যায় হয় সর্ব্বনাশ।
শ্মশান সমান হয় তাহার নিবাস॥
এই সব ভাবি মনে বিরস হৃদয়।
চলিলা নারদ মুনি দক্ষের আলয়॥
কৃষ্ণকান্ত অনুজ কিশোর দ্বিজে কয়।
শিব শিব বল মন যাবে ভবভয়॥

নারদ বাক্যে দক্ষের মন্ত্রণা।

(পয়ার)

নারদ আইলা যদি দক্ষের সদন।
আইস ভাই বলি দক্ষ দিলা আলিঙ্গন॥
কহ ভাই কোথা হৈতে এথা আগমন।
কল্যাণ কুশল কহ গমনকারণ॥
নারদ কহেন এক গুপ্ত সমাচার।
আইলাম তোমাকে বিরলে কহিবার॥

শুনি দক্ষ উঠে ধরি নারদের করে।
বিরলে বসিল যেয়ে মন্ত্রণার ঘরে॥
কহেন নারদ শুন শুন মহারাজ।
উপস্থিত দেখি এক বিপরীত কাজ॥
সর্ব্বদা করহ তুমি শিবের নিন্দন।
এই দোষে তোমাকে কুপিত পঞ্চানন।
ভৈরব বেতাল ভূত শিবপরিবার।
অবিলম্বে অমঙ্গল পাড়িবে তোমার॥
ভস্ম অস্থি অঙ্গার করিয়া বরিষণ।
করিবে তোমার পুর শ্মশান যেমন॥
অতএব শীঘ্র কর ইহার উপায়।
যে রূপে এ সব কিছু না হইতে পায়॥
এত কহি গমন করিলা তপোধন।
শুনিয়া দক্ষের হৈল উৎকণ্ঠিত মন॥
মন্ত্রীগণে ডাকি দক্ষ কহে সবিশেষ।
শুন মন্ত্রিগণ এক গোপন উদ্দেশ॥
এখনি গোপনে মোরে কহিল নারদ।
শিব নাকি মোর পুরে ঘটাবে আপদ॥
ভূতগণে ভস্মঅস্থি বর্ষিবে অঙ্গার।
শ্মশানসমান পুর করিবে আমার॥
বিস্তারিয়া উপায় বলহ মন্ত্রিগণ।
কিরূপে হইতে পারে ইহার রক্ষণ॥
পাণিপুটে মন্ত্রিগণ সবিনয়ে কয়।
বিজ্ঞ বিবেচক ধীর তুমি মহাশয়॥

আপনি কহেন কিবা ইহার মন্ত্রণা।
পশ্চাতে আমরা তার করি বিবেচনা॥
দক্ষ বলে এই কথা মোর মনে লয়।
পুণ্যকর্ম্ম করিলে ভূতের নাহি ভয়॥
অতএব মহাযজ্ঞ করি আয়োজন।
যজ্ঞের রক্ষক করি দেব নারায়ণ॥
শিব বিনা ত্রিলোকে করিবে নিমন্ত্রণ।
বিষ্ণু করিবেন সেই যজ্ঞের রক্ষণ॥
তবে কারে ভয় আর আমি যজ্ঞপূতে।
পুণ্যকর্ম্ম আরম্ভিলে কি করিবে ভূতে॥
দক্ষবাণী শুনি মনে গণে মন্ত্রিগণ॥
শিব বিদ্বেষণ যজ্ঞ নহে সমাপন॥
দক্ষ ভয়ে মন্ত্রিগণ কিছু নাহি কয়।
যে আজ্ঞা করেন রাজা এই যুক্তি হয়॥
তবে সবে করহ যজ্ঞের আয়োজন।
রক্ষা হেতু করি আমি বিষ্ণুআরাধন॥
এত কহি তপস্যাতে দক্ষের গমন।
সর্ব্বেশ্বরীসুতমন ভজ পঞ্চানন॥

———

দক্ষের বিষ্ণু আরাধন।

(ত্রিপদী)

পশ্চিম সমুদ্র তীরে ধরণী ধরিয়া শিরে
ঊর্দ্ধ পদে দক্ষ প্রজাপতি।
করে বিষ্ণু আরাধন নিরাতঙ্কে নিরশন
কায় প্রাণ স্থির করি মতি॥
তপে তুষ্ট গদাধর আইলা দক্ষে দিতে বর
গরুড়বাহন নারায়ণ।
বর লহ বলে হরি দক্ষ তপ পরিহরি
প্রণমিল বিষ্ণুর চরণ॥
পাণিপুটে চাহে বর শুন দেব গদাধর
মম বাঞ্ছা করহ পূরণ।
আমি যজ্ঞ আচরিব রহিত করিয়া শিব
তুমি যজ্ঞ করহ রক্ষণ॥
শুনিয়া ভাবেন হরি কপট তপস্যা করি
বর চাহে দক্ষ প্রজাপতি।
অভেদ শঙ্কর হরি তাহাতে বিভেদ করি
মঙ্গল যাচয়ে মূঢ়মতি॥
এ যজ্ঞ হইবে নাশ কোপ কৈলে কৃত্তিবাস
কদাচিত সাঙ্গ না হইবে।
যেমন কপট মন করিয়াছে আরাধন
সেইরূপ কপটে রক্ষিবে।

এত ভাবি গদাধর   তথাস্তু দিলেন বর
আমি যজ্ঞ করিব রক্ষণ।
কে বুঝে চক্রীর চক্র   হৃদয় হইয়া বক্র
বৈকুণ্ঠে গেলেন নারায়ণ ॥
প্রসন্ন হইয়া মন   গেলা দক্ষ নিকেতন
সবাকে কহেন বিবরণ।
যজ্ঞ রাখিবেন হরি   শিব ভয় পরিহরি
করহ যজ্ঞের আয়োজন ॥
সতী শিব বিনে আর   নিমন্ত্রণ সবাকার
পত্র দেহ এ তিন ভুবন।
শিবের নাহিক ভয়   রক্ষক শ্রীদয়াময়
যজ্ঞে সবে করে আগমন ॥
এ যজ্ঞে যে না আসিবে   ভাগহীন সে হইবে
দূর হবে আদর গৌরব।
দক্ষ আজ্ঞা শিরে ধরে   যথাবিধি কার্য্য করে
সভয়-হৃদয় মন্ত্রী সব ॥
মহাযজ্ঞ মহোৎসব   সমারোহ করে সব
বহুবিধ দ্রব্যের সম্ভার।
কৃষ্ণ কিশোরের মন   ভজ গুরু শ্রীচরণ
না হবে যন্ত্রণা পুনঃ আর ॥

যজ্ঞের সম্ভার।

(পয়ার)

পাতি লিখে মন্ত্রিগণ শুন সর্ব্বজন।
দক্ষালয়ে মহাযজ্ঞে কর আয়োজন॥
এ যজ্ঞে না হবে মাত্র শিবনিমন্ত্রণ।
যজ্ঞের রক্ষক স্থিতিকর্ত্তা নারায়ণ॥
শিবেরে না কর ভয় সত্বরে আসিবে।
না আসিলে যজ্ঞভাগ রহিত হইবে॥
বিশেষতঃ দণ্ডনীয় হইবে রাজার।
ত্রিলোকেতে নিমন্ত্রণ না হবে তাহার॥
সর্ব্বলোকে পাঠাইল নিমন্ত্রণ পাতি।
দ্রব্যের সম্ভার বহু করে নানা জাতি॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু করে সরোবর।
আটা চিনি সন্দেশ পর্ব্বত সমসর॥
থরে থরে রাশি রাশি রাখে ফল মূল।
পর্ব্বত সমান রাখে উত্তম তণ্ডুল॥
তিল যব মাষ মুগ বিবিধ প্রকার।
ভক্ষ্য দ্রব্য রাশি রাশি অসংখ্য অপার॥
সোণা রূপা তামা কাঁসা তৈজস যাবত।
থরে থরে রাখে সব সমান পর্ব্বত॥
কত মত নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার।
হয় হস্তী রথ গাভী গণনা কি তার॥
ইষ্টক নির্ম্মিত কত পাথরের ঘর।
অষ্ট ধাতু রচিত মন্দির বহুতর॥

সর্ব্ব জন রহিতে উত্তম বাসস্থান।
সুন্দর সুমনোহর বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
নানাবিধ সজ্জা নানা দ্রব্য মনোহর।
ভাণ্ডার পূরিয়া সব রাখে থরে থর॥
স্থানে স্থানে বাপীকূপ তড়াগ বিস্তর।
পুষ্করিণী কত কত দীঘি সরোবর॥
স্থানে স্থানে পতাকা উড়িছে বহুতর।
শ্বেত রক্ত পীত নীল করে তরতর॥
বিতান চামর ধ্বজ ছত্র সুশোভন।
স্থানে স্থানে পূর্ণ ঘট কদলি রোপণ॥
দধি পুষ্পমালা শ্বেত বস্ত্র আলিপন।
স্থানে স্থানে নানাবিধ মঙ্গলাচরণ॥
নানাবাদ্য কোলাহল দুন্দুভিবাজন।
মহাশব্দ সুমঙ্গল পূরিল গগন॥
কহে কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া পঞ্চানন।
নিমন্ত্রিত আগমন দক্ষের ভুবন॥

নিমন্ত্রিত আগমন।

(পয়ার)

নিমন্ত্রণ পায়া সবে সভয় হৃদয়।
স্বগণে ত্রিলোক জন আইলা দক্ষালয়॥
দেবাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যাধর।
অপ্সর দানব যক্ষ রক্ষ নাগ নর॥

গ্রহ রাশি যোগ বার নক্ষত্র করণ।
নিজ নিজ পরিবারে দিক্‌পালগণ॥
ইন্দ্র বহ্নি যম রক্ষ বরুণ পবন।
কুবের স্বগণ সনে দ্বাদশ তপন॥
সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান ব্রহ্মা নারায়ণ।
যোগী ঋষি সিদ্ধ বেদবিজ্ঞ দ্বিজগণ॥
সনক সনন্দ কেতু বশিষ্ঠ অঙ্গিরা।
বামদেব নারদ দধীচি সনঙ্গিরা॥
মার্কণ্ডেয় চ্যবণ ভার্গব তপোধন।
আইলা অনেক মুনি অসংখ্য গণন॥
নদনদী সিন্ধু সপ্ত যত মহীধর।
ত্রিলোকে যাবত জন আইলা সত্বর॥
দক্ষের চৌষট্টি সুতা কৈলা আগমন।
সবেমাত্র সতীশিব নহে নিমন্ত্রণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগকন্যাগণ।
যজ্ঞ দরশনে আইলা দক্ষের ভবন॥
সর্ব্বলোক দক্ষালয়ে হৈলা অধিষ্ঠান।
যথাযোগ্য সকলেক করিলা সম্মান॥
যার যেহি যোগ্য স্থানে করিলা স্থাপন।
ভক্ষ্যদ্রব্য দিলা বহু বস্ত্র আভরণ॥
স্থানে স্থানে নৃত্য গীত মধুর সুতান।
অকাতরে করে নানা ধন রত্ন দান॥
ত্রিলোকের আনন্দ একত্র দক্ষালয়।
মহামহোৎসব যজ্ঞ সুমঙ্গলময়॥

সকল সম্ভারপূর্ণ হইল ভুবন।
দেখি দক্ষরাজ হৈলা উল্লাসিত মন॥
সতীস্নেহে মূঢ়মতি শিবনিন্দা করে।
পঞ্চানন দয়া কর কিশোর কাতরে॥

যজ্ঞ আরম্ভ।

(পয়ার)

শুভক্ষণে দক্ষরাজ যজ্ঞ আরম্ভিলা।
আপনে যজ্ঞের বেদী পৃথিবী হইলা॥
আপনে বসিলা কুণ্ডে স্বয়ং হুতাশন।
নির্দ্ধূম উর্দ্ধল শিখা পরশে গগণ॥
যজ্ঞ আসি আপনে হইলা অধিষ্ঠান।
বসিলেন দেবগণ নিজ নিজ স্থান॥
সভাসব দক্ষরাজা করিলা বরণ।
নানা মণিরত্ন দিলা বস্ত্র আভরণ॥
দেবগণে যথাযোগ্য দিয়া যজ্ঞভাগ।
ব্রতী হৈয়া দক্ষরাজা আরম্ভিলা যাগ॥
ঈশানে শিবের ভাগ করিয়া বর্জ্জিত।
সতী মনে ভাবি দক্ষ হৃদয়ে দুঃখিত॥
চৌষট্টি হাজার মুনি করয়ে হবন।
দ্বিসপ্ত সহস্র করে বেদ উচ্চারণ॥
অনলে ঢালয়ে হবি কলসে কলসে।
প্রোজ্জ্বল উর্দ্ধল শিখা গগন পরশে॥

নিজ নিজ আহুতি লয়েন দেবগণ।
নানা বস্তু ঘৃতযুক্ত করয়ে হবন॥
নানাবাদ্য নৃত্য গীত মঙ্গলাচরণ।
বেদধ্বনি করে চতুর্দ্দিকে মুনিগণ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম বিধাতা আপনে বিবেচক।
ত্রিলোকপালক বিষ্ণু যজ্ঞের রক্ষক॥
মহামহোৎসব যজ্ঞ তুলনা কি তার।
না হইছে না হইবে হেন যজ্ঞ আর॥
শিবশূন্য যজ্ঞ নাহি কল্যাণ কথন।
শিব না দেখিয়া ভাবে শৈব মুনিগণ॥
কহে কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া পঞ্চানন।
দধীচি দক্ষেতে হয় কথোপকথন॥

দক্ষে দধীচিতে কথা।

(পয়ার)

শিব ভাগ না দেখি দধীচি তপোধন।
সভামাঝে দক্ষরাজে জিজ্ঞাসে কারণ॥
কহ দক্ষ কি আশ্চর্য্য করি নিরীক্ষণ।
হেন যজ্ঞে শূন্য কেন শিবের আসন॥
শিববিনে মঙ্গলদায়ক কোনজন।
শিব বিনে নহে কভু যজ্ঞ সমাপন॥
শিব বিনে সভা দেখি শ্মশানসমান।
শিব বিনে যজ্ঞ কর এ কোন বিধান॥

চন্দ্রহীন রাত্রি যেন বেদহীন দ্বীজ।
স্তনহীনা নারী যেন মন্ত্রহীন বীজ॥
শিবহীন যজ্ঞ তেন অন্ধকারময়।
শিববিনে কখন মঙ্গল নহে হয়॥
দক্ষ বলে শিবের নাহিক আদি মূল।
মানামান নাহিক নাহিক কুলাকুল॥
ঘর দ্বার নাহি সদা শ্মশানে বেড়ায়।
ভিক্ষা করি খায় নিত্য ছাই মাথে গায়॥
দেবত্ব কি আছে শিবে কাপালি যেমন।
হেন বিরূপাক্ষ নহে করি নিমন্ত্রণ॥
দধীচি কহেন দক্ষ একি বিপরীত।
জানিয়া শুনিয়া কেন কহ অনুচিত॥
সকলের মূল শিব পরম কারণ।
দেবের দেবতা শিব যোগীর ভাবন॥
তুল্য নিন্দা স্তুতি তুল্য মান অপমান।
ঈশ্বরের স্তুতি নিন্দা উভয় সমান॥
স্তুতি করে নিন্দে কিবা ঈশ্বরের তায়।
যার যেহি কর্ম্ম সেহি মতে ফল পায়॥
শিবপুর-কলা সম নাহি দেবালয়।
বৈকুণ্ঠ গোলোক শিবপুর তুল্য নয়॥
যাহা হৈতে যত ইতি বস্তু উপাদান।
তাকে অট্টালিকা বন উভয় সমান॥
চন্দন ভস্মেতে তার তুল্য ব্যবহার।
জ্ঞানী হৈয়া কেন দক্ষ বিবুদ্ধি তোমার॥

দক্ষ বলে যত বল সব সত্য হয়।
জানি সব তবু মোর মনে নহে লয়॥
পিতা যবে করিলেন সৃষ্টি-বিস্তারণ।
শিবঅংশে জন্মে রুদ্র একাদশ জন॥
দুর্ব্বার করয়ে তারা সৃষ্টি বিনাশন।
দুষ্ট দেখি পিতা মোরে করিলা অর্পণ॥
আজ্ঞাকারী হৈয়া তারা রহে মোর ঘরে।
সাধ্য নাহি আজ্ঞা বিনে কোন কার্য্য করে।
যার অংশে রুদ্র মোর দাসের সমান।
তাকে দেবজ্ঞান করি এ কোন বিধান॥
যদি শিব পারে মোরে করিতে দমন।
তবে সে শিবেতে ভক্তি হবে মোর মন॥
দধীচি কহেন দক্ষ কুমতি তোমার।
মূঢ় হেন শিবনিন্দা কর বারে বার॥
কথা শুন শিব আনো করহ বরণ।
শিব বিনে এ যজ্ঞ না হবে সমাপন॥
কোপে দক্ষ বলে তোকে কে করে বরণ।
দূর হও এথা হইতে রাখিয়া জীবন॥
আমি মূঢ় তুঞি বড় পণ্ডিত সুধীর।
তোর বাক্যে বরণ করিব কাপালির॥
যে যজ্ঞরক্ষক বিষ্ণু ত্রিদেশ ঈশ্বর।
তাহাতে হইল তোরে কাপালির ডর॥
কোপে মুনি বলে যজ্ঞ সাঙ্গ না হইবে।
শিব বিনাশিলে যজ্ঞ বিষ্ণু কি করিবে॥

কটুবাণী শুনি মুনি উঠিলা ত্বরায়।
যত ছিল শৈব সব মুনি সঙ্গে যায়॥
চৌষট্টি হাজার মুনি করিলা গমন।
স্থানে স্থানে শূন্য হৈল সে সব আসন॥
পুনরপি সে আসনে আর মুনিগণ।
বসাইলা স্থানে স্থানে আছিলা যেমন॥
পূর্ব্বরূপ যজ্ঞে সব প্রবৃত্ত হইল।
যার যেহি কার্য্য সেই করিতে লাগিল॥
তাহা দেখি নারদ ভাবেন মনে মন।
শিবনিন্দা ফল না ফলয়ে কি কারণ॥
সভা হৈতে উঠি মুনি কৈলাসেতে যায়।
দুর্গালীলা তরঙ্গিণী কহে দ্বিজ রায়॥

—:o:—

নারদ শিবকে সংবাদ দেন।

(পয়ার)

নারদ বিষাদমনে গেলেন কৈলাস।
ভক্তি করি প্রণাম করিলা কীর্ত্তিবাস॥
আইস বৈস নারদ কহেন পঞ্চানন।
কি হেতু আইলা কেন বিরস বদন॥
মুনি কহে প্রভু দক্ষ শ্বশুর তোমার।
মহা মহোৎসব যজ্ঞ করে চমৎকার॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল করিছে নিমন্ত্রণ।
যজ্ঞের রক্ষক করি দেব নারায়ণ॥

দেবগণে জনে জনে দিয়া যজ্ঞভাগ ।
মহাসুখে আরম্ভ করিছে মহা যাগ ॥
সবেমাত্র তব ভাগ করিছে বর্জ্জিত ।
দেখিয়া দধীচি কহিলেন যথোচিত ॥
শুনি দক্ষ তব নিন্দা করিল বিস্তর ।
কোপ করি উঠিয়া গেলেন মুনিবর ॥
সঙ্গতি গেলেন মুনি চৌষট্টি হাজার ।
অন্যমুনি স্থাপিল আসনে তাসবার ॥
দেখিয়া উপজে দুঃখ অবিধি বিচার ।
আইলাম নিবেদিতে চরণে তোমার ॥
অতএব তথা প্রভু উচিত গমন ।
ভাগ লহ কর কিবা বিঘ্নআচরণ ॥
মহেশ কহেন ভাগে কোন প্রয়োজন ।
কি ফল বিফল কেন বিঘ্ন আচরণ ॥
অবিধি সবিধি কর্ম্ম যেমন যাহার ।
তাহারে ফলিবে ফল কি ফল আমার ।
মুনিবলে দক্ষ যদি তোমা না বরিয়া ।
যজ্ঞ সমাপন করে নির্ব্বিঘ্ন হইয়া ॥
তবে আর কেহ নহে এ তিন ভুবন ।
করিবে তোমার তবে ভজন পূজন ॥
মহেশ কহেন মোর কি কাজ পূজন ।
স্তবন করয়ে কিবা করয়ে নিন্দন ॥
যাহার যেমন মন তেমন করিবে ।
তাহার সন্ধানে মিছা কি ফল হইবে ॥

বহুবিধ নারদ কহেন বহুতর।
কোনো রূপে কোপ না করেন মহেশ্বর॥
ভাবেন নারদ ইনি পূর্ণ ভগবান।
তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী মান অপমান॥
সতী বিনে না হইবে ইহার উপায়।
শিবে প্রণমিয়া মুনি হইলা বিদায়॥
অন্তঃপুরে গেলা মুনি সতীর সদন।
কৃষ্ণকান্তানুজ মন ভজ পঞ্চানন॥

নারদ সতীকে সংবাদ দেন।

(পয়ার)

নারদ দেখিয়া সতী পুছেন কারণ।
আইসো বৈসো কহ শুনি কেনো আগমন॥
নারদ কহেন মা তোমার পিতৃঘর।
মহা মহোৎসব যজ্ঞ বাক্য অগোচর॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সকল আগমন।
তুমি আর শিবেক না করে নিমন্ত্রণ।
আসিয়াছে তোমার সকল ভগ্নীগণ।
নানাবিধ দিছে দক্ষ বস্ত্র আভরণ॥
না হইছে না হইবে হেন যজ্ঞ আর।
দেখিতে এমন যজ্ঞ উচিত তোমার॥
সাক্ষাত হইবে সব ভগ্নীগণ সনে।
পিতৃঘরে যাইতে কি কাজ নিমন্ত্রণে॥

মাতা পিতা সুতা পাইয়া সম্মান করিবে।
তবস্নেহে যজ্ঞেতে শিবের ভাগ দিবে॥
শুনি সতী বিচার করেন মনে মন।
তপফল দক্ষের হইল সমাপন।
এখন করিতে হয় বিহিত আমার।
উচিত করিতে শিবনিন্দা প্রতিকার॥
ভাবি দেবী নারদে কহেন এই হয়।
যজ্ঞ দরশনে আমি যাইব নিশ্চয়।
শুনিয়া নারদ মুনি সন্তোষিত মন।
পুনরপি দক্ষালয়ে করিলা গমন॥
উঠিয়া চলিলা সতী শিব সন্নিধান।
কিশোর কিঙ্করে গুরু কর পরিত্রাণ॥

সতী শিবে কথোপকথন।

(পয়ার)

সতী কন মহাদেব শুন নিবেদন।
মহা মহোৎসব যজ্ঞ পিতার ভুবন॥
শুনি মনে হয় মোর আহ্লাদ অপার।
চল যাই পিতৃঘরে যজ্ঞ দেখিবার॥
মহেশ কহেন সতী অনুচিত হয়।
বিনা নিমন্ত্রণে তথা যাওয়া যোগ্য নয়॥
তোমা আমা বিনে দক্ষ ত্রিলোক সহিত।
যজ্ঞ করে এ যজ্ঞে যাইতে অনুচিত॥

সতী। চল প্রভু সাক্ষাতে না করিবে নিন্দন।
আদর করিবে যত জন আগমন॥
জগত পূজিত তুমি আরাধ্য সবার।
সাক্ষাতে কি সাধ্য পারে নিন্দা করিবার॥

শিব। প্রজাপতি হৈয়া দক্ষ করে অহঙ্কার।
ভুবনে প্রধান হৈয়া করে অধিকার।
সর্ব্বদা আমার নিন্দা করে অনিবার।
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে নিন্দিবে অপার॥

সতী। শ্বশুর তোমার দক্ষ জনক আমার।
দেখিলে হৃদয়ে স্নেহ হইবে তাহার॥
নিন্দা না করিবে তব সভার গোচর।
যজ্ঞ ভাগ দিবেক করিবে সমাদর॥

শিব। তোমার পিতার সতি হেন রীত নয়।
অন্যে যে বলিবে মন্দ না করে সে ভয়।
বিশেষতঃ আমার সে শ্বশুর আলয়।
বিনা নিমন্ত্রণে তথা যাওয়া যোগ্য নয়॥
দেবতুল্য জামাতাকে জানিবে শ্বশুর।
পুত্রস্নেহ করিবেক আদর প্রচুর॥
জামাতা শ্বশুর নিজ জনক সমান।
মাননা করিবে এহি উচিত বিধান॥
মহামূঢ় দক্ষ তার নাহি বিবেচনা।
তাহাকে বুঝায় হেন নাহি অন্য জনা॥
আদরের স্থানেতে হইবে অপমান।
অনাহ্বানে গমন সে মরণসমান॥

সতী । তুমি যদি না যাইবে নিশ্চয় তথায় !
আমাকে যাইতে তবে দেহ অভিপ্রায় ॥
সকল ভগ্নীর সনে হইবে মিলন ।
মাতা পিতা স্নেহ না করিবে কি কারণ ॥
আমার আদরে হবে তোমার আদর ।
লইব যজ্ঞের ভাগ সভার গোচর ॥
অনুমতি না দিলে যাইতে যোগ্য নয় ।
আজ্ঞা দেহ প্রভু যাই পিতার আলয় ॥

শিব । তোমাকে যাইতে তথা উপযুক্ত নয় ।
তোমা দেখি আমাকে নিন্দিবে অতিশয় ॥
শুনিয়া সে কথা তুমি নারিবা সহিতে ।
আদর না হবে বিপরীত হবে হিতে ॥

সতী । যাইব পাইব তথা যোগ্য সমাদর ।
লইব যজ্ঞের ভাগ দেব বরাবর ॥
না দিলে যজ্ঞের ভাগ বিঘ্ন আচরিব ।
আজ্ঞা দেহ আমি যজ্ঞে অবশ্য যাইব ॥

শিব । পুনঃ পুনঃ নিষেধ না শুন একি রীত ।
স্বতন্তরা হৈতে চাহ একোন উচিত ॥
নিষেধ করিতে যদি কথা নহে মান ।
আমাকে জিজ্ঞাসা কেন কর যাহা জান ॥

সতী । প্রভুত্ব করেন মোর পতি হৈয়া শিব ।
ইহার উচিত ফল এখনি করিব ॥
এত ভাবি সতী মনে হইলা কুপিত ।
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী কিশোর রচিত ॥

সতী দশমূর্ত্তি হন।

(খর্ব্ব ত্রিপদী)

না পায়া বিদায় কোপে কাঁপে কায়
করে হুহুঙ্কার রব।
লোহিত নয়না করাল বদনা
দেখি ভীতচিত ভব॥
নবঘন জিনি কুণপাবাহিনী
বিমুক্ত চিকুরচয়।
বাস দূরে হরে ধরে চারি করে
অসি শির বরাভয়॥
ঈষদ হসনা প্রকাশ দশনা
ললিত রসনা ভীমা।
নানা আভরণ অঙ্গের ভূষণ
অপার মহিমা সীমা॥
দেখিয়া শঙ্কর সভয় অন্তর
সত্বরে উঠিয়া যান।
সম্মুখে তারিণী হইলা বারিণী
আর দিকে শিব চান॥
যে দিগে গমন করিতে কারণ
মহেশ করেন মন।
সমুখে শঙ্করী একরূপ ধরি
করিছেন নিবারণ॥

হৈয়া রূপ দশ ঘিরি দিক দশ
দাঁড়াইলা ভগবতী।
ভয়েতে নয়ন করি আচ্ছাদন
অধোমুখ পশুপতি ॥
দেখিয়া অভয়া হইয়া সদয়া
অভয় দিছেন হরে।
কহেন তখন প্রকাশো নয়ন
ভয় কর কার তরে ॥
কন পশুপতি কোথা গেলা সতি
তুমি বা এরূপা কেবা।
ঘিরিলা আমারে ছিলা কোথাকারে
বলহ কে সব এবা ॥
সতী। শুন পশুপতি দেখ আমি সতী
ত্যজ ভয় শুন কই।
আমি সর্ব্বরূপ জানহ স্বরূপ
সতী ভিন্ন অন্য নই ॥
মেলিয়া নয়ন করি দরশন
জিজ্ঞাসেন শূলপাণি।
সতী হেমকায় কেন হেন তায়
কহ তবে সতী জানি ॥
সতী। আমি সবাকার যেমন যাহার
কর্ম্মফলপ্রদায়িনী।
সেহিত কারণ এরূপ ধারণ
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনী ॥

পতি অনুমতি বিনে করা গতি
স্ত্রীর নহে হেন ধর্ম্ম।
তব আজ্ঞা চাই তবে তথা যাই
কহিলাম এই মর্ম্ম॥
কহেন মহেশ এ যে নববেশ
ইহাদের কি কি নাম।
কি হৈতে কি হয় কহ পরিচয়
কোথা বা কাহার ধাম॥
সতী। শুন পরিচয় পরিহরি ভয়
আমি ভিন্ন অন্য নয়।
করি বেহারণ যথন যেমন
ইচ্ছা মনে মোর হয়॥
আমি তবোত্তরে এই শবোপরে
ঈশানে তারিণী ইনি।
পঞ্চ শবোপরি ত্রিপুর সুন্দরী
তব ঊর্দ্ধ কোণে যিনি॥
পূর্ব্বেতে ভুবনা আগ্নে শবাসনা
ভৈরবী ইঁহার নাম।
দক্ষে অসিহস্তা ইনি ছিন্নমস্তা
ধূমার নৈঋতি ধাম॥
অধোভাগে যিনি মুদ্গরধারিণী
বগলা নাম তাঁহার।
মাতঙ্গী পশ্চাতে পদ্ম করি হাতে
কমলা বায়ূ বিহার॥

দশ মহাবিদ্যা সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধা
অশেষ ফলদা সব।
তুমি সবাকার সাধন প্রকার
কহিবা কবচ স্তব ॥
দিয়া পরিচয় সকলে মিলয়
উত্তরে অসিত কায়।
কহেন শঙ্করে আজ্ঞা দেহ মোরে
যজ্ঞে যাইতে অভিপ্রায় ॥
কহেন শঙ্কর করি জোড়কর
তুমি সকলের সার।
যে ইচ্ছা তোমার করিছ বেহার
রাখে হেন শক্তি কার ॥
করহ গমন নন্দী রথ আন
দক্ষালয় যান সতী।
কিশোর রচন সতী পঞ্চানন
চরণে করিয়া নতি ॥

সতীর দক্ষালয় গমন।

(ত্রিপদী)

শিব আজ্ঞা শিরে ধরি, চলে নন্দী ত্বরা করি
সাজাইছে বিমান সুন্দর।
কনকেতে বিরচিত শ্বেত রক্ত নীল পীত
নানা মণি লাগে থরে থর ॥

বিচিত্র মন্দির তায় মুক্তাজাল শোভাপায়
হীরক রচিত নানা ফুল।
রথ ভাতি প্রকাশিত দশ দিক চমকিত
ত্রিলোকে নাহিক সমতুল॥
সুমেরুর শৃঙ্গ যেন বিমান প্রবীণ তেন
অযুতেক কেশরী যোজিত।
বাজে ঘণ্টা সারি সারি নন্দী হৈয়া ছাটধারী
আনিল শঙ্কর সন্নিহিত॥
শিব অভিপ্রায় দিলা সতী রথে আরোহিলা
সারথী হইলা নন্দী কাল।
দক্ষালয় চলে রথ আচ্ছাদি গগন পথ
মহাশব্দ হইছে বিশাল॥
রথচক্র ঘর ঘর ঘন ঘণ্টা ঘোরতর
শব্দে তিন লোক চমৎকার।
গণে প্রাণী প্রাণভয় কার ভাগ্যে কিবা হয়
কিবা সৃষ্টি হয় বা সংহার॥
ত্বরা রথ চলি যায় দক্ষের ভুবন পায়
রথ রাখি পুরীর বাহির।
সতী পুরে প্রবেশিলা জননীকে প্রণমিলা
ভয়ঙ্করী প্রবীণ শরীর॥
প্রসূতি দেখিয়া সতী আইস মা বলিয়া অতি
শীঘ্র তুলি লইলেন কোলে।
মনের হরষে মায় পরম আনন্দে তায়
চুম্ব দিছে বদন কমলে॥

বলে মা বসন পর সুরস ভোজন কর
স্বপন ফলিল মোর তরে।
স্বপনে দেখেছি যেন সাক্ষাত হইল তেন
বাকী যে হইবে বুঝি পরে॥
সতী কন খাওয়া নয় পিতা প্রণমিতে হয়
আগে যাই যজ্ঞ দরশন।
এবলি চলিলা সতী পিতাকে করিতে নতি
উপনীত যজ্ঞের ভবন॥
দেখি সভাজন চায় ভয়েতে কম্পিত কায়
কিবা হয় ভাবে সর্ব্বজন।
ভক্তি মুক্তি বিধায়িনী দুর্গালীলা তরঙ্গিনী
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর রচন॥

সতীর দেহ মোক্ষণ।

(পয়ার)

যজ্ঞস্থানে যায়া সতী দক্ষে প্রণমিলা।
কে তুমি এথাতে কেন দক্ষ জিজ্ঞাসিলা।
সতী কন একি পিতা চিন না আমায়।
তব সুতা সতী আমি নতি তব পায়॥
শুনি দক্ষ বলে হাহা তুমি মোর সতী।
কনক বরণ দেহে এতেক দুর্গতি॥

যতন বিহীনে দেহ হইয়াছে কালি।
কি দোষ আমার তুমি বরিছ কাপালি॥
সোণার শরীরে তৈল বিনে উড়ে ধূলি।
চামর সমান হইয়াছে কেশগুলি॥
পরিতে বসন নাহি পেটে নাহি ভাত।
পাগল ভিখারী পতি বরিছ ইচ্ছাত॥
শুনি সতী ভাবেন কি করিব এখন।
আমা উপলক্ষে দক্ষ নিন্দে পঞ্চানন॥
নিজহস্তে যদি দক্ষ করিব বিনাশ।
পিতৃবধ পাপে কেহ না করিবে ত্রাস॥
গুরুনিন্দা যে করে তাহারে বিনাশিবে।
শরীর ত্যজিবে কিবা সেস্থান ছাড়িবে॥
অথবা আপন কর্ণ করে আচ্ছাদিবে।
অথবা নিন্দুকে কৈয়া বারণ করিবে॥
এহিত বিধান আমি পিতা না বধিব।
এমন পিতার জাত শরীর ছাড়িব॥
এত ভাবি ছায়া নির্ম্মাইলা ততক্ষণ।
ছায়াকে কহেন সতী বিশেষ কারণ॥
কায়াসহ ছায়া তুমি পিতার সহিত।
বহুবিধ বচসা করহ যথোচিত॥
পরে যজ্ঞকুণ্ডে দেহ করহ বর্জ্জন।
পুনরপি আসি হবে আমাতে মিলন॥
এতবলি ভগবতী হইলা অন্তর্ধান।
কেহ না জানিল কায়ো না হইল জ্ঞান॥

ছায়াসতী কন পিতা বিবুদ্ধি তোমার।
মূঢ হেন শিবনিন্দা কর বার বার ॥
আপন মঙ্গল চাহ আন পঞ্চানন।
যজ্ঞভাগ দেহ শিবে করিয়া পূজন ॥
অথবা সকল তব হবে ছারখার।
কারো শক্তি না হইবে রক্ষা করিবার ॥
শুনি কোপে জ্বলে দক্ষ কহে কটুভাষ।
তুঞিঃ কন্যা হৈতে মোর গৌরবের নাশ ॥
স্বয়ম্বর হেতু আনিলাম তিনলোক।
তার মধ্যে যোগ্য বর না মিলিল তোক ॥
বাছিয়া লইলি বর ভিখারী পাগল।
যেমন আছিল সাধ ভোগো তার ফল ॥
কাপালির পুরস্কার আমার গোচর।
দূর দূর এথা হৈতে চল শীঘ্রতর ॥
সতী কন অরে মূঢ় অধম পামর।
এখনি ফলিবে ফল দেখিবি গোচর ॥
তোর জাত দেহ হৈতে দেখ হই দূর।
শিবনিন্দা ফল তোরে ফলিবে প্রচুর ॥
এত বলি যজ্ঞকুণ্ডে করিলা প্রবেশ।
হরিল চৈতন দেহ হৈল শববেশ ॥
দেখি সভাজন সব করে হাহাকার।
কি হইল কি হইল কি হবে ইহার ॥
সর্ব্বজনে মনে প্রাণে হৈল মহাভয়।
সংবাদ পাইলে শিব করিবে প্রলয় ॥

নিরুৎসাহ হইলেক দক্ষের ভুবন।
বিনামেঘে উল্কাপাত হয় ঘন ঘন॥
শিবা কাক ঝাঁকে ঝাঁকে করে ঘোরনাদ।
পুরবাসীমনে বাসে হইল প্রমাদ॥
হয় হস্তী রোদন করিয়া ঘোর ডাকে।
ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি উড়িছে পাকে পাকে॥
মহা অমঙ্গলময় দক্ষের ভুবনে।
অহঙ্কারে দক্ষ তারে কিঞ্চিৎ না গণে॥
কুণ্ডপাশে সতীদেহ তুলিয়া রাখিল।
পুনরপি কুণ্ডে হোম আরম্ভ করিল॥
সভাতে নারদমুনি দশদিকে চায়।
শিবেক সংবাদ দিতে চলিলা ত্বরায়॥
রথ নিয়া নন্দী গেলা কৈলাস ভুবন।
কৃষ্ণকান্তানুজ মন ভজ পঞ্চানন॥
ইতি শ্রীদুর্গালীলাতরঙ্গিণ্যাং সতীদেহ
মোক্ষণে তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ তরঙ্গ।

—:০:—

নারদ শিবেক সংবাদ দেন।

(পয়ার)

সতী পথ নিরীক্ষণে রহিছেন হর।
অশ্রুমুখে প্রণমে নারদ মুনিবর॥
নারদ দেখিয়া জিজ্ঞাসেন পশুপতি।
কহ কহ নারদ কেমন আছে সতী॥
নারদ কহেন কি করিব নিবেদন।
যজ্ঞকুণ্ডে পশি সতী ত্যজিলা জীবন॥
মৃতদেহ কুণ্ডপাশে তুলিয়া রাখিল।
পুনর্ব্বার যজ্ঞকুণ্ডে হোম আরম্ভিল॥
নারদ কহিতে নন্দী আসি প্রণমিল।
সতী দেহ ছাড়িলেন কাঁদিয়া কহিল॥
সতীশোকে মহাদেব করেন রোদন।
কোপে কাঁপে কলেবর অরুণ নয়ন॥
ধক ধক ললাট নয়নে অগ্নিজ্বলে।
কোপে জটা ছিঁড়িয়া ফেলিলা মহীতলে॥
জটা হৈতে বীরভদ্র হৈল উপাদান।
শূলহাতে তেজ কোটী তপন সমান॥

মহা ভয়ঙ্কর বীর শিরে জটাভার।
শিবের চরণযুগে কৈল নমস্কার॥
কহ কহ পিতা কেন করিলা সৃজন।
আজ্ঞা কর করি কোন্ কার্য্য সম্পাদন॥
সুমেরু ভাঙ্গিয়া কি করিব খান খান।
সমুদ্র শোষিব কি করিয়া জলপান॥
পবন ধরিব কিবা গ্রাসিব অনল।
পৃথিবী ভাঙ্গিয়া কি করিব রসাতল॥
কিবা তিন লোক সব করিব বিনাশ।
কি কার্য্য সাধিব আজ্ঞা কর কীর্ত্তিবাস॥
শঙ্কর কহেন বাছা দক্ষপুরে চল।
সঙ্গতি করিয়া নেহ ভৈরব সকল॥
যজ্ঞনাশ কর কর দক্ষেক নিপাত।
যাগভাগ লোভে যে যে গিয়াছে তথাত॥
নাশ কর দক্ষের গৌরব অহঙ্কার।
এই কার্য্য সম্পাদন করহ আমার॥
বীরভদ্র বলে এতো অতি ক্ষুদ্র কাম।
দক্ষপুরে চলে শিবে করিয়ে প্রণাম॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

বীরভদ্র দক্ষালয় যান

(তুলক চৌপদী)

চলে ভদ্র বীরভদ্র মহারুদ্র ধাইছে।
পদভর থরথর মহীধর কাঁপিছে॥
ভূতিঅঙ্গে রণরঙ্গে চলে সঙ্গে ভৈরব।
প্রেত ভূত যুতেযুত অদভুত দানব॥
লাফে ঝাঁপে মহীকাঁপে বীরদাপে বেতাল।
চলে কাল মারে তাল উঠে তাল বিশাল॥
নন্দীবর আশুসর ঘোরতর সমরে।
বীরপক্ষ বলে দক্ষ মার সক্ষ অমরে॥
চলে কত শত শত দৃষ্টিপথ আচ্ছাদে।
বেগে যায় রণে ধায় দক্ষালয় প্রমাদে॥
ধর ধর মার মার সবাকার জল্পনা।
নাহি ত্রাস যজ্ঞনাশ আশভাষ কল্পনা॥
অণ্ডাকার আশুসার চলে আর কুষ্মাণ্ড।
লাফে লাফে ধায় কাঁপে বীরদাপে ব্রহ্মাণ্ড॥
হুপ হাপ দুপ দাপ অঙ্গে সাপ গর্জ্জিত।
হুম হাম থুম থাম ধূম ধাম তর্জ্জিত॥
বীরপক্ষ লক্ষ লক্ষ মার দক্ষ ডাকিছে।
সুবিশাল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকিছে॥
দক্ষমুখে চলে সুখে জ্বলে ফুকে পাবক।
করে শূল মুক্ত চুল বৈরিকুল নাশক॥
দিগবাসে যুদ্ধআশে দক্ষবাসে ধাইছে।
নানা বাণ খরশাণ হান হান হাঁকিছে॥

বেগে ধায় রণ চায় কোপে কায় কাঁপিছে।
বাহুতাল মারে ভাল যেন কাল ধাইছে॥
ঘোরতর ভয়ঙ্কর ধায় খর বেগেতে।
অগণন শিবগণ বিনাশন বেশেতে॥
যত দানা রণে হানা দিতে মানা না শুনে।
বজ্রতনু উগ্রজনু ধরে ধনু সগুণে॥
মহারবে ধায় সবে মনে ভাবে প্রলয়।
ত্রিভুবন কম্পমান মানে প্রাণ সংশয়॥
চলে কত বহুশত স্বর্গপথ ঢাকিয়া।
মেঘনাদ সুপ্রমাদ সিংহনাদ নাদিয়া॥
বীরচয় হীন ভয় দক্ষালয় পাইল।
শিব পায় ভক্তি চায় দ্বিজ রায় রচিল॥

বিষ্ণু বীরভদ্রে বিরোধ।

(তুলক)

স্বসৈন্য সঙ্গে বীরভদ্র দক্ষালয়ে আইল।
আপনে হরি রক্ষা হেতু আগে আগু হইল॥
বিষ্ণুকে দেখি বীরভদ্র বলে দেহ দক্ষরে।
অথবা যুদ্ধ কর হরি আগু হৈয়া সমরে॥
কহেন বিষ্ণু কর যুদ্ধ শক্তি যত তোমাতে।
করিব চূর যাবে দূর সর্ব্ব সৈন্য পশ্চাতে॥
কোপিয়া কহে বীরভদ্র তুমি সৃষ্টিরক্ষক।
জানিবা অদ্য আমি সদ্য কালরূপী তক্ষক॥
শুনিয়া হরি কোপ করি গদা ধরি হাঁকিল।
সমুখে লাফে আসি বীরভদ্র বুক পাতিল॥
দেখিয়া হরি বেগে কৈলা গদা বক্ষে তাড়ন।
পড়িয়া বুকে খণ্ড খণ্ড হৈল গদা ভঞ্জন॥
সকোপে বিষ্ণুবক্ষে গদা বীরভদ্র মারিল।
বুকেতে পড়ি গদা ভাঙ্গি খণ্ড খণ্ড হইল॥
অমনি চক্রী সুদর্শন-চক্র তুলি লইলা।
করিয়া ঘূর্ণ অতিতূর্ণ বীর প্রতি ছাড়িলা॥
বেগেতে বান সন সন রবে চক্র চলিল।
পড়িয়া বীরগলে পুষ্পমালা হৈয়া রহিল॥
বিফল চক্র দেখি চক্রী পুনঃ গদা তুলিলা।
করিয়া বাহু টান গদা বীরবক্ষে হাঁকিলা॥
দেখিয়া হুহুঙ্কার রব বীরভদ্র করিল।
সগদাবাহু নারায়ণ স্তম্ভরূপ হইল॥

স্তম্ভিত দেখি বীরভদ্র শূল হানে বিষ্ণুরে।
গগনে বাণী অশরীরী শুনে বীর নিষ্ঠুরে॥
শঙ্কর নারায়ণ জান নারায়ণ শঙ্কর।
জানিয়া বীর কেন ভুল শূল হান কি কর॥
শুনিয়া বাণী একজানি নারায়ণ মহেশে।
বিষ্ণুকে নতি করি বামে রাখি পুরে প্রবেশে॥
ভৈরব তাল বেতাল কুষ্মাণ্ড যক্ষ দানব।
ভরিছে দক্ষপুর সন্ন করে জন লাঘব॥
কহিছে রায় শিব পায় দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর।
সদয় হও পঞ্চানন হর মায়া এ ঘোর॥

দক্ষযজ্ঞভঙ্গ।

(খর্ব্ব চৌপদী)

যজ্ঞের ভুবন যায় দানাগণ
করে বিদ্রাবণ যতেক জনে।
প্রস্রাব করিয়া অগ্নি নিভাইয়া
কুণ্ড ভাসাইয়া হাসে সঘনে॥
ধরি হুতাশনে মারিছে বদনে
চিরিছে রসনে সপ্তধা করি।
শিবের নিন্দার হবি খাইবার
আসিছ এ ছার কি মুখ ধরি॥
ধরিয়া ভানুর দন্ত করি চূর
তুলি ফেলে দূর ঘুরায়া শিরে।
যূপ উপাড়িয়া মারিছে তাড়িয়া
ভূমিতে পাড়িয়া টানিয়া চিরে॥
পদাঘাত দিয়া বেদিকা ভাঙ্গিয়া
ফেলিছে তুলিয়া যজ্ঞের সাজ।
পড়িয়া সভায় যথা যারে পায়
মারে মুষ্টিঘায় দেব সমাজ॥
আছাড়ে পাছাড়ে কারো ধরে ঘাড়ে
টানিয়া উপাড়ে সকেশ শির।
ডাকে ধর মার হুঁ হুঁ হুঁহুঙ্কার
করে অনিবার রব গভীর॥

অসংখ্য অপার ভূত দানা তার
আঘাতে সবার জীবন হত।
কারো ধরে ঘাড় মারয়ে আছাড়
চূর্ণ করে হাড় ধূলার মত॥
ধররে ধররে মাররে মাররে
হানরে হানরে ডাকে বিশাল।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলে দানাগণ
কর পলায়ন বলিছি ভাল॥
পায়াছে যে ধন বস্ত্র আভরণ
সহ কুশাসন দ্বিজ পলায়।
না মারে ব্রাহ্মণে বেগে দানাগণে
ভয় প্রদর্শনে তাড়িয়া যায়॥
দ্বিজ বিনে আর করে চূরমার
নাহিক নিস্তার সে পুরজনে।
কীল মুষ্টি ঘায় কেহ বা লোটায়
চূর্ণ করে কায় চাপি চরণে॥
শূলের আঘাত অনেক নিপাত
মারি গদাঘাত দলিছে শূর।
ছেদিছে ভেদিছে মারিছে মরিছে
মুদ্গরে করিছে শরীর চুর॥
কেহ বলে হায় মরি প্রাণ যায়
কি হবে উপায় ইথে কে রাখে।
উচ্ছিষ্ট শালায় শমন পালায়
তাহাকে বাঁচায় ঢাকিয়া কাকে॥

যত দেবগণ নানা বিড়ম্বন
সবে অচেতন মৃতের মত।
কেহ প্রাণে মরে কেহ ধায় ডরে
কারো প্রাণ করে নাসিকা গত।।
যত ঘর দ্বার ধনের ভাণ্ডার
পুড়ি ছারখার করিছে সব।
গাভী যত ছিল খেদাইয়া দিল
হয় হস্তী ছিল মারিল সব।।
ধরিয়া দক্ষেরে বীরভদ্র করে
মুণ্ড চূর্ণ করে অঙ্গুলাঘাতে।
যজ্ঞকুণ্ড তীর দক্ষের শরীর
স্কন্ধে হীন শির পড়ে ধরাতে।।
দক্ষের আলয় ছারখারময়
দেখি লাগে ভয় শ্মশান বত।
ভূত দানাগণ না হয় বারণ
করে বিনাশন পাইছে যত।।
দেখি প্রজাপতি ভয়াকুল অতি
কি হইবে গতি ভাবেন মনে।
সৃজন আমার এখনি সংহার
রক্ষা বা ইহার হয় কেমনে।।
বিনে পঞ্চানন না হয় বারণ
স্থির করি মন গেল কৈলাসে।
রত্নমণিপতি করিয়া প্রণতি
কহে পশুপতি নিস্তারো পাশে।

ব্রহ্মা শিবকে স্তব করেন।

(তোটক)

সতীশোকগত চিত পশুপতি।
স্তুতি করে প্রজাপতি করি নতি॥
জয় দেব দিগম্বর ভূতপতি।
জয় বিশ্ব বিনাশক বিশ্বগতি॥
মূলশক্তি সতী সে পুরুষ তুমি।
জল অনল আকাশ বায়ু ভূমি॥
তুমি পূর্ণ সনাতন ব্রহ্মময়।
একি বিস্ময় তোমার শোক হয়॥
যত জীব শিব ইথে ভিন্ন কবে।
পরিপূর্ণ কি সে শিবে ছাড়া হবে॥
সতীশোক পরিহর দয়া কর।
মম সৃষ্টিনাশ হয় রক্ষ হর।
সতী নাম শুনি শিব শোকাকুলি।
দেখিছেন বিধাতাকে নেত্র তুলি॥
কহ প্রজাপতি সতী গেলা কোথা।
মনে লয় যাই সতী পাই যথা॥
কহে ব্রহ্মা মহেশ্বর একি কহ।
তুমি সতী এক দেহ ছাড়া নহ॥
তিনি ব্রহ্মময়ী সবার অদূরে।
পুন হবে প্রকাশ তোমার উরে॥
নিজ অন্তরে সতীকে দেখ চাহি।
তিনি ব্রহ্মময়ী কভু মৃত্যু নাহি॥

চল দক্ষালয় সৃষ্টি রাখ মোর।
বীরভদ্র করিছে প্রলয় ঘোর॥
তব শোক বিফল কি ফল আছে।
তিনি আছেন তোমার কাছে কাছে॥
তুমি আশুতোষ মোরে দয়াকর।
শরণাগত জনার ভীতি হর॥
বিধি স্তুতিবাণী শুনি পঞ্চানন।
শোক সম্বরিয়া উঠিলা তখন॥
আল্যা দক্ষালয়ে যদি পশুপতি।
বীরভদ্র আসি পদে করে নতি॥
দেখি ধরি হর তুলি কোলে নিলা।
বীরভদ্র নিজ কায় মিশাইলা॥
নন্দী আদি ছিল যত শিবগণ।
করে প্রণতি আসিয়া সর্ব্বজন॥
দিল ক্ষান্ত নিতান্ত সুশান্ত হৈল।
ছিল স্তম্ভিত বিষ্ণু চেতন হৈল॥
দিব্য আসনে বসিলা পশুপতি।
জগদীশ্বরী দেবরে করে নতি॥

প্রসূতির করুণা।

(ত্রিপদী)

শুনিলা প্রসূতি নারী পুরে আইলা ত্রিপুরারি
বাহিরে আইলা ততক্ষণ।
আলু থালু বাসকেশ উন্মত্ত পাগলী বেশ
জলধারা বহে দুনয়ন॥
শিরহানে কর ঘায় কি হইল হায় হায়
কি উপায় হইবে ইহার।
শিবের সমুখে পড়ি ভূমে যায় গড়াগড়ি
বলে হর করহ উদ্ধার॥
তুমি সকলের সার এশোক সাগরে পার
করে আর কে আছে দয়াল।
পতি দক্ষ প্রজানাথ বিধাতা আমার তাত
তাথে হেন কি পোড়া কপাল॥
ব্রহ্মময়ী কন্যা পাইয়া তুমি ব্রহ্ম না জানিয়া
নিন্দিল করিল সর্ব্বনাশ।
আমি বা কহিছি কত না করিলা মনোগত
তার ফল দিলা কীর্ত্তিবাস॥
দয়া কর পশুপতি কিহবে আমার গতি
আমি হর শাশুড়ী তোমার।
বিধবা করিলা মোরে পুত্রনাই কার তরে
সমর্পিবে জামাতা আমার॥
প্রাণসমা সুতা সতী ছাড়ি গেলা নিজ পতি
ভুবন হইল ছারখার।

আশুতোষ কৃপা করি দিয়া মোরে দয়াতরী
এশোক সাগরে কর পার ॥
মঙ্গল তোমার নাম অমঙ্গল মোর ধাম
শিব শিব কর করি দয়া।
পতির জীবন দাও কিবা মোর প্রাণ লও
পরিণয় করিছ তনয়া ॥
প্রসূতি রোদন ছান্দে যে শুনে সে শোকে কান্দে
সঙ্গে কান্দে চৌষট্টি তনয়া।
রোদন স্তবন বাণী শুনি দেব শূলপাণি
আশুতোষ হইলা সদয়া ॥
প্রসূতিকে আশ্বাসিলা পুরমধ্যে পাঠাইলা
রাণী গেলা লৈয়া কন্যাগণ।
ভক্তি মুক্তি বিধায়িনী দুর্গালীলাতরঙ্গিণী
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর রচন ॥

দক্ষের জীবন।

(পয়ার)

আজ্ঞা দিলা মহেশ্বর শুন নন্দীবর।
দক্ষের জীবন দান দেহ শীঘ্রতর ॥
অভ্যুক্ষণ দিয়া নন্দী জীবদান দিল।
পড়েছিল দক্ষরাজা উঠিয়া বসিল ॥
স্কন্ধে মুণ্ড নাই দক্ষ উঠিতে না পারে।
কোথা যায় উঠে পড়ে দাঁড়াইতে নারে ॥

সভাসনে দেখি দক্ষে নিবেদয়ে শিবে।
মুণ্ড বিনে প্রভু দক্ষ প্রাণে কি করিবে॥
নন্দীকে কহেন মুণ্ড দেহ দক্ষরায়।
শুনি নন্দী উঠি মুণ্ড আনিবারে যায়॥
ভাবে নন্দী শিবনিন্দা করে যেহি জন।
পাপভোগ পরে হয় ছাগের বদন॥
এত ভাবি ছাগমুণ্ড কাটিয়া আনিল।
স্কন্ধে মুণ্ড দিয়া দক্ষে চেতন করিল॥
চেতন পাইল দক্ষ মেলিল নয়ন।
শিবনিন্দা পাপে হৈল ছাগের বদন॥
জিয়াইলা মরে ছিল যত জনে জন।
অচেতন যত ছিলা করিলা চেতন॥
উঠিয়া সাক্ষাতে সবে দেখে পশুপতি।
ভক্তিভাবে কাতরে চরণে করে নতি॥
দক্ষরাজ সম্মুখে দেখিয়া পঞ্চানন।
ভক্তি করি প্রণমিয়া করয়ে স্তবন॥
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী কথা সুধাময়।
শঙ্কর নিস্তারো সর্ব্বেশ্বরীর তনয়॥

দক্ষ শিবকে স্তব করেন।

(খর্ব্ব ত্রিপদী)

নমো মহেশ্বর দীনে দয়াকর
আমি দক্ষ মহামূঢ়।
নিজগুণে দাসে দয়ার প্রকাশে
জ্ঞান দেহ চন্দ্রচূড়॥
কুমতি প্রবীণ আমি জ্ঞানহীন
তোমা না চিনিতে পারি।
করিয়া নিন্দন নানা বিড়ম্বন
ফল পাইলাম তারি॥
বিধি নারায়ণ তোমার চরণ
ভক্তি করি সদা সেবে।
যোগী ঋষিগণ করয়ে চিন্তন
আরাধে ইন্দ্রাদি দেবে॥
কুমতি আমার মহিমা তোমার
জানি ভুলিলাম পাপে।
তুমি মারো যারে তারে রাখিবারে
কোথা পারে কার বাপে॥
না চিনি তোমায় দুর্গতি আমায়
কর্ম্ম অনুসারে ফল।
তুমি ব্রহ্মময় ইথে কি সংশয়
সর্ব্বত্র তোমার স্থল॥
নিন্দা অপমান স্তবন সমান
নির্ব্বিকার নিরঞ্জন।

আমি মূঢ়জন হেরিয়া চরণ
জুড়াইল নয়ন মন ॥
সদয় হইয়া পাতক ক্ষমিয়া
রক্ষা কর কীর্ত্তিবাস।
দীন দয়াময় নাম লোকে কয়
অধমে কর প্রকাশ ॥
দক্ষের স্তবন শুনি পঞ্চানন
সদয় হইল তায়।
শিবের চরণ করিয়া স্মরণ
রচিলা কিশোর রায় ॥

যজ্ঞ সমাপন।

(পয়ার)

বহুবিধ দক্ষ শিবে করিল স্তবন।
অনেক বিনয় কৈলা ব্রহ্মা নারায়ণ ॥
প্রজাপতি কহেন শুনহ পঞ্চানন।
আরম্ভিত যজ্ঞ প্রভু কর সমাপন ॥
স্তবতুষ্ট জটাটিন দিলা অনুমতি।
কর যজ্ঞ সমাপন দক্ষ প্রজাপতি ॥
শিব আজ্ঞা হৈল সবে হরষিত মন।
পুনরপি কুণ্ডেতে স্থাপিলা হুতাশন ॥

ডাকিয়া আনিল সবে করিয়া আশ্বাস।
ভয় নাহি যজ্ঞে আসিছেন কীর্ত্তিবাস॥
আসিয়া সকলে বন্দে শিবের চরণ।
মুনিগণ আইলা পুনঃ যতেক ব্রাহ্মণ॥
সামগ্রী যতেক ছিল লুটিয়াছে ভূতে।
পুনঃ আয়োজন সব করে দক্ষ দূতে॥
স্থানে স্থানে দেবাসনে বৈসে দেবগণ।
ভক্তি করি করে দক্ষ শিবের পূজন॥
যথাবিধি মহেশ্বরে দিয়া যজ্ঞভাগ।
অনলে আহুতি দিছে আরম্ভিয়া যাগ॥
শিবের প্রসাদে যজ্ঞ হৈল সমাপন।
পূর্ণাহুতি দিলা দক্ষ হরষিত মন॥
সদক্ষিণা দানে দক্ষ পূজিলা সবায়।
তুষ্ট হইয়া যায় সবে লইয়া বিদায়॥
সতী সতী বলিয়া আকুল পশুপতি।
কহে কৃষ্ণকান্তানুজে শিবে করি নতি॥

শিবের আক্ষেপ।

(পয়ার)

হাহা সতি বলি শিব করেন রোদন।
মুগ্ধ হৈয়া কাঁদে যেন ইতস্তত জন॥
হায় সতি আমা ত্যজি গেলা বা কোথায়।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ যায় যায় যায়॥

আর না হেরিব মুখ অকলঙ্ক শশী।
তেজিব জীবন আমি সাগরেতে পশি॥
হায় সতি কোথা সতি কিসে সতী পাই।
যথা গেলে পাই সতী সেই খানে যাই॥
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি কাঁদেন শঙ্কর।
সতি সতি হাহাকার করি নিরন্তর॥
খণ্ড খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ভাঙ্গিয়া করি চূর।
দেখিতে পাইব সতী গেলা কত দূর॥
শিবেক আকুল দেখি ব্রহ্মা নারায়ণ।
কহিয়া বিশেষ কথা করেন সান্ত্বন॥
স্থির হও পশুপতি একি বিপরীত।
বিফল শোকেতে কেন হইলা মোহিত॥
সতী ব্রহ্মময়ী তার হয় কি মরণ।
সকলের মূল যিনি পরম কারণ॥
আমরা উৎপত্তি যাথে আজ্ঞা শিরে ধরি।
তাহার প্রসাদে সব সৃষ্টি স্থিতি করি॥
সেই মূল শক্তি সতী পরমারূপিনী।
নানা রূপে নানা দেহে রসবিলাসিনী॥
সৃজন পালন নাশে তিনি সে কারণ।
জানিয়া ভুলিলা কেন ত্যজহ রোদন॥
শুনিয়া কহেন তবে দেব শূলপাণি।
জানি সে সকল তুমি দেখিলে সে মানি।
পুন যদি আমি সতী পাই দেখিবার।
তবে সে এ শোক রাশি পারি ভুলিবার॥

শিববাণী শুনি প্রজাপতি নারায়ণ।
উদ্দেশে করিয়া ভক্তি করেন স্তবন॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

ব্রহ্মাবিষ্ণু স্তব করেন।

(ঝম্পক)

ব্রহ্মা নারায়ণ জোড়িয়া কর।
করেন স্তবন সাক্ষাতে হর॥
তারিণী চরণে করিয়া নতি।
সুস্থির শরীর জীবন মতি॥
কালিকা কপালমালিকা ভীমা।
অভয়া অপরানন্ত মহিমা॥
তারিণী ত্রিপুরা পরমাপরা।
ভুবনা ভৈরবী বিপদহরা॥
হেরো গো জননি এ মোহচয়।
তোমার স্মরণে বিনাশে ভয়॥
দুর্গতিনাশিনী দুস্তরতারা।
অপার পারের তরণী পারা॥
ইহ তিন গুণ সৃজন তব।
দিয়াছ যে ভার করি সে সব॥
তোমার চরণ স্মরণ মনে।
বিষয় মগন না হয় ক্ষণে॥

ভজন পূজন মনন হীন।
যজন যাজন বিহীন দীন॥
তোমাকে আশ্রয় বিহীনে শব।
স্পন্দন কারণ তুমি সে সব॥
মূলাধারে তুমি করিছ রব।
সেই ধ্বনি মুখে প্রকাশে সব॥
আপনি মাতৃকা বর্ণরূপিনী।
যেমন প্রকাশ কর আপনি॥
তোমার স্তবন কে করে আর।
রসনা বদনে তব বেহার॥
তবে যে নিবেদি ওপদরজে।
সৃজন পালন এখনি মজে॥
শঙ্কর সতীর শোকে মোহিত।
করেন সংহার হৈয়াছি ভীত॥
করুণা করমা এঘোর দায়।
দুস্তর নিস্তার নিবেদি পায়॥
ওরূপ বারেক দেখিতে চাই।
তবে সে এ ভয়ে নিস্তার পাই॥
স্তবন শ্রবণে গগনে বাণী।
শুনে বিধি হরি ত্রিশূলপাণি॥
অধুনি শরীর না ধরি আর।
শিবের উপায় শুনহ সার॥
শরীর আমার স্কন্ধেতে লৈয়া।
ভ্রমণ করহ আনন্দ হৈয়া।

চক্রী কাট দেহ চক্রের ঘায়।
মহাপীঠ সব হইবে তায়॥
তাহার যেখানে যে সাধে মোরে।
তাহারে তারিব মায়ার ডোরে॥
তাহাতে আশ্রয় করিয়া হর।
যতনে আমাকে সাধন কর॥
হেমন্ত শিখরে জন্মিয়া আমি।
আরাধি তোমারে লইব স্বামী॥
তখন বিচ্ছেদ না হবে আর।
মিলিব দুজন অঙ্গে দোঁহার॥
এতেক কহিয়া নীরব হৈলা।
শুনিয়া শঙ্কর আনন্দ পাইলা॥
কিশোর প্রণতি করিয়া কয়।
শঙ্কর সংহর কুমতিচয়॥

শিবের নৃত্য।

(ত্রিপদী)

শুনি অশরীরি বাণী মহানন্দে শূলপাণি
সতীদেহ করেন লোকন।
মুদ্রিত নয়ন যেন নিদ্রিত শয়নে হেন
আনন্দে ভুলিলা ত্রিলোচন॥
কখনো শিরসি পরে কখনো হৃদয়ে ধরে
কখনো স্কন্ধেতে আরোপণ।

আনন্দ মগন হর হৈলা বেশ ভয়ঙ্কর
নৃত্য হৈল প্রলয় যেমন॥
জটাঘাতে তারাগণ হৈল সবে প্রাণপণ
শশী হৈলা ললাট ভূষণ।
রবি হৈলা কণ্ঠহার যথাস্থানে থাকি যার
আনন্দে নাচেন পঞ্চানন॥
মহাবাতে তরু যেন শ্বাসে হানে গিরি তেন
তরু লতা উড়য়ে গগনে।
পদভরে ধরাতল কাঁপে করে টলমল
রসাতল যায় বাসে মনে॥
ফণিমুণ্ডে লাগে ভর চাপিল কচ্ছপ পর
গজগণে রাখিতে না পারে।
উছলি সিন্ধুর জল ভাসিল সকল স্থল
তিনলোক স্থির হৈতে নারে॥
বিধির হইল ভয় অকালে প্রলয় হয়
লইলেন বিষ্ণুর স্মরণ।
নৃত্যমত্ত কীর্ত্তিবাস ভুবন করেন নাশ
রক্ষাকর শ্রীমধুসূদন॥
আজ্ঞা আছে সতীকায় কাটহ চক্রের ঘায়
তবে নৃত্য ত্যজিবেন হর।
হরি কন মোর পর কোপ করিবেন হর
তাহার উপায় কি তা কর॥
নারদে বিধাতা কন স্তুতি কর পঞ্চানন
তুমি বিনে কে যায় সমুখে।

যেমতে সুস্থির হর হন হেন কর্ম্ম কর
ভুবন উদ্ধার কর দুঃখে ॥
নারদ সমুখে যান স্তুতি করে ভগবান
রক্ষাকর না কর প্রলয়।
শিবের স্কন্ধের পরে সতী অঙ্গ ছেদ করে
চক্র করে দেব দয়াময় ॥
শিবপদ বিন্যাসনে কাটেন সভয়মনে
খণ্ড খণ্ড পড়য়ে ধরণী।
স্থানে স্থানে পড়ে যত সশক্তি ভৈরব তত
অধিষ্ঠান হয়েন তখনি ॥
মহাপীঠ উপজিল শিবকর শূন্য হৈল
চতুর্দ্দিকে যান পঞ্চানন।
সম্মুখে নারদ কয় প্রলয় সময় নয়
রক্ষাকর প্রভু ত্রিভুবন ॥
কহেন শঙ্কর কেন নাশ হয় কহ হেন
নৃত্যকরি না করি প্রলয়।
নারদ বলেন হর নৃত্য সম্বরণ কর
এনৃত্যে ভুবন হয় লয় ॥
নৃত্য না করিব আর কহ শুনি সারোদ্ধার
এই আমি হইলাম স্থির।
আমার হাতেতু হৈতে কি হইল আচম্বিতে
কেবা নিল সতীর শরীর ॥
নারদ কহেন হরি সতী আজ্ঞা শিরে ধরি
চক্রাঘাতে করিলা ছেদন।

চতুর্থ তরঙ্গ।

শুনিয়া নারদ মুখে সতীর বিরহ দুঃখে
বিষ্ণুকে শাপিলা পঞ্চানন॥
আমি ছায়াসতীকায় নিয়া নৃত্য করি তায়
কৈল ক্রূর বিচ্ছেদ যেমন।
জন্ম লভি মর্ত্ত্যলোকে ছায়াবনিতার শোকে
মনোদুঃখ পাইবে তেমন॥
রাম অবতার তরে শাপ হৈল গদাধরে
নারদ করিলা নিবেদন।
ভক্তি মুক্তি বিধায়িনী দুর্গালীলাতরঙ্গিণী
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর রচন॥

পীঠ নিরূপণ।

(পয়ার)

দাঁড়াইয়া মহেশ করেন নিরীক্ষণ।
সতীদেহ কোন অঙ্গ কোথাতে পতন॥
হিঙ্গুলাপর্ব্বতে করবিরে সুগন্ধাত।
কাশ্মীরেত জ্বালামুখী জালন্ধরে পাত॥
বৈদ্যনাথে নেপালে তমালকে উৎকলে।
গণ্ডকীতে বহুলাতে উজ্জ্বলা চট্টলে॥
ত্রিপুরা ত্রিস্রোতানদী পড়ে কামাচলে।
প্রয়াগে জয়ন্তী ক্ষীরগ্রামেতে নকুলে॥
কিরিটেশ্বরী কাশীতে পড়য়ে কাল্যাশ্রমে।
কুরুক্ষেত্রে মণিবন্ধে শ্রীপর্ব্বত ক্রমে॥

কাঞ্চিকাল মাধবে নর্ম্মদা বামাচলে।
বৃন্দাবনে সংহারেতে বারাহির জলে॥
ভারতাতে শ্রীপর্ব্বতে বিভাসে প্রভাসে।
ভৈরবপর্ব্বতে আর গোদাবরীপাশে॥
রত্নাবলী মিথিলাতে নোলাহাটী গ্রামে।
কালীঘাটে বক্রেশ্বরে যশোরাখ্য ধামে॥
অট্টহাসে নন্দীপুরে কনকলঙ্কাত।
বিরাট দেশেত অঙ্গ হইল নিপাত॥
এহি সব স্থানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পতন।
একপঞ্চাশত পীঠ শুন বিবরণ॥
ব্রহ্মরন্ধ্র চক্ষু নাসা কণ্ঠ জিহ্বা মার।
স্তন হৃদি জানু দক্ষহস্ত নাভি আর॥
দক্ষগণ্ড বামবাহু কূর্পর পতন।
দক্ষবাহু দক্ষপদ বাম শ্রীচরণ॥
মহামুদ্রা করাঙ্গুলী বৃন্ত জঙ্ঘবাম।
দক্ষপাদ অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির বিরাম॥
কিরিটী কুণ্ডল পৃষ্ঠ গুহ্য মণিবন্ধ।
গ্রীবা কঙ্কাল পড়ে উভয় নিতম্ব॥
নাসা কেশ উর্দ্ধদন্ত অধদন্ত তল্প।
পতন হইছে মার বামদক্ষ গুল্‌ফ॥
উদরোর্দ্ধওষ্ঠ দক্ষগণ্ড বামগণ্ড।
দক্ষ বাম স্কন্ধ পড়ে গলা আর মুণ্ড॥
ভ্রুবমধ্য পাণিপদ্ম পড়ে ওষ্ঠ হার।
নূপুর পড়িল মার পদাঙ্গুলী আর॥

একপঞ্চশত মহাপীঠ উপাদান।
সর্ব্বাপেক্ষা কামরূপ সভাতে বাখান॥
বিশেষ সে সব কথা তন্ত্র অনুসার।
সেই হেতু শক্তি শিব না কৈল প্রচার॥
স্থান পীঠ শক্তি শিব সকল জানিয়া।
করিবে সাধন সাধু মহাপীঠে যাইয়া॥
কামাখ্যা দেখিয়া হর আনন্দিত মন।
আশ্রয় করিয়া শক্তি করেন সাধন॥
ভাবিয়া প্রকৃতি মূল স্থির হৈল মন।
মুদিল নয়ন বাহ্য হরিল চেতন॥
সুস্থির শরীর হৈল স্পন্দনবর্জ্জিত।
সমাধিতে রহিলা যোগেতে নিষ্ঠচিত॥
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলাতরঙ্গিণ্যাং দক্ষযজ্ঞভঙ্গ পীঠনিরূপণে চতুর্থ তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ।

———

পঞ্চম তরঙ্গ।

—:o:—

ইন্দ্রকে দুর্ব্বাসার শাপ হয়।

(পয়ার)

মহাদেব করিলেন যোগাবলম্বন।
করেন বিষয়কর্ম্ম ব্রহ্মা নারায়ণ॥
নিরাপদে সুখ ভোগ করে দেবগণ।
উদ্বেগ হইলে হরি করেন বারণ॥
একদিন দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলা।
পারিজাত মালা এক বিষ্ণু তাকে দিলা॥
মালাগলে মুনি চলে আপন আশ্রমে।
পথে ঐরাবতে ইন্দ্র দেখে হেন সমে॥
বাসব দেখিয়া মুনি মালা দিলা তায়।
মালা রাখিলেন ইন্দ্র গজের মাথায়॥
মুনি সম্ভাষিয়া পুরে যায় মঘবান।
ধীরে ধীরে মুনি পথে পাছে পাছে যান॥
ঐরাবত শুণ্ডে মালা মাথে হৈতে নিল।
খণ্ড খণ্ড করি পথে ছিঁড়িয়া ফেলিল॥
পাছে আসিছেন মুনি করে নিরীক্ষণ।
পথে পারিজাত বহু হৈয়াছে পতন॥
বিস্ময় হইয়া মুনি করি চাহে ধ্যান।
জানিলেন মালা ফেলিয়াছে মঘবান॥

ধ্যানে জানি কোপে মুনি বলে লক্ষ্মীছাড়া।
ব্রাহ্মণ না জানে ফল পাবে থাড়াখাড়া॥
লক্ষ্মীছাড়া বলি মুনি ইন্দ্রে গালি দিল।
ক্ষণমাত্রে শচীপতি হতশ্রী হইল॥
লক্ষ্মী সাগরের জলে গেলা ততক্ষণ।
সঙ্গে সিন্ধুজলে ডুবে অনেক রতন॥
পারিজাত শশীকলা কল্পতরু যায়।
যাবত উত্তম রত্ন সমুদ্রে লুকায়॥
লক্ষ্মী যদি সিন্ধুজলে করিলা গমন।
হতশ্রী বিপদযুক্ত হৈল দেবগণ॥
দিতিসুত অনেক হইল বলবান।
হিংসয়ে দেবতাগণে পায় যথা স্থান॥
অসুর দেবতা এক কশ্যপ সন্তান।
নিতে চাহে স্বর্গ ভোগ করিয়া সমান॥
অসুরের ভয়ে দেব না দেখি উপায়।
একতা হইয়া সবে বৈকুণ্ঠেতে যায়॥
রক্ষা কর নারায়ণ কি হবে উপায়।
প্রবল অসুরচয় ক্ষয় কিসে পায়।
দেবের বাক্যেতে বিষ্ণু অসুর নাশনে।
বৃহস্পতি নিয়া যুক্তি করে দেবগণে॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী॥

দেবের মন্ত্রণা।

(পয়ার)

বিষ্ণু কন বৃহস্পতি কি যুক্তি ইহার।
কিরূপে অনাসে হয় অসুরসংহার॥
বৃহস্পতি কন লক্ষ্মী গেলেন সাগরে।
সেই হেতু বিপদ ঘটয়ে দেবপরে॥
অতএব দেবাসুরে হইয়া মিলন।
যতন করিয়া কর সাগর মন্থন॥
উঠিবেন লক্ষ্মী দেব শ্রীমন্ত হইবে।
মরিবে অসুর দেব আপদ খণ্ডিবে॥
এহি যুক্তি স্থির সবে করিয়া উঠিলা।
আপ্যায়িত করি সব অসুর ডাকিলা॥
দেবাসুরে করে যুক্তি কহেন শ্রীহরি।
সকলে মিলিয়া এক মহৎ কার্য্য করি॥
রত্নাকর সাগরে আছয়ে নানাধন।
সবে মিলি করি চল সমুদ্রমন্থন॥
মন্থনে যতেক বস্তু উৎপত্তি হইবে।
যার যেহি ইচ্ছা সেহি বাছিয়া লইবে॥
শুনি সবে দিলা সায় করো আয়োজন।
মথিব সাগর বল করিয়া কেমন॥
মন্থনের দণ্ড তার কি দিয়া করিব।
কিবা রজ্জু দিয়া দণ্ড ধরিয়া টানিব॥
বিষ্ণু কহিলেন দণ্ড করিব মন্দার।
বাসুকী করহ রজ্জু দণ্ড টানিবার॥

দেবাসুর সকলে বলিল এহি হয়।
যতনে উদ্যোগ সবে মিলিয়া করয়॥
কে বুঝিতে পারে চক্রী করে যত চক্র।
অশেষ প্রকারে রক্ষা করিছেন শক্র॥
সবে মিলি করে সিন্ধু মন্থন যতন।
কৃষ্ণকান্তাত্মজ মন ভজ পঞ্চানন॥

সমুদ্রমন্থনের আয়োজন।

(ত্রিপদী)

দেবাসুর একতায় সমুদ্র মথিতে যায়
ক্ষীর সিন্ধু করিবে মন্থন।
যায় সবে সিন্ধুতীর ক্ষীরনীরে দিল ক্ষীর
সুরভীকে করিয়া দোহন॥
দিলা নানা রসায়ন সবে হরষিত মন
দেবতা অসুর এক ঠাঞী।
মথিতে সমুদ্র মন মিলিলেন সর্ব্বজন
আপন ভবনে কেহ নাই॥
মন্দার পর্ব্বতবর অতিশয় উচ্চতর
মেরুসন্নিধানে সুখময়।
দেবের সভার স্থান বহুরত্ন মণিবান
ফলফুলবন্ত তরুচয়।
তুলিয়া আনিল ধরি অনেক যতন করি
সিন্ধুমাঝে স্থাপন করিল।

জল মধ্যে গিরি যেন সজীব শম্বুক হেন
অনায়াসে ডুবিয়া পড়িল ॥
তাহা দেখি গদাধর কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠপর
গিরিবর ধরিয়া তুলিলা।
দণ্ড হইল গিরিবর ভাসিল সাগর পর
দেবাসুরে আনন্দ পাইলা ॥
ঐক্য বাক্য দেবাসুর যাইয়া পাতালপুর
বাসুকীরে করিয়া স্তবন।
রজ্জু করিবার তরে আনিলা পৃথিবীপরে
সিন্ধুতীরে কৈলা আগমন ॥
গিরি তিন পেচ দিয়া লেঙ্গুড় বদন নিয়া
বিরোধ করয়ে দেবাসুরে।
দেবে বলে ফণাধরি অসুরেরা বলকরি
দেবতা ঠেলিয়া ফেলে দূরে ॥
আমরা ধরিব ফণা একদিকে সর্ব্বজনা
লেঙ্গুড় ধরহ দেবগণ।
উভয়ে দ্বন্দেজ করে ফণা ধরিবার তরে
মীমাংসা করেন নারায়ণ ॥
কি হেতু দ্বন্দেজ কর দেবতা লেঙ্গুড় ধর
অসুরে ছাড়িয়া দেহ ফণা।
মানিলা সকলে তায় রচিল কিশোর রায়
দেবহিতে চক্রীর মন্ত্রণা ॥

সমুদ্র মন্থন।

(লঘু ত্রিপদী)

অসুরে অমরে বাসুকীরে ধরে
ফণাপুচ্ছ দুই দলে।
মন্দার পর্ব্বত ঘুরে দণ্ডবত
ক্ষীরোদ সাগর জলে॥
ফিরে পাকে পাকে ঘন ঘোর ডাকে
কল্লোল সিন্ধুর জল।
তরঙ্গ উথলে অচল সচলে
জল করে কলকল॥
ঘর ঘর ঘর গর্জ্জয়ে সাগর
হুঁহুঁহুঁ হুঙ্কার ঘোর।
প্রলয়ের ঘন গর্জ্জয়ে যেমন
উঠয়ে দারুণ সোর॥
জলজন্তু যত হত শত শত
কত বা ভয়ে পলায়।
কুম্ভীর গম্ভীর প্রবীণ শরীর
যাবত তাবত ধায়।
শুশু ঘড়িয়াল কচ্ছপ বিশাল
শকট থটক কত।
যায় পলাইয়া পাকেতে পড়িয়া
কত শত শত হত॥
মৎস্য বহুতর মরয়ে বিস্তর
প্রবীণ প্রবীণ চয়।

জল রব পায় কত বা পলায়
দিগ দিগন্তরে ভয়॥
তটে কত শস্ত উঠে যত তত
পাখীতে ধরিয়া খায়।
পাখী ঝাঁকেঝাঁকে ফিরে পাকেপাকে
গগনে উড়ি বেড়ায়॥
উড়ে পড়ে কত শ্মশানের মত
সাগর সমীপ হয়।
শৃগাল কুকুর শকুনি প্রচুর
লোকে দেখি লাগে ভয়॥
বাসুকী নিশ্বাসে গরল প্রকাশে
জ্বালায় অসুর মরে।
যে মরে সে মরে শঙ্কা নাহি করে
অন্যে আসি পুনঃ ধরে॥
পুচ্ছে দেবগণ টানে ঘন ঘন
নানা রত্ন ধন পায়।
উঠিলা মন্থনে কমলা আপনে
নিলা নারায়ণ তায়॥
উচ্চৈশ্রবা হয় দিবাকর লয়,
ঐরাবত পুরন্দর।
পুষ্পক বিমান প্রজাপতি পান
মহাদেব শশধর॥
উঠে নানাধন অমূল্য রতন
কামধেনু পারিজাত।

কল্পতরুবর পাইল অমর
না হয় অসুর হাত॥
উঠে ধন্বন্তরি নিজ করে ধরি
নানাবিধ রসায়ন।
যত উপজয় দেবগণে লয়
না পায় অসুরগণ॥
মথিতে মথিতে উঠিল ত্বরিতে
প্রলয়রূপ গরল।
মহা নীলকান্তি দেখি ভয় পায়
জীবনে উভয় দল॥
বিষ হলাহল নামেতে গরল
পুরুষ হেন বুঝায়।
তন্ত্র লিঙ্গার্চ্চন সুস্পষ্ট লিখন
সংহারিণী মহামায়॥
মহাভয়ঙ্করী রূপ দিগম্বরী
কপাল কৃপাণ করে।
রক্ত ত্রিনয়নী জলদবরণী
মহীকাঁপে পদ ভরে॥
প্রলয় অনল তেজে সবিকল
সবে প্রাণে মানে ভয়।
করি নিরীক্ষণ ছাড়িল মন্থন
জীবন মানে সংশয়॥
ব্রহ্মা নারায়ণ করেন চিন্তন
ইথে রক্ষা কিসে হয়।

ইহার বারণ বিনে পঞ্চানন
অন্য কার সাধ্য নয় ॥
সবে আশ্বাসিয়া বিধি সঙ্গে লৈয়া
কামাচলে গেলা হরি।
দেব পঞ্চানন করেন স্তবন
দোঁহে করপুট করি ॥
দুর্গালীলা সার অমৃতের ধার
রত্নমণিপতি কয়।
যে করে শ্রবণ কহে যেইজন
সে তরে ভবের ভয় ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে স্তব করেন

(ললিত তোটক)

নমস্তে মহেশ মহাভীম বেশ।
নমো ব্যোমকেশ গলে দিব্যশেশ ॥
মহাযোগবান করুণানিধান।
সমস্তে সমান সমো মানামান ॥
অনাদি অনন্ত মহাযোগমন্ত।
কৃতান্ত কৃতান্ত প্রশান্ত সুশান্ত ॥
মহদাশুতোষ বিবর্জ্জিত দোষ।
মহানন্দ তোষ বিহীন বিরোষ ॥
জগন্নাথ নাথ ভুবনৈক তাত।
অমূর্ত্তির জাত পদে প্রণিপাত ॥

পঞ্চম তরঙ্গ।

বিধিবিষ্ণুবাণী শুনি শূলপাণি।
হৃদে সর্ব্ব জানি মনে তুষ্টি মানি॥
মেলিয়া নয়ন দোঁহাকে কহেন।
তোমরা স্তবন কর কি কারণ॥
কহেন দুজন শুন পঞ্চানন।
সমুদ্র মথন করে দেবগণ॥
উঠিছে তাহায় মহাভীমকায়।
না দেখি তাহায় তরিতে উপায়॥
এ ভয়ের পার করে কেবা আর।
দয়ার প্রচার করহ নিস্তার॥
শুনি পঞ্চানন করিলা গমন।
বিধি নারায়ণ মহাতুষ্ট মন॥
আইলা কীর্ত্তিবাস সবে বিবত্রাস।
কহে শম্ভূপাশ প্রভু ত্রাশ নাশ॥
সমুখে গরল মহা কালানল।
দহিছে সকল ভুবন বিকল॥
দেখি শক্তিকায়া জানি মহামায়া।
স্তবেন সদয়া হৈতে ভয় পায়া॥
দ্বিজরায় ভাষ শুন কীর্ত্তিবাস।
জানি নিজদাস হর ভব পাশ॥

শিব বিষপান করেন।

(পয়ার)

বিষ দেখি পশুপতি করেন স্তবন।
তুমি সংহারিণী রক্ষা করহ ভুবন॥
তোমার সৃজন সৃষ্টি না কর বিনাশ।
সদয়া হইয়া জনে দূর কর ত্রাস॥
সংহারকারিণী তুমি নহে তার কাল।
রক্ষ রক্ষ ব্রহ্মময়ী হইয়া দয়াল॥
সৃজন করিয়া কেন বিনাশ অকালে।
সম্বর এরূপ ভীমা বদন করালে॥
স্তবে তুষ্ট হৈয়া দেবী কহে পঞ্চাননে।
বর লহ মহাদেব যেহি ইচ্ছা মনে॥
মহেশ বলেন যদি দেহ বরদান।
দ্রবরূপা হও তবে করি তোমা পান॥
শক্তি হৈয়া রহ তুমি শরীরে আমার।
প্রকাশ হইবে যবে করিব সংহার॥
তথাস্তু বলেন শিব করহ গ্রহণ।
তব কণ্ঠে চিহ্ন রবে আমার বরণ॥
এত বলি দ্রবরূপা হৈল ততক্ষণ।
দুর্গা বলি মহাদেব করিলা গ্রহণ॥
দুর্গানাম শুনে বিষ উদরে পশিল।
কণ্ঠদেশে মহেশের নীলবর্ণ হৈল॥
শ্বেতবর্ণ শিব যেন রজত শিখর।
নীলকণ্ঠ হৈলা অতি পরম সুন্দর॥

মোহ গেলা পঞ্চানন বিষের জ্বালায়।
সুশীতল জল দেবে ঢালিলা মাথায়॥
দুর্গা দুর্গা বলি শিব বসিলা উঠিয়া।
পূজা কৈলা নারায়ণ চন্দ্রখণ্ড দিয়া॥
শশীকলা কৈলা শিব ললাট ভূষণ।
স্থির হৈয়া আসনে বসিলা পঞ্চানন॥
নির্ভয় হইলা সবে আনন্দ অপার।
শিববিনে ভয় নাশ করে কেবা আর॥
ভক্তি নতি স্তবনে তুষিয়া পঞ্চানন।
পুনঃ দেবাসুরে করে সাগরমন্থন॥
ভক্তি করি শুনে যে শিবের বিষপান।
বিষম সঙ্কটে শিব তারে করে ত্রাণ॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর বলিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

মোহিনী উপাদান।

(পয়ার)

পুনরপি সাগর মথিছে দেবাসুর।
ধরিয়া বাসুকী ঘন টানিছে প্রচুর॥
মথিতে অমৃতভাণ্ড সহিতে মোহিনী।
উঠিলা সাগর হৈতে অপূর্ব্বা কামিনী॥
পরম সুন্দরী যেন কনক পুতলি।
চরণ অঙ্গুলী জিনি চম্পকের কলি॥

নখ শশী শোভা করে চাঁদের মণ্ডল।
পদতল শোভা করে নিন্দি জবাদল॥
নূপুর ঘুঙ্গুর বঙ্ক বঙ্করাজ পায়।
জঘন সুন্দর উরু রাম রম্ভাপ্রায়॥
নিতম্ব বিশাল সাজে কটিতে কিঙ্কিনি।
কেশরি নিন্দিত অতি কটিতট ক্ষীণি॥
তুঙ্গ বক্ষ কমলকলিকা পয়োধর।
গলে শোভে নানা মণি হার মনোহর॥
মৃণাল লজ্জিত ভুজে কেয়ূর কঙ্কণ।
নানা রত্ন রচিত ভূষিত আভরণ॥
অকলঙ্ক সুধাকর বদন মণ্ডল।
শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ডে করে ঝল মল॥
বিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর ঈষদহাসিনী।
প্রকাশ দশন পাতি মুক্তাপাতি জিনি॥
খগচঞ্চু নিন্দি নাসা শোভিত বেসরে।
অমূল্য রতন যুত দোলিছে অধরে॥
কুরঙ্গ নয়ন ভুরু কামের কামান।
ললাটে সিন্দুর বাল ভানু লাজ পান॥
কাজর নিন্দিত কেশ সুন্দর কবরী।
শিখিপাটি শিরে তাতে মুকুতা দোথরি॥
বিচিত্র বসন পরিধান ঢাকে কায়।
করিলে কটাক্ষপাত ভুবন ভুলায়॥
অমৃত পূরিত রত্নভাণ্ড কাঁখে করি।
সভা সন্নিধানে আসি দাঁড়াইলা সুন্দরী॥

মোহিনীর রূপে সভা করিছে মোহন
রত্নমাণপতি মন ভজ পঞ্চানন ॥

দেবাসুরে বিরোধ।

(লঘু ত্রিপদী)

মোহিনী হেরিয়া মন্থন ত্যজিয়া
সবে হৈলা একঠাঞি।
অসুরেরা কয় যত যত হয়
দেবে লয় নহে পাই ॥
এ কন্যা না দিব আমরা লইব
যে হয় সে হয় শেষ।
অসুর বচন করিয়া শ্রবণ
কহিছেন হৃষীকেশ ॥
কন্যায় সুধায় লহ মীমাংসায়
কেহ সুধা কেহ নারী।
লইতে উভয় উভয়ের হয়
বুঝহ মনে বিচারি ॥
অসুরেরা কয় সুধা দেবে লয়
আমরা লইব নারী।
লক্ষ্মীনাথ কয় এতো যুক্তি নয়
আত্মমতে নহে পারি ॥
পুছহ কন্যায় যাইবে কোথায়
সুধা বা কাহারে দেয়।

উঠিল সাগরে জানি কারতরে
বলকরি কেবা নেয়॥
কন্যা কহে ছলে অমৃত সকলে
গ্রহণ করহ আগে।
যে হয় প্রধান অতি বলবান্
আমি যাব তার ভাগে॥
আনন্দ অসুরে দ্বন্দ্ব গেল দূরে
ভাবে নারী কেবা নেবে।
অমৃত খাইব কন্যাকে পাইব
কত বল ধরে দেবে॥
সবে সমতায় বসিলা সভায়
দুই দিকে দুই দলে।
সুধা পরিশন করিতে কারণ
কন্যাকে সকলে বলে॥
কন্যা করে খুরি দিছে সুধাপুরি
আগে দেব করে করে।
লৈয়া দেবগন করেন গ্রহণ
আনন্দ উদয় তরে॥
দেবে বিবত্তিতে প্রতিজনে দিতে
সুধাভাণ্ড সুধা হয়।
অসুরে না পাইল সকলে রুষিল
ধর মার সবে কয়॥
মোহিনী ত্বরায় মিলে দেব কায়
তেজময় অশরীর।

সুধা ফুরাইল কন্যা কি হইল
কোপিল অসুর বীর ॥
করি সুধাপান দেব বলবান্
শক্তিতেজে তেজ হয়।
অসুর সংহার করে অনিবার
কৃষ্ণকান্তানুজে কয় ॥

দেবাসুরে যুদ্ধ।

(পয়ার)

কন্যা সুধা না পাইয়া কোপিল অসুর।
ডাকে রাগে বীরভাগে মার মার সুর ॥
নানা বাণ খরসান করে বরিষণ।
যারে পায় মারে তায় যত দেবগণ ॥
কোপ মন দেবগণ হান হান ডাকে।
অস্ত্রচয় বরিষয় পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
বজ্রকর পুরন্দর অসুর বিনাশে।
বজ্রঘায় মারে তায় যারে পায় পাশে ॥
খরতর ধরি শর মারে অনিবার।
পড়িছে অসুর রণে রক্ষা নাহি আর ॥
নারায়ণ চক্র ধরি করেন ছেদন।
পড়িছে অসুর রণে নহে নিবারণ ॥
সর্ব্ব দেব এক হৈয়া করিছে সমর।
মারিছে অসুর সব নহে অবসর ॥

কাটিয়া অসুর মুণ্ড পাড়িছে ভূমিতে।
কার বাহু কাটি পাড়ে ধনুক সহিতে॥
কর পদ কাটি কেহ পড়িছে অবনী।
রুধিরে বহিয়া নদী ভাসিছে ধরণী॥
দেবঘায় প্রাণ যায় রক্ষা নাহি আর।
কোটী কোটী অসুর পড়িছে অনিবার॥
অনেক অসুর রণে হইল বিনাশ।
পলাইল অনেক মনেতে মানি ত্রাস॥
পর্ব্বত গভরে কেহ করে পলায়ন।
সমুদ্রের জলেতে ডুবিল কত জন॥
রণে ভঙ্গ দিল বহু বহুজন মরে।
রহিতে না পারে কেহ দেবের সমরে॥
নিরসুর হইল আনন্দ দেবগণ।
সিংহনাদ শঙ্খনাদ করে ঘন ঘন॥
অসুর বিনাশি দেব হৈল অবসর।
যথাস্থানে রাখিলেন মন্দার শিখর॥
বাসুকী বিদায় কৈলা করিয়া তোষণ।
নিজ নিজ স্থানেতে গেলেন দেবগণ॥
মহেশ কামাখ্যা প্রতি করিলা গমন।
করিলা সমাধি পুনঃ হরিল চেতন॥
উদ্বেগ রহিত দেবে আনন্দ অপার।
পূর্ব্বরূপে সুখভোগ করে যে যাহার॥
জগত জননী দুর্গা ত্রিলোক তারিণী।
নাশিলা দেবের ভয় হইয়া মোহিনী॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিলা পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলাতরঙ্গিণ্যাং মোহিনী রূপ ধারণে পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

—:০:—

মহাতপার তপস্যা।

(ত্রিপদী)

মহাতপা ভাবে মনে বিরোধ দেবের সনে
পরাজয় বিনে নহে জয়।
একুলে উপাদান দেবগণ সুখবান্
অসুরে দুর্গতি বিনে নয়॥
অসুরে প্রধান হৈলে নাশকরে বলে ছলে
তাহার কারণ নারায়ণ।
সকল তাঁহারি চক্র নানামতে রাখে শক্র
প্রপঞ্চনা করিয়া ছলন॥
অসুরে আরাধে তায় অকপট নহে পায়
সাধকে কে করে কোথা ছল।
অতএব নারায়ণে বিশ্বাস না হয় মনে
কপটতা করিতে অটল॥
শিব জগতের সার অদেয় নাহিক যার
আশুতোষ দয়ার সাগর।
অখিল জগতগুরু সাধকের কল্পতরু
ভুবনে সকলে সমসর॥

শিবের চরণ বলে কি হবে চক্রীর ছলে
আরাধনা করিব শঙ্কর।
শিব সম পুত্র হয় তবে আর কারে ভয়
সাধিয়া লইব পুত্র বর॥
শিবপদ ভাবি মনে প্রবেশিল ঘোর বনে
সুমেরু সমীপে সুনির্জ্জনে।
কঠোর করয়ে তপ শিবধ্যান মন্ত্র জপ
এক ভাবে কায় প্রাণ মনে॥
পূজন জপন ধ্যান চিন্তনে অচল জ্ঞান
অশন পতিত বৃক্ষপাত।
পত্রাশন পরিহরি অনিল অশন করি
অনশন হইল পশ্চাত॥
গোকর্ণে ধরণী ধরি জপে উর্দ্ধপদ করি
স্থিরকায় স্তম্ভের সমান।
নিশ্চল শিবের পায় নিষ্ঠ প্রাণমনকায়
কিঞ্চিত নহিক বাহ্যজ্ঞান॥
দিবা নিশি কত যায় চেতন নাহিক পায়
শীত বাত আতপ সমান।
সহস্র বৎসর যায় তপজ্যোঃতি উঠে কায়
প্রজ্বলপাবক অনুমান॥
ঘোর তপ দেখি তায় তিনলোক ভয় পায়
দেবগণ গণে চমৎকার।
কি জানি কি চাহে বর মহাদাতা মহেশ্বর
অদেয় নাহিক বস্তু যার॥

যাহা চাবে পাবে তাই তাহার সন্দেহ নাই
ইহার মন্ত্রণা কিবা হয়।
কহিছেন বৃহস্পতি উপায় ইথে সরস্বতী
উচিত্ত যে করেন উদয়॥
ইন্দ্র দেবগণ লৈয়া ত্বরাত্বরি ত্বরা হৈয়া
গেলা সরস্বতী বিদ্যমান।
প্রণমিয়া শচীপতি স্তুতি করে সরস্বতী
কিশোরে করমা অবধান॥

ইন্দ্র সরস্বতীকে স্তব করেন।

(পয়ার)

নমো বাগ্বাদিনি নমো নমো সরস্বতী।
ভক্তি মুক্তিদাত্রী মাতা কুমতি সুমতি॥
এ তিন ভুবনে তুমি জ্ঞান বিধায়িনী।
বিদ্যারূপা বিদ্যাবতী বিদ্যাপ্রকাশিনী॥
তুমি বিনে ভুবনেতে গতি নাহি আর।
যে কর্ম্ম যে জনে করে মহিমা তোমার॥
বিধিমুখে বেদবাণী তোমার প্রকাশ।
কবিমুখে প্রকাশিছ অষ্টাদশ ভাস॥
গদ্য পদ্য নানাবিধ বাক্যের কারণ।
তব দয়া হয় যারে সেহি মহাজন॥
সেহিজন পণ্ডিত সুধীর জ্ঞানময়।
কৃপা করি তুমি যারে হৈয়াছ সদয়॥

ইন্দ্রের স্তবনে তুষ্ট হৈয়া সরস্বতী।
জিজ্ঞাসিলা কেনো স্তুতি কর শচীপতি ॥
ইন্দ্র বলে ঠেকিয়াছি বিষম সঙ্কটে।
কি জানি দেবের ভাগ্যে কিবা দশা ঘটে ॥
মহাতপা আরাধয়ে শিবের চরণ।
করিছে কঠোর তপ করি প্রাণপণ ॥
দেবহিংসা হেতু দুষ্ট আরাধে শঙ্কর।
আশুতোষ দিবেন সে চাহিবে যে বর ॥
অতএব তুমি দেবে হইয়া সদয়।
হেন কর্ম্ম কর যেন অমর না হয় ॥
বর নহে লয় যেন স্বর্গ অধিকার।
তবে যে লইবে হবে উপায় তাহার ॥
ইন্দ্রে আশ্বাসিয়া দেবী করিলা গমন।
মহাতপা করে যথা হর আরাধন ॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিলা পুস্তক দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী ॥

মহাতপাকে বরদান।

(পয়ার)

মহাতপা তপে তুষ্ট হৈয়া মহেশ্বর।
বৃষভবাহনে তারে দিতে আইলা বর ॥
জটাজূট বিভূতি ভূষণ পঞ্চানন।
পরিধান বাঘছাল ফণি আভরণ ॥

মহাতপা সমুখে ডাকেন পশুপতি।
বর লহ মহাতপা যেহি ইচ্ছা মতি॥
শিববাণী শুনি ত্বরা মেলিল নয়ন।
সাক্ষাতে দেখিলা দেব দেব ত্রিনয়ন॥
ভূমিগত প্রণাম করিয়া মহেশ্বর।
পাণিপুটে শিবে চাহে মনোগত বর॥
যদি তুষ্ট মহাদেব দিবে বরদান।
তোমার সমান হয় আমার সন্তান॥
হাসিয়া কহেন হর সম কে আমার।
তথাস্তু হইব আমি সন্তান তোমার॥
কিন্তু অদ্য রজনী না হইতে প্রভাত।
যথাতে করিবা রতি জন্মিব তথাত॥
বর দিয়া অন্তর্ধান হইলা পঞ্চানন।
জলদে চপলা যেন হইল মিলন॥
মহাতপা ভাবে হবে কেমন উপায়।
এত শ্রম আমার মিথ্যা হৈয়া যায়॥
এথা হৈতে ঘর পঞ্চদশ দিন পথ।
কেমনে যাইব পূর্ণ হবে মনোরথ॥
সাত পাঁচ ভাবে কিছু স্থির নহে মন॥
বায়ুবেগে নিজালয়ে করিল গমন॥
সরস্বতী ইন্দ্রকে কহিলা সমাচার।
কর শচীপতি যেহি উপায় ইহার॥
ভাবেন বাসব শিব জন্মিলে অসুরে।
তারে পরাজিতে কার সাধ্য তিনপুরে॥

অতএব করি ঘোর বিঘ্ন আচরণ।
যেরূপে যাইতে নারে আপন ভুবন॥
পবনেক আদেশ করিলা শচীপতি।
চল বায়ু মেঘগণ করিয়া সংহতি॥
মেঘসনে যতনে করহ বিঘ্নচয়।
আজি যেন মহাতপা না যায় আলয়॥
ইন্দ্রের আদেশে বায়ু চলে শীঘ্রতর।
চারিমেঘ সঙ্গে চলে চৌষট্টি কুঞ্জর॥
কৃষ্ণ কান্ত অনুজ কিশোর দ্বিজে কয়।
দেবতা হইলে বাদী কোন কার্য্য হয়॥

———

মহাতপার বিঘ্ন।

(পয়ার)

ঈশানে উড়িল মেঘ নিবিড় তিমির।
চারি মেঘ চৌষট্টি কুঞ্জর সমীর॥
গুড়্ গুড়্ হুড়্ হুড়্ ডাকিতে লাগিল।
অনিল চালনে দশদিক আচ্ছাদিল॥
মহাবায়ু প্রলয় সমান চমৎকার।
চারিমেঘ বর্ষে জল মুষলের ধার॥
শো শো শো শো শোষাইছে মেঘেতে সলিল
ঝম্ ঝম্ ঝাড়ে জল ঝপটে অনিল॥
গড়্ গড়্ গড় গড় গরজে গভীর।
বায়ুবেগে তীর গুলি হেন হানে নীর॥

চক মক চপলা চমকে লাখে লাখে।
হুহুঙ্কার রবে ঘন হুড় হুড় ডাকে॥
ঘন ঘন বজ্রাঘাত চড় চড় রবে।
ঘোর ঘন গর গর গর্জ্জে গজ সবে॥
মেঘ গজ জল বজ্র বায়ুর গর্জ্জনে।
প্রলয় হইল হেন মানয়ে ভুবনে॥
মহাবাতে তরুলতা সমূলে উপাড়ে।
ডালে মূলে গুঁড়া করে তুলিয়া আছাড়ে॥
তৃণ লতা ছিঁড়িয়া ফেলিছে কত কত।
শিল জল ঘাতে প্রাণী মরে শত শত॥
মেঘ জল বর্ষণে ঢাকিল ধরাতল।
উচ্চ নীচ নদ নদী একাকার জল॥
কল কল কল্লোলে বহিয়া চলে নীর।
জলবেগে রব হয় প্রলয় গভীর॥
তৃণ লতা বৃক্ষ বৃক্ষডাল পাত ভাসে।
বনজন্তু পর্ব্বত গঁভরে যায় ত্রাসে॥
পাখীগণ উড়াইয়া ফেলে দিগন্তরে।
পশু পক্ষ লক্ষ লক্ষ কত শত মরে॥
কারো সাধ্য নাহি কোথা করিতে পয়াণ।
স্থির হৈতে নারে নারে মেলিতে নয়ান॥
মহাতপা ভাবে শিব কি করি উপায়।
এত কষ্ট তপঃফল মিথ্যা হৈয়া যায়॥
আজি রাত্রি প্রভাতে বিফল হবে বর।
প্রাণ বাঁচাভার হৈল দূরে নিজ ঘর॥

প্রাণভয়ে প্রবেশিল পর্ব্বত গভরে ।
নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘন বিকল অন্তরে ॥
শিবলীলা রক্ষা হেতু ভবানী আপনে ।
মহিষী আশ্রয় করি আইলা সেই বনে ॥
মহাতপা দুঃখভাবে রহিয়া যেথানে ।
যুবতী মহিষী উপনীতা সেহি স্থানে ॥
মহিষী দেখিয়া মহাতপা ভাবে মনে ।
রাত্রি যায় রতি করি মহিষীর সনে ॥
যে হয় সে হবে পাছে যে করেন হর ।
প্রভাত হইলে নিশি বৃথা হবে বর ॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া স্থির করি নিজ মন ।
যুবতী মহিষী ধরি করিলা রমণ ॥
অব্যর্থ শিবের বর ফলিবারে চায় ।
দ্বিপে দ্বিপান্তর যেন প্রবেশিলা তায় ॥
ক্ষান্ত হৈল মহাতপা সাঙ্গ হৈল রতি ।
শিবগর্ব্ভে মহিষী হইল গর্ব্ভবতী ॥
মেঘজাল মুক্ত হৈল ঘুচিল বাতাস ।
দশদিক স্থির হৈল সূর্য্যের প্রকাশ ॥
মহাতপা চলি গেলা আপন আলয় ।
মেঘসনে বায়ু যাইয়া ইন্দ্রে নিবেদয় ॥
গর্ব্ভবতী মহিষী রহিল সেহি বনে ।
অদ্ভুত শিবের লীলা শুন সভাজনে ॥
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী শিবের বেহার ।
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোরে শঙ্কর কর পার ॥

মহিষাসুরের জন্ম।

(পয়ার)

গর্ভবতী মহিষী ফিরয়ে বনে বন।
তেজে প্রজ্বলিত তনু প্রচণ্ড তপন ॥
দিনে দিনে বাড়ে পেট অচল শরীর।
দ্বাদশ বৎসর হয় গর্ভে মহিষীর ॥
ফাল্গুনেতে চতুর্দ্দশী অসিত পক্ষের।
প্রসব বেদনা হৈল মহিষী গর্ভের ॥
শুভক্ষণে মহিষী সন্তান প্রসবিল।
প্রসবিয়া নিজ কায়া তখনি তেজিল ॥
জন্মিল মহিষাসুর মহা বলবান্।
জন্ম মাত্র হইলেক বাপের সমান ॥
বদন নয়ন কর্ণ মহিষের শির।
দীর্ঘ দুই শৃঙ্গ শিরে চোখ যেন তীর ॥
বাহু পদ শরীর অসুর সমসর।
লেঙ্গুড় বিশাল পদে খুর খরতর ॥
মহাকায় মহাবল নীল কলেবর।
তিন লোকে নাহি যার বলের দোসর ॥
অদ্বিতীয় মহাসুর বিচরে কাননে।
বড় বড় তরু ভাঙ্গে পায়ের চাপনে ॥
দুই করে ধরি দুই পর্ব্বত কচলে।
চূর্ণ করি ধূলি অঙ্গে মাখে কুতূহলে ॥
শৃঙ্গের আঘাতে ভাঙ্গে পর্ব্বতের চূড়া।
পায়ের চাপন দিয়া করে গুঁড়া গুঁড়া ॥

খুরঘায় ধরণী বিদারি তোলে জল।
লেঙ্গুড় তাড়নে করে সাগর বিকল॥
সমসর বলধর নহে অন্য জন।
আপন ইচ্ছায়ে করে কাননে ভ্রমণ॥
গজ গণ্ডা ব্যাঘ্র আদি ক্ষুদ্র জ্ঞান করে।
তুচ্ছ করি এ সকল না মারে না ধরে॥
বড় বড় তরুগুলি তুলিয়া অনাসে।
ডালে মূলে মুচড়িয়া উড়ায় আকাশে॥
কথনো কাননে কভু যায় সিন্ধুতীরে।
কথনো পর্ব্বতে সদা ইচ্ছা সুখে ফিরে॥
ঘোর নাদ করয়ে প্রমাদ মানে প্রাণী।
দুর্ব্বার মহিষাসুর কি করে কি জানি॥
শুন সভাজন আর নিগূঢ় কারণ।
বিশেষ না প্রকাশিব তন্ত্রের লিখন॥
ঘোরাসুর যেকালে হইলা পশুপতি।
স্নেহ করি তাহাকে গ্রাশিলা ভগবতী॥
সেহি কালে প্রার্থনাতে ছিল এহিবর।
মহিষ শরীর হৈয়া করিতে সমর॥
সেহি এহি মহিষ শরীর উপাদান।
তিন লোকে নাহি যার তুল্য বলবান্॥
দুর্গাকথা সুধাময় নিস্তার কারণ।
কৃষ্ণকান্তানুজ মন ভজ পঞ্চানন॥

———

মহিষাসুরের সম্পদ।

(ত্রিপদী)

মহিষাসুরের জন্ম জানিয়া বিশেষ মর্ম্ম
অসুর হইল হরষিত।
যেখানে যে জন ছিল সবে হৈয়া এক মিল
মহিষ সমীপে উপনীত॥
যতনে বিনয় কয় এ সব তোমার হয়
অনুগত তব আজ্ঞাকারী।
ত্যজ বন বিচরণ স্থির হও কর রণ
স্বর্গ লহ দেবতা সংহারি॥
শুনিয়া অসুর ভাষ সহৃদয়ে সুপ্রকাশ
সেনা সনে আইলা ভবনে।
সর্ব্বাসুর মিলি তায় প্রণাম করিয়া পায়
বসাইল কনক আসনে॥
হয় হস্তী সেনাচয় ধানুকী পদাতিময়
রথ রথা হইল একত্র।
প্রধান মহিষাসুর বেষ্টিত অসুরপুর
মহিষ উপরে ধরে ছত্র॥
গম্ভীর মহিষ রব শুনিয়া অসুর সব
অপার মানিছে মনোসুখ।
সকলে কিঙ্কর প্রায় সদা থাকে ঘিরি তায়
সভয় সদায় হেরে মুখ॥
অসুরে মহিষ কয় এত পুর যোগ্য নয়
কোথা করি নিবাসের স্থান।

বিনয়ে অসুরে কয় অমরা উচিত হয়
যেখানে থাকয়ে মঘবান ॥
বিচারে আমরা পাই কি করি প্রধান নাই
বলে ছলে দেবে করে ভোগ।
অনেক ছলনা জানে অসুর বিনাশে প্রাণে
আজ্ঞা পাইলে করি উতযোগ ॥
হাসিয়া মহিষ কয় দেবে কেনো মিছে ভয়
কি করিতে পারে দেবগণ।
ছলনা করিব চূর স্বর্গ ছাড়ি যাবে দূর
অথবা করিব নিপাতন ॥
কপটী কপট যত চপেটে করিব হত
দপেট সহিবে কার বাপে।
ছাড় সবে মিছা ভয় দেবে হৈতে কিবা হয়
সবে মিলি চল একচাপে ॥
মহিষের শুনি বাণী আপন বিজয় মানি
সাজয়ে অসুর সেনা যত।
সাজ বলি দিলা ডাক সাজে সেনা লাখেলাখ
হয় হস্তী পদাতি যাবত ॥
রথরথী আগুদলে নানাবাদ্য কোলাহলে
সর্ব্বসৈন্য চলে সুরপুর।
কিশোর শঙ্কর পায় বিনয় করিয়া চায়
অজ্ঞান তিমির কর দূর ॥

মহিষাসুরের স্বর্গে গমন।

(খর্ব্ব ত্রিপদী)

মহিষ অসুর চলে সুরপুর
করে ধরি মহাশূল।
চড়ি দিব্যরথে চলে স্বর্গপথে
বিনাশিতে সুরকুল॥
যত মহাবল সমরে অটল
সবে ঘিরি পাছে ধায়।
মারো মারো সুর ডাকিছে অসুর
ঘোর রব উঠে তায়॥
সৈন্য কোলাহল চলে দলবল
ঘন ছাড়ে সিংহনাদ।
শুনি দেবগণ চমকিত মন
মানিছে হৈল প্রমাদ॥
দেবসেনা সব সাজে সবাসব
নিজ নিজ সৈন্য লৈয়া।
গজ বাজী রথ আগুলিল পথ
সবে সশঙ্কিত হৈয়া॥
আইল অসুর মারিছে প্রচুর
দেবপরে ঘন বাণ।
শ্রাবণে যেমন বরিষয়ে ঘন
ক্ষণ নাহি অবসান॥
করি নিবারণ হানে দেবগণ
খরতর চোখ শর।

বিষম আঘাত করিছে নিপাত
অসুরে পাইছে ডর ।।
মহিষ রুষিল সমরে পশিল
মহাশূল করে ধরে ।
মারে শূলাঘাত করিছে নিপাত
কি করে দেবের শরে ।।
মহিষ কায়াতে দেব শরাঘাতে
রক্তপাত নহে হয় ।
দেখি দেবগণ ভঙ্গদিল রণ
মানিয়া বিষম ভয় ।।
ক্ষণে দেবগণ করে পলায়ন
যে দিকে যাহার মন ।
মহাবাতে যেন উড়াইল ঘন
বহ্নি দহে যেন বন ।।
দেব ভঙ্গ দিল অসুর জিনিল
আইল স্বর্গে অসুর ।
ভুবন ছাড়িয়া যায় পলাইয়া
পৃথিবীতে যত সুর ।।
অমরা ভুবনে ইন্দ্রের আসনে
বসিল মহিষ বীর ।
যাবত অসুর পায়া সুরপুর
স্বর্গেতে হইল স্থির ।।
স্বর্গসুখ যত ভুঞ্জয়ে তাবত
অসুর মনের মত ।

দিক্‌পালগণ স্থানে জনে জন
বসিল অসুর যত ॥
তাড়িয়া অমর ফিরে নিরন্তর
যেখানে যাহাকে পায়।
মনুষ্যের ঘরে দেবে যায় ডরে
স্থান নহে দেয় তায় ॥
নানা বিড়ম্বন ফিরে বনেবন
দেবগণ স্থানে স্থান।
অসুর অনাসে সুখে স্বর্গবাসে
করে নানা রসপান ॥
কিশোর রচন শরীর ধারণ
হৈলে সুখ দুঃখ হয়।
দুঃখ নিবারণ পরম কারণ
দুর্গাপদ বিনা নয় ॥

দেবগণের মন্ত্রণা।

(পয়ার)

একশত বৎসর করিয়া ঘোর রণ।
অসুর বিজয় পরাজয় দেবগণ ॥
নানাস্থানে বনে বনে করিয়া ভ্রমণ।
সর্ব্বদেব একস্থানে হইলা মিলন ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য আদি' দেবগণ।
বৈকুণ্ঠে যাইয়া কহে বিষ্ণুর সদন ॥

একতা হইয়া গেলা যথা শূলপাণি।
সমাধি নিযুক্ত ভব ভাবেন ভবানী॥
মণ্ডলিকা হইয়া বসিয়া দেবগণ।
বিষ্ণু সম্বোধনে কহে কমলআসন॥
শুন প্রভো মহিষাসুরের দৌরাত্ম্যতা।
স্বর্গ হৈতে খেদাইল সকল দেবতা॥
স্বর্গলোকে অসুরে ভুঞ্জয়ে যত সুখ।
দেবের দুর্গতি বহু নানাবিধ দুঃখ॥
স্থির হৈয়া দেব কোথা রহিতে না পায়।
জানিলে অসুরে দেবে তাড়িয়া খেদায়॥
জলে স্থলে পর্ব্বতে কাননে উপবনে।
কোথাও রহিতে স্থান নাহি দেবগণে॥
রহিতে মনুষ্য ঘরে দেবে যদি যায়।
স্থান নহে দেয় লোকে অসুরে ডরায়॥
কি হবে উপায় ইথে কহ লক্ষ্মীপতি।
কিরূপে হইবে দূর দেবের দুর্গতি॥
মহিষের অঙ্গেতে প্রবেশ নহে বাণ।
ইহাতে কিরূপে দেবে পায় পরিত্রাণ॥
মহিষ বিজয় করে নাহি হেন বল।
কত শত সেনাপতি সমরে অটল॥
যুদ্ধ করি পরাজিতে শক্তি আছে কার।
বলহ মাধব কিসে হইবে উদ্ধার॥
তুমি বিনে রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই।
তুমি না করিলে রক্ষা আর কোথা যাই॥

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দুস্তারতারিণী।
রচিল কিশোর দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

কাত্যায়নী প্রকাশ।

(পয়ার)

শুনিয়া দেবের দুঃখ কোপে নারায়ণ।
ভ্রুকুটীকুটীল মুখ চাপেন দশন॥
কম্পমান কলেবর রাতুল নয়ান।
বদন হইতে হৈল তেজ উপাদান॥
বিধিহর রবি শশী বায়ু প্রজাপতি।
অনিল অনল সন্ধ্যা ইন্দ্র ধনপতি॥
মহী যম আদি দেহে তেজ উপাদান।
হইল একত্র তেজ অনল সমান॥
তেজরাশি হেরি দেবে হৈল চমৎকার।
বলে দেবে দুর্গা রক্ষা করহ সংসার॥
নিরখিতে তেজ হৈতে হৈল এক নারী।
ভুবনমোহিনী রূপ বর্ণিতে না পারি॥
শম্ভুতেজে উপজিল বদন কমল।
বিষ্ণুতেজে বাহু যমতেজেতে কুণ্ডল॥
শশীতেজে পয়োধর ইন্দ্রে মধ্য তনু।
উরু জঙ্ঘা বরুণে নিতম্ব ধরা জনু॥
ব্রহ্মার তেজেতে হৈল চরণ যুগল।
সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলি হইল সকল॥

বসুতেজে করাঙ্গুলি নাসা ধনেশ্বর।
প্রজাপতিতেজে দন্ত মুক্তা নিন্দা করে॥
অনলতেজেতে হৈতে হৈল ত্রিনয়ন।
সন্ধ্যা তেজে ভুরুযুগ কামের কামান॥
বায়ুতেজে শ্রবণযুগল উপাদান।
তেজেতে হইল নারী দেব বিদ্যমান॥
সহস্রেক ভুজা দেবী প্রবীণ শরীর।
দেখিয়া প্রণমে সবে ভূমে দিয়া শির॥
অসুর বিনাশ দেবে জানিয়া কারণ।
অস্ত্র শস্ত্র আভরণে করয়ে পূজন॥
নিজ শূল হৈতে শূল দিলা পঞ্চানন।
চক্র হৈতে চক্র দিলা শ্রীমধুসূদন॥
বরুণ দিলেন শঙ্খ শক্তি হুতাশন।
পবন দিলেন বাণ পূর্ণ-শরাসন॥
ইন্দ্র দিলা বজ্র ঘণ্টা কালদণ্ড যম।
প্রজাপতি দিলা অক্ষমালা মনোরম॥
বিধি কমণ্ডলু দিলা জলপতি পাশ।
প্রতি রোমকূপে রশ্মি সূর্য্যের প্রকাশ॥
কাল দিলা ঢাল ভাল খড়্গ ক্ষুরধার।
ক্ষীরসিন্ধু দিলা নানা রত্ন অলঙ্কার॥
নির্ম্মল সুন্দর হার দিলা চূড়ামণি।
কুণ্ডল কটক অর্দ্ধচন্দ্র সুসাজনি॥
কেয়ূর নূপুর আর গ্রীবার ভূষণ।
সমস্ত অঙ্গুলে দিলা অঙ্গুরীরতন॥

বিশ্বকর্ম্মা দিলা তীক্ষ্ণ পরশু বিশাল।
জলনিধি অম্লান পঙ্কজ দিব্যমাল॥
হিমালয় দিলা মহা বাহন কেশরী।
নানারত্ন আভরণে পূজে মহেশ্বরী॥
সুধাপূর্ণ পানপাত্র দিলা ধনেশ্বর।
অনন্ত দিলেন নাগহার মনোহর॥
সর্ব্বদেবে ভগবতী হইয়া পূজিতা।
দশদিক ব্যাপিয়া স্বকান্তি প্রকাশিতা॥
সহস্র বাহুতে নানা অস্ত্র শস্ত্র ধরি।
বেগে আরোহিলা দেবী বাহন কেশরী॥
হুহুঙ্কার রব করি অট্ট অট্ট হাসে।
ত্রিভুবন কম্পমান হয় মহাত্রাসে॥
সশৈল্য কানন সিন্ধু কাঁপে বসুমতী।
অমরাতে প্রাণ কাঁপে অসুরের পতি॥
শিরে হৈতে মুকুট পড়িল অকস্মাত।
বাম উরু বাম চক্ষু স্পন্দে বামহাত॥
কম্পিত শরীর বীর অসুর দুর্জ্জয়।
আহা একি একি হৈল বীরভাগে কয়।
কার শক্তি এত বড় করে অহঙ্কার।
সাজ সেনাগণ চল করিতে সংহার॥
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা তরঙ্গিণী॥

মহিষাসুরের সেনাসজ্জা ।

(পয়ার)

সাজরে সাজরে সবে বলে মহাসুর ।
কার শক্তি অহঙ্কার করে এত দূর ॥
আমার সমুখ হয় কার হেন বল ।
দেবসনে পৃথিবী করিব রসাতল ॥
মরিতে উদ্যোগ বুঝি করে দেবগণ ।
দেবনাম ঘুচাইব করি নিপাতন ॥
আজ্ঞায় সাজয়ে বীর ভাগ মহাবল ।
পদভরে ত্রিলোক করয়ে টলমল ॥
নড়িল উদগ্র মহারথী মহাবল ।
ষাইট হাজার রথী সহিতে অটল ॥
চলে মহারথী মহাহনু মহাবীর ।
কোটীরথ সঙ্গে রথী সমরে গভীর ॥
অসিলোমা নড়ে পঞ্চকোটী রথ সনে ।
মহাবল রথী সব চলে যুদ্ধমনে ॥
কোটী রথ রথী সঙ্গে চলিলা বাস্কল ।
ষাইট লক্ষ হয় গজে রণে মহাবল ॥
বিড়ালাক্ষ পাঁচবৃন্দ রথী রথ নিয়া ।
মহাবেগে ধায় বীর সমরে রুষিয়া ॥
বিড়ালাস্য দুর্ম্মুখ দুর্দ্ধর মহাবীর ।
চলিল চামর সেনাপতি রণধীর ॥
পাঁচবৃন্দ সাতকোটী ষাইট হাজার ।
রথরথী মহারথী তুল্য নাহি যার ॥

নানাবর্ণ রথে লাগে নানাবর্ণ মণি।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ বিচিত্র সাজনি॥
হস্তী ঘোড়া পদাতিক অসংখ্য অপার।
বীরদর্প করি চলে বলে মার মার॥
শেল শূল জাঠা টাঙ্গি মুদ্গর মুষল।
পরশু পট্টিশ গদা ধরে মহাবল॥
ভিন্দিপাল শক্তি কেহ ধরিয়া তোমর।
ধায় বীর রণধীর বেগে খরতর॥
নানাবর্ণে পতাকা উড়িছে বহুতর।
শ্বেত রক্ত নীল পীত করে তর তর॥
দশদিক আচ্ছাদিলা রোধ করে পথ।
নানাবর্ণে ধ্বজা উড়ে নানাবর্ণে রথ॥
হিহি রব হয়ের গজের ঘোরনাদ।
রথ চক্র ঘড় ঘড় শুনিতে প্রমাদ॥
চক মক করে নানা অস্ত্র বীর করে।
টল মল ধরাতল দলবল ভরে॥
নানাবিধ রণবাদ্য বাজিছে অপার।
ঢোল কাড়া শিঙা বাঁশি সংখ্যা কি তাহার।
জয়ঢাক তম্বুর স্বর্ণাচি বহুতর।
কোটী কোটী স্থানে স্থানে বাজে থরে থর॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ নাহি পারাপার।
গজ ঘণ্টা ঠন্ ঠন্ রব চমৎকার॥
ঘোরতর কলরব সৈন্য কোলাহল।
প্রলয়ে কল্লোল যেন সাগরের জল॥

সর্ব্বসৈন্য মহিষ অসুর মহাবীর।
সাজিয়া চলিল রণে অভেদ্য শরীর ॥
ভূতলে গগণে সেনা বন উপবনে।
পর্ব্বত উপরে ধায় যুঝিবার মনে ॥
হিমালয় পাশে সব হৈল উপনীত।
যথা কাত্যায়নী তথা মহিষ সহিত ॥
কেশরী বাহনে দেবী অট্ট অট্ট হাসে।
ঘিরিল অসুরসেনা দেবী চারি পাশে ॥
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী ॥

মহিষাসুরের সেনার যুদ্ধ।

(তুলক)

মহাদেবী মহামায়া মহাকায়া ধারিণী।
মহাঘোরা ভয়ঙ্করা মহাসিংহ বাহিণী ॥
ঘোর ঘোর ঘন ঘন হুহুঙ্কার ভাসিছে।
অট্ট অট্ট হাস ভাষ বৈরীকুল ত্রাসিছে ॥
মহারাগে বীরভাগে দশ দিশ ঘিরিছে।
হান হান খরশান ঘন বাণ মারিছে ॥
খরতর চোখশর অনিবার বর্ষণ।
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণে ঢাকে গগন ॥
রথী মহারথী রথে কেহ গজ বাহন।
পদ্ভরে হয় পরে করে শর তাড়ন ॥

কোটী কোটী ধনু ধরি মারে শর নির্ঘাত।
মহীধর পরে যেন বৃষ্টি বিন্দু নিপাত ॥
টন-টন সন সন শব্দবাণ সন্ধানে।
চক মক ধক ধক পাবক জ্বলে বাণে ॥
ধনুনাদ সিংহনাদ ঘোরনাদ প্রমাদ।
তিনলোক ভয়ভীত গণে মনে বিষাদ ॥
দেবীশূল বৈরীকুল বাণমূল দহিছে।
হয় হস্তী পদাতি সারথি রথ নাশিছে ॥
দশশত করে করে দেবী শর বর্ষণ।
বারি বাণ বৈরীপ্রাণ হরে নহে বারণ ॥
বীরভাগে নানাবাণ হানে ঘন কোপিয়া।
ধরি চাপ বীরদাপ করি ধনু টানিয়া ॥
জাঠা টাঙ্গি শেল শূল হানে শক্তি তোমর।
ভিন্দিপাল পরিঘ লৌহপট্টিশ লৌহমুদ্গর ॥
কোপে দেবীঅঙ্গে হয় ঘর্ম্মবিন্দু উৎপত্তি।
কোটী কোটী দেবীগণ হয় শক্তি যুবতী ॥
ধরি অসি রণে পশি কাটে সেনা অসুর।
রক্তখায় মত্ততায় নাশে বৈরী প্রচুর ॥
সিংহবেগে বজ্রনখে বিদারিছে সঘনে।
মরে কত শত শত হত কত চর্ব্বনে ॥
সেনাসিন্ধু মাঝে সিংহ করি ঘোর গর্জ্জন।
নখদন্ত ঘাতে হস্ত কৃতবস্ত তর্জ্জন ॥
দেবীখড়্গ শূল বজ্র শরাঘাত যাতনে।
পড়ে কত কোটী কোটী হত হৈয়া জীবনে ॥

রথ গজ হয় সেনা কাটী পাড়ে ভূতলে ।
রক্তধারা নদীপারা স্রোত বহে কল্লোলে ॥
ভাসে কত শত শত রক্ত নদী বেগেতে ।
ভাঙ্গে দল বীরবল সুররিপু রণেতে ॥
কত মুণ্ড কত খণ্ড কাটি বাহু চরণ ।
কোটী কোটী অসুর হইছে রণে পতন ॥
কত কত ভঙ্গ দিছে পরিহরি সমর ।
ধায় রণে কোপ মনে সেনাপতি চামর ॥
বিড়ালাস্য দুর্ম্মুখ সবেগবন্ত দুর্দ্ধর ।
হানে খড়্গ পরশু পট্টিশ গদা মুদ্গর ॥
দেবী বেগে খড়্গাঘাতে কাটে বীর চামর ।
শূলঘায় প্রাণ যায় বিড়ালাস্য দুর্দ্ধর ॥
বজ্রাঘাতে দুর্ম্মুখ পড়িল প্রাণ তেজিয়া ।
দেখি মহারথী মহাহনু আইল ধাইয়া ॥
চক্রাঘাতে মহাহনু কাটে দেবী শঙ্করী ।
দেখি বীর উদগ্র ধাইল বাহু পসারি ॥
অসিঘায় কাটি তায় পাড়িছেন ভবানী ॥
গণসঙ্গে রণরঙ্গে ঘোরনাদ নাদিনী ॥
দেখি ধায় বিড়ালাক্ষ অসিলোমা বাস্কল ।
তিন মহারথী হানে শূল শক্তি মুষল ॥
দেবী শূলাঘাতে তিন মহারথী পতন ।
অবশেষ সৈন্যভঙ্গ দিল নিয়া জীবন ॥
মহাবাতে মেঘমালা উড়াইল যেমন ।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মহামত্ত বারণ ॥

রম্ভাবন ভাঙ্গে যেন মহাবেগে অনিল।
তুলারাশি ক্ষণে যেন হুতাশনে দহিল॥
হত সৈন্য রথ রথী হয় হস্তী পদাতি।
শূলহস্তে ধাইল মহিষাসুর বিরথী॥
কহে রায় কৃষ্ণাকান্তাত্মজ দ্বিজ কিশোর।
কর দয়া মহামায়া তার পাশ এ ঘোর॥

মহিষাসুরের যুদ্ধ।

(পয়ার)

সৈন্যক্ষয় দেখি কোপে মহিষ প্রবল।
অভেদ্য শরীর বীর সমরে অটল॥
শূলহাতে মহাবেগে করে ঘোরনাদ।
কম্পমান তিনলোক মানিছে প্রমাদ॥
পদভরে ধরাতল কাঁপে থর থর।
নিশ্বাসে উড়িছে কত শত মহীধর॥
ঘূর্ণিত নয়ন রক্ত যেন কালানল।
মহাকায় ধায় যেন দ্বিতীয় অচল॥
মহিষ দেখিয়া দেবী মহিষমর্দ্দিনী।
স্বগণ মিলিল অঙ্গে হৈলা একাকিনী॥
মহাসিংহপৃষ্ঠপরে করি আরোহণ।
দশদিক্‌প্রকাশিনী প্রসন্ন বদন॥
খড়্গ চক্র শূল শক্তি বাণ দক্ষ করে।
ঢাল ধনু পাশাঙ্কুশ পরশু অপরে॥

অট্ট অট্ট হাসে ক্ষণে করে হুহুঙ্কার।
ক্ষোভিত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড লাগে চমৎকার।
দশভুজে অস্ত্র শস্ত্র করিয়া ধারণ।
মহিষ সমুখ হৈয়া আগুলিল রণ॥
দেখি দেবী কোপে বীর মহিষ সমরে।
ঘুরাইয়া মারে শূল লোফি নিজ করে॥
দেখি শূল দেবী শূল হানে অট্টহাসি।
দেবীশূলে ঠেকি শূল হৈল ভস্মরাশি॥
শূল ব্যর্থ দেখি বীর কোপে অতিশয়।
মুষ্টিঘাত মারে কোপে গর্জ্জিয়া প্রলয়॥
খড়্গাঘাতে করে দেবী মহিষ ছেদন।
মহাসিংহ অসুর হইল ততক্ষণ॥
বজ্রনখ দশন ভ্রূকুটী করি ধায়।
মুখ পসারিয়া দেবী গিলিবারে যায়॥
দেখি দেবী করিলেন শূল বিদারণ।
খড়্গপাণি পুরুষ হইল ততক্ষণ॥
খড়্গ চর্ম্ম ধরি ধায় মহাবলবান্।
দেবীর উপরে হানে খড়্গ খরশাণ॥
চক্রাঘাতে কাটে দেবী অসুরের শির।
মহাগজ হইল অসুর মহাবীর॥
দন্তাঘাতে করয়ে পৃথিবী বিদারণ।
শুণ্ড তুলি ধায় বেগে করিয়া গর্জ্জন॥
শক্তির আঘাতে গজ করিলা নিপাত।
পুনরপি মহিষ হইল অকস্মাৎ॥

লেঙ্গুড় তাড়নে তোলে সাগরের জল।
খুর খুরে বিদারণ করে ধরাতল॥
শৃঙ্গের আঘাতে মেঘ করে খণ্ড খণ্ড।
মহাবেগ মহাবল মহিষ প্রচণ্ড॥
বিমানে তুলিয়া মারে পর্ব্বত শিখর।
দেবীর উপরে যেন বর্ষে জলধর॥
নানাবাণ হানিছেন দেবী মহামায়।
দুরন্ত অসুর অঙ্গ বিদার না হয়॥
বেগ দেখি অন্তরীক্ষে গেলেন ভবানী।
সুধাপূর্ণ পানপাত্র দেবে দিল আনি॥
দেবী না দেখিয়া বীর গর্জ্জে ঘোরতর।
অন্তরীক্ষে থাকি দেবী কহিছে প্রখর॥
গর্জ্জ গর্জ্জ অরে মূঢ় কররে গর্জ্জন।
আমি তোকে বধিলে গর্জ্জিবে দেবগণ॥
গর্জ্জরে যাবত আমি করি মধুপান।
অখনি করিব তোর দর্প সমাধান॥
এত কহি মহাদেবী মধুপান করি।
পুনরপি রণভূমে আইলা শঙ্করী॥
মহাবেগে নানাবাণ করে বরিষণ।
মহিষ উপরে পড়ে নহে নিবারণ॥
বাণে বাণে আচ্ছাদিলা মহিষশরীর।
কিঞ্চিৎ কাতর নহে গর্জ্জয়ে গভীর॥
কোপে দেবী হানে বেগে খড়্গ খরশাণ।
মহিষের স্কন্ধদেশ কাটে অর্দ্ধখান॥

লোটাইয়া ভূমে পড়ে মহিষের শির।
গলা হৈতে হয় মহাপুরুষ বাহির॥
খড়্গ চর্ম্ম করে ধরে মহা বেগবান।
মহিষের শরীরে শরীর অর্দ্ধখান॥
অর্দ্ধকায় মহাবেগে বাহির হইতে।
হানিছে কৃপাণ কোপে দেবীকে কাটিতে॥
দেখি দেবী চালাইলা কেশরী টিপিয়া।
ধরিল দক্ষিণ বাহু দশনে চাপিয়া॥
ভ্রূকুটি কুটিল মুখে চাপিছে দশন।
করনখে পৃষ্ঠ বক্ষ করে বিদারণ॥
হৃদয় উপরে দেবী বিদারিল শূল।
নাগপাশে জড়ি বাম করে ধরে চুল॥
দক্ষপদ সিংহপৃষ্ঠে করিয়া সুস্থির।
বামপাদাঙ্গুলে চাপে মহিষ শরীর॥
বামাঙ্গুষ্ঠ বামস্কন্ধে করি আরোপণ।
লীলায়ে অসুরশক্তি করিলা হরণ॥
বেগাবেশে মহাবীরে হরিল চেতন।
এহিরূপে মহিষাসুরের নিপাতন॥
আশ্বাসিলা ভগবতী আইলা দেবগণ।
দশদিক প্রকাশিল প্রসন্ন গগন॥
সুশীতল মারুত অনল হইলা স্থির।
নির্ভয় হইল লোক সুস্থির শরীর॥
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী দ্বিজ রায় কয়।
পুস্তকবাহুল্যহেতু সংক্ষেপ রচয়॥

দেবতারা স্তব করেন।

(ত্রিপদী)

ইন্দ্র আদি দেব যত দেখিয়া মহিষ হত
মহাবল অসুর দুর্ব্বার।
দেব ঐরী হৈল নাশ দুর্গা দূর কৈলা ত্রাস
দুর্দ্দশা দুর্গতি হৈল পার॥
পুলকে পূর্ণিত কায় প্রণমে দেবীর পায়
হরিষে রোমাঞ্চ কলেবর!
স্তুতি করে পুটপাণি নমো দেবী কাত্যায়নী
রক্ষা কৈলা কৃপায়ে অমর॥
তুমি সকলের সার বর্ণিতে কি শক্তি কার
বিশ্বময়ী বিশ্বের জননী।
সৃজন পালন লয় তোমার প্রসাদে হয়
ইচ্ছাময়ী তারিণী তরণী॥
বিপদ নাশিনী তারা জগতের সারাৎ সারা
দুস্তারতারিণী মহামায়।
যাহার যেমন কর্ম্ম ফলদা বিহিত মর্ম্ম
সুপ্রসন্ন কর্ম্ম অনুযায়॥
লক্ষ্মীরূপা সাধু ঘরে অলক্ষ্মী দুর্জ্জন তরে
সুমতি কুমতি তুমি সার।
তোমার বিভূতি সব অপরে মহিমা তব
দুস্তার সাগরে কৈলা পার॥

মহিষাসুরের ভয় দেবের দুর্গতিচয়
জয় তব চরণ প্রসাদে।
দেবে দয়া প্রকাশিয়া বৈরী কুল বিনাশিয়া
উদ্ধারিলা বিষম বিষাদে॥
তুমি জগতের শক্তি জ্ঞানাজ্ঞান ধ্যান ভক্তি
ভক্তিমুক্তিদায়িনী মোহিনী।
মহামায়া মহাকায়া জনক জননী জায়া
জয়দা ভয়দা নিস্তারিণী॥
বেদে নহে পায় সীমা আর কে জানে মহিমা
যোগীগণে মানসে ধেয়ায়।
ধ্যান করে মুনিগণ নিশ্চল করিয়া মন
দেবে দয়া রাখ মহামায়॥
দেবে করে স্তুতি নতি তুষ্ট হৈয়া ভগবতী
বর দিলা শুন দেবগণ।
সুখে কর স্বর্গবাস অসুরে না কর ত্রাস
ভয় হৈলে করিহ স্মরণ॥
বিনাশিব রিপুভয় ইথে কর অসংশয়
পূজা কর বিধি অনুসার।
বিপদে স্মরিবা যবে বিপদ নাশিব তবে
এহি মূর্ত্তি রহিল আমার॥
দেবে দেবী বর দিলা ত্বরা অন্তর্ধান হৈলা
ঘনে যেন মিলে সৌদামিনী।
স্বর্ণময়ী মূর্ত্তিমান, হিমালয়পাশস্থান
রহিলেন মহিষমর্দ্দিনী॥

হরষিতে দেবগণ পূজয়ে আনন্দ মন
কৃষ্ণকান্তরায়ানুজে কয়।
ভক্তিমুক্তিবিধায়িনী দুর্গালীলাতরঙ্গিণী
ভক্তের আনন্দরসময়॥

দুর্গা মহিমা।

(পয়ার)

সর্ব্ব দেবগণ মিলি ভক্তিযুক্ত হৈয়া।
মহিষমর্দ্দিনী পূজে নানা বস্তু দিয়া॥
আনন্দ অপার আর কারো নাহি ভয়।
পূজা করি দেবগণ গেলা নিজালয়॥
নিজ নিজ ভবনে করেন সবে বাস।
স্বর্গসুখ ভোগে দেবে আনন্দপ্রকাশ॥
হিমালয় পাশে দেবী মহিষমর্দ্দিনী।
স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি অদ্যাবধি প্রকাশিনী॥
সিত-পক্ষে সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে।
মহিষমর্দ্দিনী লোকে পূজে হরষিতে॥
সাত্ত্বিকী রাজসী ভাব যাহার যেমনে।
মহিষমর্দ্দিনী পূজা করে ত্রিভুবনে॥
নির্ম্মাণ করিয়া মূর্ত্তি পূজে তিন লোকে।
রিপুভয়জয় হয় তরে দুঃখশোকে॥

রণে ভঙ্গ দিয়া যত অসুর পলায়।
পর্ব্বত কাননে বনে স্থানে স্থানে যায়॥
মহিষমর্দ্দিনী পূজা করে দেবগণ।
অপূর্ব্ব মহিমা দুর্গালীলা বিহারণ॥
দুর্গা দুর্গহরা তারা দুর্গতি নাশিনী।
দুরন্তদুস্তরদুঃখসাগরতারিণী॥
দুর্গা নাম স্মরণে দুর্গতিমূলনাশ।
নিবিড় তিমিরে যেন সূর্য্যের প্রকাশ॥
দুর্গা বলি প্রভাতে উঠয়ে যেবা জন।
দুর্গতি দুস্তার তার না হয় কখন॥
দুর্গা নাম স্মরি যেবা পথে চলি যায়।
হরি হর যম রক্ষা করেন তাহায়॥
সর্ব্ব বিঘ্ন হরে যেহি জপে দুর্গানাম।
অবিলম্বে পায় ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥
দূরিত খণ্ডয়ে তার দুঃখ নহে আর।
দুরন্ত দুস্কর দুর্গা করেন উদ্ধার॥
কাশীতে যাহার দেহ হয়ত পতন।
জ্ঞানদানে নির্ব্বাণ করেন পঞ্চানন॥
নিজ নিজ গুরুদত্ত মন্ত্র মৃত্যুকালে।
কহেন মহেশ কর্ণে তরে পাশজালে॥
শশক মশক আদি ত্যজে যে শরীর।
গুরুদত্ত মন্ত্র যার কিছু নাহি স্থির॥
তাহার নিস্তার তরে দেব পঞ্চানন।
দুর্গানাম কর্ণমূলে করান শ্রবণ॥

অতএব দুর্গা নাম ভবে সারাৎসার।
দুর্গানাম মহিমা কহিতে শক্তি কার॥
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী কিশোর রচন।
ইতঃপর দুর্গার হেমন্তবিহারণ॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলা তরঙ্গিণ্যাং মহিষাসুর
উপাখ্যানে ষষ্ঠ তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ।

সপ্তম তরঙ্গ ।

—:o:—

হিমালয় মেনকাতে কথোপকথন ।

(ত্রিপদী)

কনকনির্ম্মিত ঘর নানামণি থরে থর
তাহাতে পালঙ্ক হেমময় ।
দুগ্ধফেননিভা শয্যা কামাগার হীনলজ্জা
সুগন্ধ আমোদ সুখোদয় ॥
রজনী উদয় চাঁদ কামী জনে কামফাঁদ
মন্দ মন্দ শীতল পবন ।
চতুর্দ্দিকে তুলি দ্বার সুখময়ানন্দাগার
অশেষ কুসুম সুশোভন ॥
হিমালয় সুখমনে বসিয়া মেনকা সনে
করে প্রেমরসআলাপন ।
ক্ষণে রসকথা কয় ক্ষণে মেনা কোলে লয়
ক্ষণে কহর চুম্ব আলিঙ্গন ॥
মেনকা গিরীশ অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন রঙ্গে
দেয় গলে কুসুমিত হার ।
উভয়ে আনন্দ মন রতিরসবিহারণ
সমাপন হইল দোঁহার ॥

শ্রমযুক্ত দুইজনে বসি দিব্য হেমাসনে
সখীগণে চামর ঢুলায়।
সুশীতলজলপান কর্পূরবাসিত পান
অপার হরিষে দোঁহে খায়॥
হেন কালে মেনা কয় সম্বোধিয়া হিমালয়
শুন প্রভু মোর নিবেদন।
তপ ফলে কিনা হয়, কর যদি মনে লয়
বড় এক কর্ম্ম সম্পাদন॥
দক্ষ রাজা আরাধিয়া ব্রহ্মময়ী কন্যা পাইয়া
অনাদরে হৈল বিড়ম্বন।
সতী না জানিয়া মূঢ় নিন্দাকরি চন্দ্রচূড়
হারাইল পরম কারণ॥
সতীআজ্ঞা আছে মোরে কন্যা হইবার তরে
কতদিনে হয় বা পূরণ।
মূল শক্তি ব্রহ্ম যিনি কন্যা যদি হন তিনি
তবে জানি সফল জীবন॥
মহাদেবী মহেশ্বরী লালন পালন করি
এই ইচ্ছা করে মোর মন।
শুনি তিনি সর্ব্বসার যে ভজে হয়েন তার
তুমি তাকে করহ সাধন॥
মৈনাকেরা পাঁচ ভাই তাঁদের ভগিনী নাই
কন্যার বাসনা মোর হয়।
যদি কন্যা হয় ঘরে বিভা দিব ভাল বরে
জামাতা পুত্রেতে ভিন্ন নয়॥

কন্যা দিলে পুত্র পাই ইতোধিক সুখ নাই
আমোদ করিবে পুরজন।
কন্যার সন্তান হয় তাহে আরো সুখোদয়
দেখিয়া জুড়ায় প্রাণ মন॥
যদি প্রভু কর মন কর তাঁরে আরাধন
কন্যা হৈতে আমার উদরে।
শুনি গিরি আনন্দিত মেনকার বাক্যে প্রীত
কহে গিরি হরিষ অন্তরে॥
ধন্য প্রিয়া চারুশীলা মহা উপদেশ দিলা
আরাধিব ত্রিলোকতারিণী।
গৃহীর গৃহিণী মূল যাহার নাহিক তুল
সুখমোক্ষউপায়কারিণী॥
যদি তার দয়া হয় দূর যায় ভবভয়
কন্যা হৈলে কৃতার্থ হইব।
তুমি মোর মনোরমা প্রাণাধিকা প্রিয়তমা
আমি ব্রহ্মময়ী আরাধিব॥
শুনি মেনা তুষ্ট হৈলা গিরিরাজে প্রণমিলা
গিরি দিলা প্রেমআলিঙ্গন।
দেবীকথাআলাপনে মহানন্দে দুইজনে
করিলেন রজনীরঞ্জন।
রত্নমণিপতি কয় নারী হৈতে সব হয়
সুখোদয় জীবনে মরণে।
সুকান্তার কান্ত যেই মহা সুখে সুখী সেই
যার হয় জানে সেই জনে॥

ব্রহ্মময়ীকৃপা যারে সুকান্তা লভয়ে তারে
বিনা তপস্যাতে নহে হয়।
ভক্তিমুক্তিবিধায়িনী দুর্গালীলাতরঙ্গিণী
অপারআনন্দসুখময়॥

হিমালয়ের তপস্যা।

(পয়ার)

দুর্গা দুর্গা স্মরি গিরি প্রভাতে উঠিলা।
প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া আসনে বসিলা॥
পূর্ণব্রহ্মময়ীকে করিতে আরাধন।
পতিত বৃক্ষের পত্র করিয়া অশন॥
নীরাহার বাতাহার করি অনাহার।
ভজন যজন বিনে মন নহে আর॥
দেবী ধ্যান চিন্তন মনন জপে নাম।
ভাবয়ে ভবানী ভবে পূর মনস্কাম॥
গোকর্ণ করেতে ধরা করিয়া ধারণ।
উর্দ্ধ পদে তপ করে স্থির কায় মন॥
বাহ্যজ্ঞানবিহীন আহারনিদ্রাহীন।
চিন্তয়ে আনন্দময়ী তুল্য রাত্রিদিন॥
ঘরে গিরিরাণী করে দুর্গার পূজন।
শতেক বৎসর গিরি করে আরাধন॥
তপে তুষ্ট ভগবতী প্রসন্ন হইয়া।
বর দিতে অধিষ্ঠান মূর্ত্তিমতী হৈয়া॥

নিবিড়তিমিরকায়া দিক্ আলো করে।
জগতজননী জয়া কেশরী উপরে॥
গিরিরাজ সমুখে ডাকেন মহামায়।
বর লহ হিমালয় যে ইচ্ছা তোমায়॥
শুনি অতি সুমধুর কোমল বচন।
চেতন পাইল গিরি মেলিল নয়ন॥
সাক্ষাতে করুণাময়ী করি দরশন।
ধরণী লোটায়া কায়া বন্দিল চরণ॥
বর লহ যেহি ইচ্ছা কহেন ভবানী।
পাণিপুটে হেমন্ত গিরীশ কহে বাণী॥
যদি বর দিবে মোরে ত্রিলোকতারিণী।
দয়া করি হও তুমি আমার নন্দিনী॥
কিন্তু দক্ষরাজে যেন মোহিলা মায়ায়।
সেরূপ মোহিত নহে করিবে আমায়॥
হাসিয়া তথাস্তু বলি কহেন অভয়া।
পূর্ণরূপে হব আমি তোমার তনয়া॥
দ্বিধা হৈয়া জন্ম নিয়া মেনকা উদরে।
করিব অশেষ লীলা গিরি তব ঘরে॥
বর দিয়া অন্তর্ধান হৈলা মহামায়।
অলক্ষ্যে চপলা যেন জলদে লুকায়॥
বর পাইয়া ঘরে আইলা পর্ব্বত রাজন।
সত্বরে মেনকা আসি বন্দিলা চরণ॥
হেমাসনে বসিলা হেমন্ত গিরিবর।
পরিচর্য্যা করে শত সহস্র কিঙ্কর॥

মেনকারে কহিলা বরের বিবরণ।
শুনিয়া মেনকা হৈলা আনন্দিত মন॥
কিশোর কিঙ্করে কৃপা কর মা তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

গঙ্গার জন্ম।

(পয়ার)

ঘরে গিরি গিরিরাণী করেন বঞ্চন।
ভবানী হইতে কন্যা দুজনার মন॥
কতদিনে ভগবতী প্রকাশিলা লীলা।
গর্ব্ভবতী হৈলা মেনা হেমন্তমহিলা॥
দিনে দিনে গর্ব্ভভার হয় অতিশয়।
পিঙ্গল বরণ সদা অলসাদি হয়॥
ক্রমে ক্রমে দশমাস হইল পূরণ।
প্রসবিলা মেনকা সময় শুভক্ষণ॥
বৈশাখেতে শুক্লপক্ষ তৃতীয় দিবস।
জন্মিল নন্দিনী রূপে আলো দিগ্ দশ॥
ইন্দু কুন্দ কুমুদ কর্পূর শঙ্খ জিনি।
পরম সুন্দরী কন্যা ভুবনমোহিনী॥
কন্যা দেখি মেনকার আনন্দ হৃদয়।
ধন্য মানে জীবন দেখিয়া হিমালয়॥
মহা মহোৎসব করে পর্ব্বত রাজন।
ব্রাহ্মণে দিলেন বহু বস্ত্র রত্ন ধন॥

নানা ধনে পুরজনে করিলা তোষণ।
বনিতাগণেক দিলা বস্ত্র আভরণ॥
উচিত বিহিত যত করিলেন কাম।
দশম দিবসে গিরি গঙ্গা রাখে নাম॥
দিনে দিনে কেশ বেশ বাড়য়ে শরীর।
ঘনাগমে বাড়ে যেন নীচগাতে নীর॥
নানা খেলা বালিকা সহিতে সুবিহার।
গঙ্গার খেলাতে মন তুষ্ট সবাকার॥
গিরি গিরিরাণী হেরি কন্যার বিহার।
পরম আনন্দে মগ্ন হৃদয় দোঁহার॥
পুরবাসী বালিকা খেলয়ে গঙ্গাসনে।
অশেষ কৌতুক করে পুরনারীগণে॥
পরম যতন করে হিমালয়দারা।
মনে বাসে কন্যা যেন নয়নের তারা॥
কৃষ্ণকান্তরায়ের অনুজ সবিনয়।
কহে তায় ভগবতি হইয়া সদয়॥

নারদ আগমন।

(পয়ার)

গঙ্গা জন্মিলেন শুনি হেমন্তের ঘরে।
আইলা নারদ গঙ্গা দেখিবার তরে॥
নারদ দেখিয়া গিরি সত্বর উঠিলা।
বসিতে আসন দিয়া প্রণাম করিলা॥

বসিয়া নারদ কহে শুনহ রাজন্।
আসিয়াছি তব কন্যা দেখিতে কারণ॥
আনহ কেমন কন্যা দেখিবারে চাই।
গিরি বলে কন্যার ভাগ্যের সীমা নাই॥
মহামুনি দেবঋষি জগতপূজিত।
আপনে দেখিতে কন্যা হইলা উপনীত॥
আমার ভাগ্যের সীমা কি ভাগ্য কন্যার।
কৃপাকরি মুনি যারে আইলা দেখিবার॥
এত কহি পুরে গিরি করিলা গমন।
গঙ্গা কোলে নিয়া আইলা মুনির সদন॥
গঙ্গা দেখি হইলা মুনি আনন্দিত মন।
সফল সুধন্য মানে আপন জীবন॥
গিরি কোলে হৈতে গঙ্গা মুনি কোলে নিলা
করেতে চরণ ধরি আনন্দে ভাসিলা॥
মুনি বলে গিরিরাজ শুনি কহ কহ।
এ কন্যার কিবা তুমি বিশেষ জানহ॥
গিরি বলে কন্যাটী সুন্দরী মোর ঘরে।
দেখি সুখী হৈয়া থাকি ভাবি বিভাতরে॥
মুনি বলে এটীতো সামান্য কন্যা নয়।
ত্রিলোকতারিণী ইনি জানিহ নিশ্চয়॥
পূর্ণব্রহ্মময়ী যিনি পরম কারণ।
জন্ম নিয়াছিলা যিনি দক্ষের ভবন॥
সেহি এহি কন্যা গিরি অংশে তব ঘরে।
পূর্ণা তব কন্যা জন্মিবে ইতঃপরে॥

শিব বিনে ইহার না হবে অন্ত বর।
ব্রহ্মলোকে বিভা হবে শুন মহীধর॥
তিন লোক পবিত্র হইবে ইনি হৈতে।
প্রজাপতি আসিবেন এ কন্যাকে নিতে॥
ইহার বিভার ভার নাহিক তোমার।
শিব বিনে এ কন্যার পতি নহে আর॥
এত কহি মুনি কন্যা গিরিকোলে দিয়া।
ব্রহ্মলোকে চলিলা আনন্দচিত্ত হইয়া॥
গিরিরাজ কন্যা কোলে নিয়া পুরে যায়।
না কহিলা কিছু কন্যা দিলা মেনকায়॥
কহে কৃষ্ণকিশোর তারহ নিস্তারিণী।
ত্রিলোকতারিণী তারা মঙ্গলদায়িনী॥

গঙ্গার ব্রহ্মলোকে গমন।

(পয়ার)

ব্রহ্মলোকে গেলেন নারদ মুনিবর।
প্রণমিয়া কহে মুনি ব্রহ্মার গোচর॥
শুন প্রভু সতী জন্মিলেন হিমালয়।
শিবে সমর্পণ তাঁকে উপযুক্ত হয়॥
সতীর বিরহে শিব যোগাবলম্বিত।
দেবগণে মহাদেব আছেন কুপিত॥
অংশে সতী গঙ্গা হইয়া জন্মিলা আপনে
গঙ্গা আনি সমর্পণ কর পঞ্চাননে॥

শুনি বিধি তুষ্ট অতি নারদে কহিলা।
ভাল ভাল নারদ উত্তম তত্ত্ব দিলা॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে কহ সমাচার।
হিমালয় যায় সবে সঙ্গতি আমার॥
ব্রহ্মার আদেশে মুনি কহে দেবগণে।
হিমালয়ে চল সবে বিধাতার সনে॥
নারদের মুখে শুনি যত দেবগণ।
সবাসবে সবে আইলা ব্রহ্মার সদন॥
সর্ব্বদেব সনে বিধি পুষ্পকে চড়িয়া।
হেমন্ত নগরে গেলা ভবানী ভাবিয়া॥
বসিয়াছে গিরিরাজ বাহির মহলে।
রত্নসিংহাসনোপরে গঙ্গা নিয়া কোলে॥
হেনকালে দেবগণ সঙ্গে পদ্মাসন।
উপনীত হৈলা আসি গিরীশসদন॥
দেবগণ সনে বিধি দেখি গিরিরায়।
সম্ভ্রমে আসন হৈতে উঠিলা ত্বরায়॥
প্রণাম করিয়া সবে দিলা হেমাসন।
সবিনয়ে জিজ্ঞাসয়ে গমন কারণ॥
আজ্ঞা কর প্রজানাথ দেবগণ সনে।
কি হেতু আইলা সবে কি ভাবিয়া মনে॥
গিরিবাণী শুনিয়া কহেন প্রজাপতি।
ভিক্ষাহেতু আগমন দেবতাসংহতি॥
তোমা সম দাতা নাহি তিন লোকে আর।
এই হেতু আগমন নিকটে তোমার॥

শুনি গিরি বিনয় করিয়া পুনঃ কয় ।
একি অসম্ভব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
তোমাদের প্রসাদে ভুবনে কিনা হয় ।
তোমরা করহ ভিক্ষা মনে নহে লয় ॥
ভুবনে প্রধান হয় দয়া কর যারে ।
হেন কার কি আছে যে ভিক্ষা দিতে পারে ॥
বিধাতা কহেন শুন পর্ব্বত রাজন্ ।
সতীশোকে দেবেকে কুপিত পঞ্চানন ॥
সেই সতীঅংশে গঙ্গা তনয়া তোমার ।
গঙ্গা দিলে পাই সবে শিবকোপে পার ॥
গঙ্গা কন্যা দেহ যদি স্বর্গে যাই নিয়া ।
শঙ্কর সন্তোষ করি গঙ্গা বিভা দিয়া ॥
শুনি গিরিরাজ কহে শুন মহাশয় ।
জন্মিলে নন্দিনী তাকে বিভা দিতে হয় ॥
গঙ্গাকে জিজ্ঞাসে গিরি কহ মা কি বল ।
তোমা স্বর্গে নিতে আইলা দেবতা সকল ॥
যাবে কিনা স্বর্গে তুমি কহ মা আমায় ।
গঙ্গা কহে দেহ পিতা ক্ষতি কিবা তায় ॥
বুঝিয়া গঙ্গার মন পর্ব্বত রাজন ।
গঙ্গাকে দিলেন রাজা ব্রহ্মার সদন ॥
গঙ্গা পায় প্রজাপতি মহাতুষ্ট মন ।
কমণ্ডলে নিয়া গঙ্গা গেলা নিকেতন ॥
গঙ্গা নিয়া ব্রহ্মলোকে গেলা প্রজাপতি ।
অন্তঃপুরে গেলেন গিরীশ মহামতি ॥

গঙ্গা না দেখিয়া মেনা পুছে গিরিবরে।
কহ প্রভু গঙ্গা কোথা দিলা কার তরে॥
গিরি কহে আসিছিলা দেব প্রজাপতি।
ইন্দ্র আদি সর্ব্বদেব করিয়া সংহতি॥
গঙ্গাকে লইতে স্বর্গে যাচ্ঞা করিলা।
গঙ্গাকে কহিলে গঙ্গা সম্মত হইলা॥
দেবালয় গেলা গঙ্গা ব্রহ্মার সহিতে।
আইলাম সেই কথা তোমাকে কহিতে।
শুনি রাণী শোকে কোপে শাপিলা গঙ্গায়।
স্বর্গলোকে গেল গঙ্গা না কহি আমায়॥
যেমন না কহি মোরে গেল হরষিতে।
দ্রবরূপা হৈয়া তেন পড়িবে ভূমিতে॥
গঙ্গাকে শাপিয়া রাণী শোকেতে মোহিল।
কন্যার বাৎসল্যখেদ মনেতে রহিল॥
গিরিরাজ নিজ ঘরে করেন বঞ্চন।
গঙ্গা গেলা ব্রহ্মলোকে শিব ভাবে মন॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

শিবের ব্রহ্মলোকে গমন।

(পয়ার)

ব্রহ্মলোকে আনি গঙ্গা বিধাতা যতনে।
নিজ কন্যা হেন স্নেহ করে তুষ্ট মনে॥
যে হইতে গঙ্গা আইলা প্রজাপতি পাশ।

তদবধি ব্রহ্মকমণ্ডুলে হৈল বাস ॥
প্রত্যহ করেন বিধি লালন পালন।
যুক্তি করে দেবগণ সনে পদ্মাসন ॥
আনিলাম যত্নে গঙ্গা আপন ভবনে।
অবিলম্বে বিভা দিতে হয় পঞ্চাননে ॥
কে যাবে আনিতে বল দেব ত্রিলোচন।
কামাখ্যাতে সমাধি যোগেতে পঞ্চানন ॥
যোগ ভঙ্গ করিতে পারিবে কোন জন।
কে কহিবে কেমনে গঙ্গার বিবরণ ॥
বৃহস্পতি কহেন নারদ যদি যায়।
আনিতে পারয়ে শিবে করিয়া উপায় ॥
সর্ব্বদেব প্রিয় মুনি মহাভক্তজন।
যার যেহি অভিপ্রায় জানে সর্ব্বজন ॥
নারদ ডাকিয়া বিধি কহেন আপনে।
চলহ নারদ তুমি শিবআনয়নে ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞাতে মুনি কামাখ্যাতে গেলা।
সমাধিনিপুণ হর দেখিতে পাইলা ॥
চারি পাশে ফিরে মুনি ভাবে মনে মন।
কিরূপে মহেশদেব করিব চেতন ॥
যদবধি হইয়াছে সতীর বিয়োগ।
সেহি হৈতে মহাদেব করিছেন যোগ ॥
অতএব বুঝি সতী করেন ভাবন।
হৈতে পারে সতী নাম শুনিলে চেতন ॥
এত ভাবি মুনিবর উচ্চৈঃস্বরে কয়।

শুন প্রভু সতী জন্মিলেন হিমালয় ॥
সতী নাম শুনি শম্ভু পাইলা চেতন।
নয়ন মেলিয়া দেখিলেন তপোধন ॥
নারদে পুছেন হর কহ কোথা সতী।
মুনি কহে ব্রহ্মলোকে শুন পশুপতি ॥
হিমালয়ে সতীঅংশে গঙ্গা জন্ম নিলা।
যাচ্ঞা করিয়া গঙ্গা বিধাতা আনিলা ॥
আমাকে পাঠায়াছেন লইতে তোমায়।
বিবাহ করহ গঙ্গা যাইয়া তথায় ॥
শুনি সতী নাম শিব উঠিয়া চলিলা।
নারদসহিতে ব্রহ্মলোকে উতরিলা ॥
কৃষ্ণকান্তানুজমন ভজ পঞ্চানন।
জননীজঠরে আর না হবে গমন ॥

গঙ্গার বিবাহ।

(ত্রিপদী)

ব্রহ্মলোকে পঞ্চানন আইলা শুনি পদ্মাসন
আগু হৈয়া প্রণাম করিলা।
দেব ঋষি মুনিগণ সবে আনন্দিত মন
শিবের চরণে প্রণমিলা ॥
দিব্য রত্নসিংহাসনে বসাইয়া পঞ্চাননে
চরি পাশে বৈসে সর্ব্বজন।
ঋক্ যজু সামাথর্ব্ব সমুখেতে বেদ সর্ব্ব
ভক্তিযুক্ত করয়ে স্তবন ॥

সনকাদি মুনি যত চরণে হইয়া নত
বেদোক্ত সূক্তেতে করে স্তব।
ইন্দ্র আদি দেবগণ আনন্দে প্রফুল্লমন
বিনয় প্রণতি করে ভব॥
বৈকুণ্ঠে নারদ যান আনিলেন ভগবান্
শিবের বিবাহ মহোৎসবে।
সর্ব্ব দেব দেবী যত ব্রহ্মলোকে সমাগত
শুনি গঙ্গা সমর্পণ ভবে॥
নৃত্যগীত কোলাহল জয়ধ্বনি সুমঙ্গল
ঘন ঘন বেদউচ্চারণ।
দেবী দেবকন্যাগণ বিবাহ উৎসব মন
সাবিত্রী সহিত আগমন॥
গ্রহ রাশি তারাগণ আনন্দে পুলকমন
বিবাহ দেখিতে উপনীত।
সাবিত্রী সদেবীগণে পরম আনন্দ মনে
স্ত্রীআচার করে যে বিহিত॥
আরোপিয়া হেমঘট আচ্ছাদিয়া শুক্ল পট
সপল্লব দধিতে ভূষণ।
সমুখেতে বরাসনে বসাইয়া পঞ্চাননে
কন্যাদাতা মরালবাহন॥
সাবিত্রীর সুখ শেষ গঙ্গার করিয়া বেশ
আনিলা বেষ্টিত রামাগণে।
দেবসভা মধ্য ভাগে গঙ্গা শঙ্করের আগে
বসাইলা কনকআসনে॥

বিধি বস্ত্র আভরণে পূজা করি পঞ্চাননে
গঙ্গাকে করিলা সমর্পণ।
মহানন্দ কোলাহল জয় জয় সুমঙ্গল
গঙ্গা হর করিলা গ্রহণ॥
বর কন্যা ঘরে যান বিধাতা আনন্দ পান
স্ত্রী আচার করে দেবনারী।
গঙ্গা সঙ্গে কুতূহলে ব্রহ্মপুরে সুমঙ্গলে
বাসর বঞ্চিলা ত্রিপুরারি।
দ্বিজ রায় করে নতি কৃপা কর পশুপতি
শঙ্কর সদয় হও মোরে।
দেহ জ্ঞান হর পাশ কর মোহতমোনাশ
আর না সঁপিও ভব ঘোরে॥

গঙ্গা সহ শিবের গমন।

(পয়ার)

প্রভাতে মহেশ উঠি গঙ্গাকে লইয়া।
চলিলেন কামাখ্যাতে সশক্তি হইয়া॥
শুনি, বিধি আসি ত্বরা শিবের সাক্ষাত।
সবিনয়ে মহেশে করেন প্রণিপাত॥
শুন দেব পশুপতি ত্রিপুরসূদন।
নিজ কন্যা সম গঙ্গা করেছি পালন॥
অতএব স্নেহ খেদ হয় মোর মন।
গঙ্গা সঙ্গে এই স্থানে রহ পঞ্চানন॥

সতীর বিরহদুঃখ হইল বারণ।
আর কি ভাবনা তব তপ কি কারণ॥
অংশে গঙ্গা পাইলা পূর্ণ পাবে ইতঃপর।
অনুগ্রহ করি হেথা রহ মহেশ্বর॥
মহেশ কহেন থাকি কি ফল এথাতে।
বিফল থাকিব কেন যাব তপস্যাতে॥
শিবের না হয় মত রহিতে কারণ।
গঙ্গাকে কহেন তবে মরালবাহন॥
শুন মা তোমারে আমি কৈরাছি পালন।
পরিহরি যাহ মোরে বিদরিছে মন॥
বিনয়ে মহেশ না শুনেন কি করিব।
তোমার বিরহে আমি কেমনে রহিব॥
গঙ্গা কন প্রজাপতি খেদ না করিবে।
না রহিলে বল আমি কি করিব শিবে॥
তব স্নেহে মহাপ্রীতি হৈয়াছে আমার।
দেখ আমি কমণ্ডুলে নিকটে তোমার॥
যেমন মহেশ সঙ্গে করিলাম গতি।
সেই রূপ তব কমণ্ডুলেতে বসতি॥
গঙ্গার কথাতে বিধি কমণ্ডুলে চান।
যেন গঙ্গা যান তেন দেখিবারে পান॥
দেখি বিধি তুষ্ট অতি গঙ্গা মূর্ত্তিমতী।
অংশে কমণ্ডুলে অংশে শিবের সংহতি॥
গঙ্গা নিয়া পশুপতি করিলা গমন।
ইতঃপর শুনহ বিশেষ বিবরণ॥

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা হইলা যেমতে।
দ্রবরূপা হইয়া আইলা পৃথিবীতে॥
যেরূপে ত্রিলোকে বহে গঙ্গাজলধার।
কহে কৃষ্ণকিশোর পুরাণ অনুসার॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলা তরঙ্গিণ্যাং গঙ্গাশিব
বিবাহ বিবরণে সপ্তমতরঙ্গঃ সমাপ্তঃ

অষ্টম তরঙ্গ।

—:o:—

বিষ্ণু দ্রব হন।

(পয়ার)

গঙ্গা বিভা করি নিয়া যান পঞ্চানন।
হেন কালে বিনয়ে কহেন নারায়ণ॥
তপস্যা করিতে হর করিবে গমন।
পথক্রমে চল শিব বৈকুণ্ঠভুবন॥
শুনি হর বিষ্ণুকে দিলেন অনুমতি।
বিধিহর সঙ্গেতে চলিলা লক্ষ্মীপতি॥
সঙ্গতি চলিলা ইন্দ্র আদি দেবগণ।
উপনীত হইলেন বৈকুণ্ঠভুবন॥
দেবসঙ্গে সভা করি বসিলা শ্রীপতি।
সিংহাসনে বসিলেন গঙ্গা গঙ্গাপতি॥
সর্ব্বদেব সভাতে শঙ্করমুখ চান।
শিবসম্বোধনে কহিছেন ভগবান্॥
শুন পশুপতি গেল সতীর বিচ্ছেদ।
গঙ্গাপতি হৈলা আর নাহি কোন খেদ॥
নিবেদন করি গান কর পঞ্চানন।
শুনিয়া আনন্দ পাবে সর্ব্ব দেবগণ॥

বিষ্ণুর কথাতে হর কৌতুকে হাসিলা
বাজায়া পিণাক হর গান আরম্ভিলা॥
ছত্রিশ রাগিণী ছয়রাগ মূর্ত্তিমান।
ষোড়শহাজার রাগ-রাগিণী যোগান॥
ষোড়শ হাজার তাল অনুগত তায়।
সর্ব্বতাল মহেশের পিণাকে যোগায়॥
আনন্দমগনে গান করেন শঙ্কর।
প্রথমেতে মোহ গেল যতেক অমর॥
দ্বিতীয়েতে প্রজাপতি হইলা মোহন।
তৃতীয়েতে গানে মগ্ন মোহ নারায়ণ॥
চতুর্থেতে গানানন্দে শ্রীমধুসূদন।
দ্রবরূপ হইয়া গলিলা নারায়ণ॥
দ্রবিয়া হইল জল বিষ্ণুর শরীর।
সভাসনে বৈকুণ্ঠভুবনে হৈল নীর॥
জলপ্লাব হওয়াতে চেতন পদ্মাসন।
জলময় দেখি বিধি ভাবেন কারণ॥
ধ্যানে জানিলেন ব্রহ্মা নারায়ণ জল।
গানে মোহ অচেতন দেবতা সকল॥
নারায়ণ জল হৈলা জানি পদ্মাসন।
চারি হাতে কমণ্ডুলে করেন পূরণ॥
ব্রহ্মকমণ্ডুলে গঙ্গা মূর্ত্তিমতী ছিলা।
নারায়ণ জল পায়া জলরূপা হৈলা॥
তুলিলা সকল জল কমণ্ডুলে ভরি।
কমণ্ডুলে জল হৈল গঙ্গা সঙ্গে হরি॥

বিষ্ণু না দেখিয়া ব্যস্ত হৈলা লক্ষ্মী বাণী।
কি হইল কোথাতে গেলেন চক্রপাণি ॥
তাঁহা দোঁহে আশ্বাসিলা কমল আসন।
কিছুদিন পরে আসিবেন নারায়ণ ॥
গান সমাপন কৈলা দেব পঞ্চানন।
পাইলা চেতন যত মোহ দেবগণ ॥
তাল রাগ রাগিণী হৈলা অন্তর্ধান।
নিজস্থানে দেবগণ করিলা পয়াণ ॥
গঙ্গা নারায়ণ করি ব্রহ্ম কমণ্ডুলে।
নিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গেলা কুতুহলে ॥
গুপ্তাশক্তি গঙ্গাকে জানিয়া পঞ্চানন।
মস্তকে রাখিলা করি জটাতে বেষ্টন ॥
গঙ্গাধর হৈয়া হর করিলা গমন।
করিতে বাসনা পুন যোগাবলম্বন ॥
কিশোর দ্বিজের মন ভজরে শঙ্কর।
দূর যাবে ক্লেশবাস জননী জঠর ॥

মহাদেব হিমালয় যান।

(পয়ার)

গঙ্গা নিয়া ভগস্থাতে গেলা গঙ্গাধর।
হেমন্তশিখরপ্রস্থ ওষধিনগর ॥
ভৈরবগণেক আজ্ঞা দিলা পঞ্চানন।
নির্জ্জনে করিতে যোগ ইচ্ছা হয় মন ॥

বহির্ভাগে ভৈরব বেতালগণ যায়।
হিমপ্রস্থে মহাদেব সমাধি ধেয়ায়॥
দূতে জানাইল গিরিরাজার গোচর।
মহারাজ তব প্রস্থে আইলা মহেশ্বর॥
শিবআগমন শুনি পর্ব্বতরাজন।
চলিলেন মহেশ করিতে দরশন॥
নিকটে যাইয়া শিবে প্রণাম করিয়া।
বিনয়ে কহেন রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া॥
নমো দেব পঞ্চানন ত্রিপুরসূদন।
কৃতার্থ করিলা মোরে করি আগমন॥
মমপ্রস্থে রহিবেন ত্রিলোকজনক।
দেবের দেবতা প্রভু নির্ব্বাণদায়ক॥
ধন্য মম জীবন নয়ন ধন প্রাণ।
আগমনে পরমপবিত্র হৈল স্থান॥
মহেশ কহেন শুন পর্ব্বতরাজন।
নির্জ্জনে উত্তম হয় ভজন সাধন॥
জনতা হইলে মন হয় সচঞ্চল।
চঞ্চল চিত্তেতে হয় তপস্যা বিফল॥
এহি হেতু নির্জ্জনে থাকয়ে যোগীগণ।
নিঃসঙ্গ পরম সুখ যোগাবলম্বন॥
অতএব প্রস্থতব নির্জ্জন কারণ।
আসিয়াছি তপস্যা করিব করি মন॥
তুমি মহারাজ এ তোমার অধিকার।
না হয় জনতা যেন নিকটে আমার॥

যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা প্রণাম করিলা ।
পুরে আসি প্রজাগণ সকল ডাকিলা ॥
হিমালয় কহেন শুনহে প্রজাগণ ।
হিমপ্রস্থে ওষধিনগরে পঞ্চানন ॥
তপস্যা করেন হর জনতাবিহীনে ।
নিকটে না যাবে কেহ মম আজ্ঞা বিনে ॥
যদি কেহ যাবে বিনা মম অভিপ্রায় ।
দণ্ড কিবা বধ যোগ্য হইবে আমায় ॥
আজ্ঞা মানি তথা কেহ ভয়ে নহে যায় ।
যোগাবলম্বিত শিব রহিলা তথায় ॥
ব্রহ্মকমণ্ডুলে গঙ্গা সহ নারায়ণ ।
দ্রবরূপ বারি সেতো পরম কারণ ॥
প্রকৃতিপুরুষাত্মক করি ব্রহ্মময় ।
কহি শুন বিষ্ণুদেহে যেমতে মিলয় ॥
কিশোর দ্বিজের মন ভজরে শঙ্কর ।
আর না যাইতে হবে জননীজঠর ॥

গঙ্গা বিষ্ণুদেহে যান ।

(পয়ার)

বিরোচনসুত বলি অসুরে প্রধান ।
মহামতি বৈষ্ণব পরম ভক্তিমান ॥
এককালে একশত অশ্বমেধ করে ।
শতক্রতু হয় ইন্দ্র হইবার তরে ॥

দেবমাতা অদিতি কশ্যপ মুনি জায়া।
বিষ্ণুআরাধন করে মনে ভয় পায়া॥
অসুর দমন ইন্দ্র রক্ষার কারণ।
পুত্র হইতে বিষ্ণুকে করয়ে আরাধন॥
তপে তুষ্ট অদিতির গর্ভে নারায়ণ।
জন্মিলা ছলিতে বলি হইয়া বামন॥
বলির সভাতে হরি করিলা পয়াণ।
ছল করি লইলা ত্রিপাদভূমিদান॥
স্বর্গ মর্ত্ত দুই পাদ করি আচ্ছাদন।
একপদ বলির মস্তকে আরোপণ॥
দক্ষিণার ছলে দিলা বলিকে পাতাল।
ছলে নিবারণ হইল দেবের জঞ্জাল॥
বিষ্ণুপদে যখন ঢাকিল স্বর্গপুর।
দেবগণে পূজে পদ আনন্দ প্রচুর॥
কমণ্ডুলজলে বিধি করেন পূজন।
বিষ্ণুপদে সর্ব্ববারি হইল শোষণ॥
গঙ্গা নারায়ণাত্মক বারি সে আছিল।
বিষ্ণুর চরণে জল সকল পশিল॥
শূন্য কমণ্ডুল হৈল দেখে পদ্মাসন।
বিষ্ণুপদে হইলেক গঙ্গার মিলন॥
বলিকে ছলিয়া হরি বৈকুণ্ঠে আইলা।
বিষ্ণুর শরীরে গঙ্গা গোপনে রহিলা॥
ইতঃপর বিষ্ণুপদোদ্ভবা সুরেশ্বরী।
ভুবনে আইলা দ্রবরূপে অবতরি॥

বিশেষ আছয়ে অন্য পুস্তকে লিখন।
প্রস্তাব পূর্ণের হেতু সংক্ষেপে রচন॥
বিস্তারিত রচিলে পুস্তক বৃদ্ধি হয়।
গুরুর কৃপাতে দ্বিজরায় বিরচয়॥

গঙ্গাবতার হেতু।

(পয়ার)

সূর্য্যবংশে অযোধ্যাতে সগররাজার।
একাধিক পুত্র ছিল ষাইট হাজার॥
মহাবল পুত্রগণ রাজা মহামতি।
অশ্বমেধ যাগে ব্রতী হইলা নৃপতি॥
রাখিতে যজ্ঞের ঘোড়া পুত্রগণে দিলা।
বৎসর শেষেতে ঘোড়া বাসব হরিলা॥
মহাবল সগরসন্তানগণ ভয়।
বাঁধিয়া রাখিলা ঘোড়া কপিলআলয়॥
ঘোড়া না দেখিয়া সগরের পুত্রগণ।
স্বর্গ মর্ত্ত চাহিয়া না পাইল অন্বেষণ॥
সাগর খনন করি পাতালে পশিল।
যাইয়া কপিলাশ্রমে ঘোটক পাইল॥
মহাযোগী কপিল যোগেতে নিষ্ঠ মন।
ঘোড়াচোরা বলি তাকে করে নির্যাতন॥
ধ্যানভঙ্গ হৈয়া মুনি দেখিয়া কোপিল।
কোপানলে পুড়ি সবে ভস্মরাশি হৈল॥

ব্রাহ্মণের কোপে ভস্ম সগরকুমার।
এককালে একস্থানে ষাইট হাজার॥
ধ্যানে জানি কহিলা বশিষ্ঠ মুনিবর।
ঘোড়া আনি যজ্ঞ সাঙ্গ করিলা সগর॥
অসমঞ্জা নামে সগরের আর সুত।
জ্ঞানবলবান্ ভাল রূপগুণযুত॥
এ ষাটীসহস্র জন উদ্ধারের তরে।
উপায় পুছয়ে সে বশিষ্ঠ মুনিবরে॥
মুনিবর কহেন কি বলিব ইহার।
ব্রহ্মশাপে ভস্ম তার কি আর উদ্ধার॥
পতিতপাবনী গঙ্গা আনিতে পারিলে।
মুক্ত হয় গঙ্গাজল বিন্দু পরশিলে।
মুনিউপদেশে অসমঞ্জা ভাবে মনে।
আরাধিয়া গঙ্গা আমি আনিব ভুবনে॥
অসমঞ্জাসুত হৈল নামে অংশুমান।
গঙ্গা আরাধনে অসমঞ্জার পয়াণ॥
তপস্যা করিতে কৈল শরীরপতন।
উদ্দেশ না হৈল গঙ্গা কোথা বা কেমন॥
অসমঞ্জাসুত অংশুমান তত্ত্ব পায়।
দিলীপতনয় রাখি তপস্যাতে যায়॥
কত কাল অংশুমান করি আরাধন।
না হৈল উদ্দেশ গঙ্গা হইল পতন॥
অংশুমানমরণে দিলীপ নরপতি।
দুইরাণী ঘরে নহে সন্তান উৎপত্তি॥

রাজ্য ছাড়ি তপস্যাতে গেলেন রাজন।
গঙ্গা না পাইলা হৈল শরীর পতন॥
ক্রমে ক্রমে তিন পুরুষের আরাধন।
ত্যজিল শরীর তিনে গঙ্গার কারণ॥
ইতঃপর দিলীপের দুইরাণী হনে।
জন্মিল সন্তান মুনিআজ্ঞার কারণে॥
ভগ যোগে ভগীরথ অস্থিহীন কায়।
নড়িতে নাহিক শক্তি কি হইতে পায়॥
মুনিমুখে শুনে পূর্ব্বপুরুষপতন।
ব্রহ্মশাপে ভস্মরাশি সগরনন্দন॥
উদ্ধার কারণ করি গঙ্গা আরাধন।
ক্রমে ক্রমে হৈল তিন পুরুষ পতন॥
শুনি ভাবে ভগীরথ কি করি উপায়।
উঠিতে নাহিক শক্তি অস্থিহীন কায়॥
আর দিন অষ্টাবক্র মুনিবর আইলা।
প্রণাম মুনিকে রাজা কেবল কহিলা॥
শুনি কোপে বলে মুনি এত অহঙ্কার।
বক্র দেখি আমাকে করিস্ তিরস্কার॥
হাত না তুলিলি শিরে না হইলি নত।
কথাতে প্রণাম হয় এটা কোন মত॥
রাজা বলে মুনি অস্থি নাহি মোর কায়।
নড়িতে নাহিক শক্তি কি করি উপায়॥
কোপে মুনি বলে যদি অস্থি নাহি রয়।
হোক্ অস্থি থাকে অস্থি হও ভস্মময়॥

মুনি শাপে অস্থি হৈল হৈলা বলবান্।
প্রণমিলা মুনিপদে উচিত বিধান॥
দেখি অষ্টাবক্র মুনি সন্তোষ হইলা।
মনোভীষ্ট সিদ্ধিরস্তু আশীর্ব্বাদ দিলা॥
মুনিশাপে ভগীরথ হৈল বলবান্।
গঙ্গা-আরাধন তরে করেন সন্ধান॥
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

ভগীরথের তপস্যা।

(ত্রিপদী)

ভগীরথ নরপতি ভাবিয়া ব্যাকুল মতি
পিতৃকুল উদ্ধার কারণ।
স্থির না পাইয়া মনে জিজ্ঞাসিলা তপোধনে
বশিষ্ঠ মুনিকে বিবরণ॥
কোথা বা গঙ্গার ধাম কিসে পূরে মনস্কাম
কহ গঙ্গা পাইব কেমনে।
শুনি মুনি কহে রায় গঙ্গা নারায়ণকায়
গুপ্ত ভাবে আছেন আপনে॥
কর বিষ্ণু আরাধন কহিবেন নারায়ণ
গঙ্গালাভ হইবে যেমতে।
বশিষ্ঠে উদ্দেশ পায় রাজা তপস্যাতে যায়
নারায়ণ ধ্যান মনোগতে॥

সুমেরু পর্ব্বতাশ্রয় করি হরি আরাধয়
জপে অষ্টাক্ষর নিরন্তর ॥
বিষ্ণুধ্যান মন্ত্র জপ দশ বর্ষ করে তপ
নানাবিধ করিয়া কঠোর ॥
তপে তুষ্ট হৈয়া হরি গরুড়ারোহণ করি
ভগীরথে দিতে আইলা বর।
বর লহ বলে হরি রাজা করপুট করি
কহে গঙ্গা দেহ দামোদর ॥
শুনি নারায়ণ কন গঙ্গা মোর বশ নন
তিনি ব্রহ্মময়ী স্বতন্তরা।
আমার বচন ধর গঙ্গা আরাধন কর
অবশ্য পাইবা দুঃখহরা ॥
ভগীরথে দিয়া বর অন্তর্ধান দামোদর
রাজা করে গঙ্গা আরাধন।
করয়ে কঠোর তপ সদা গঙ্গানাম জপ
দিবানিশি যজন মনন ॥
দ্বাদশ বৎসর পর ভগীরথে দিতে বর
আইলা গঙ্গা হৈয়া মূর্ত্তিমতী।
ইন্দু কুন্দ নিন্দিকায় মকর বাঁহনে ভায়
ভুবনমোহিনী রূপবতী ॥
দেখি গঙ্গা নরপতি লোটাইয়া বসুমতী
দণ্ডবতে করয়ে প্রণাম।
স্তবন বিনয় করে গঙ্গা কন নরবরে
বর লহ যেহি মনস্কাম ॥

পাণিপুটে রাজা কয় পিতৃলোক ভস্মময়
ব্রহ্মশাপে নাহিক নিস্তার।
যদি মা করুণাকর দেহ মোকে এহি বর
পিতৃলোক করহ উদ্ধার॥
শুনি গঙ্গা কন রায় আমার বাসনা তায়
দ্রব রূপে যাইব ধরায়।
কিন্তু শুন সার কই আমি স্বতন্তরা নই
না পারিব বিনা শিবাজ্ঞায়॥
শিব মোর প্রাণপতি বিনে অভিপ্রায় গতি
নারীর উচিত এটা নয়।
আরাধনা কর হর আজ্ঞা দিলে মহেশ্বর
যাব আমি জানিহ নিশ্চয়॥
যদি আজ্ঞা হয় হরে যাইয়া সুমেরুপরে
শঙ্খনাদ করিহ গভীর।
শুনি হরিতনু হৈতে দ্রবরূপে পৃথিবীতে
যাব হৈয়া আপনি বাহির॥
কহি অন্তর্ধান তথা শুনিয়া গঙ্গার কথা
ভগীরথ আরাধে শঙ্কর।
সেবে রাজা মহেশ্বর মন্ত্র জপে ষড়ক্ষর
পূজন যজন নিরন্তর॥
মহাকষ্টে অনশনে আরাধয়ে ত্রিলোচনে
অবিরত দ্বাদশ বৎসর।
তপেতুষ্ট গঙ্গাধর আরোহি বৃষভপর
ভগীরথে দিতে আইলা বর॥

দেখি দেব পশুপতি ভূতলে পড়িয়া নতি
স্তুতি করে রাজা সবিনয়।
বরলহ নরবর কহিছেন মহেশ্বর
যে ইচ্ছা তোমার মনে লয়॥
রাজা কহে পঞ্চানন ব্রহ্মশাপে পিতৃগণ
ভস্মরাশি হৈয়াছে আমার।
উপায় তাহার নাই এই হেতু বর চাই
গঙ্গা পাইলে পাইবে নিস্তার॥
আজ্ঞা দেহ ভগবান তবে গঙ্গা ক্ষিতি যান
বিষ্ণুদেহে হইয়া বাহির।
ব্রহ্মশাপে ভস্মময় পিতৃগণ মুক্ত হয়
পরশ হইলে গঙ্গানীর॥
শুনি কন পশুপতি যান গঙ্গা বসুমতী
উদ্ধার হইবে বহু জীব।
আমার বিমত নয় প্রাণী বহু ত্রাণ হয়
কহি অন্তর্ধান হৈলা শিব॥
ভগীরথ তুষ্ট মন গেলা নিজ নিকেতন
পরিহরি তপস্থার বেশ।
কৃষ্ণকান্তানুজে কয় কৃপাকর দয়াময়
নিজ গুণে কাতরে মহেশ॥

ভগীরথ গঙ্গা আনিতে যান।

(পয়ার)

সুমন্ত্র সারথি ডাকি কহেন রাজন।
ত্বরা করি আন রথ করিয়া সাজন॥
আজ্ঞায়ে সুমন্ত্র আনে সাজাইয়া রথ।
দেখিয়া হইলা তুষ্ট রাজা ভগীরথ॥
ষোল চক্র রথ চারি ক্রোশ পরিসর।
কাঞ্চন রচিত অতি পরম সুন্দর॥
নানামণি থরে থরে রতনে জড়িত।
শ্বেত রক্ত নীল পীত নিন্দিত তড়িত॥
হেম হীরা নির্ম্মিত রথেতে দিব্য ঘর।
প্রবালের স্তম্ভ মাঝে মাঝে মনোহর॥
মরকতমণি কত হীরক শোভন।
মুক্তাজাল দিয়া চারি দ্বারের সাজন॥
রথঘর মধ্য ভাগে রত্ন সিংহাসন।
আসন সমীপে তূণ বাণ শরাসন॥
সারি সারি সাজে ঘণ্টা সুন্দর ঘাগর।
বহু অস্ত্র শস্ত্র তোলে রথের উপর॥
দিব্য চারি ঘোড়া রথে করিল যোজন।
অশেষ রতনে করে ঘোড়ার সাজন॥
রথঘর সম্মুখেতে সারথির স্থান।
দেখি রথ ভগীরথ করেন বাখান॥

ছাট হাতে সুমন্ত্র সারথি রথোপরে।
আনন্দিত ভগীরথ রাজসাজ পরে॥
কিরীট মুকুট মাথে করে ঝলমল।
গণ্ডে দোলে গজমতি কনককুণ্ডল॥
রত্নময় বাহুতে কবচ পরিপাটী
বীরধটী নরপতি পরে কটি আটী॥
দিব্য শঙ্খ করে করি যেন পুরন্দর।
গঙ্গা গঙ্গা বলি রথে উঠে নৃপবর॥
গমনউদ্যমকালে আসি বসুমতী।
মূর্ত্তিমতী ভগীরথে করেন মিনতি॥
ধন্য ধন্য মহারাজ সুধন্য চরিত্র।
তুমি স্বামী হৈতে আমি হইব পবিত্র॥
তিনলোকে তবকীর্ত্তি হইবে প্রচার।
কত প্রাণী ত্রাণ হবে সংখ্যা কি তাহার॥
নিবেদন করি এহি বাসনা আমার।
মোর পৃষ্ঠে গঙ্গাজল বহে চারিধার॥
পৃথিবীর বিনয়ে কহেন নরবর।
তিনি ব্রহ্মময়ী গঙ্গা স্বয়ং স্বতন্তর॥
অতএব হবে যবে সুমেরুতে গতি।
সেহি স্থানে যাইয়া প্রার্থিবে বসুমতী॥
আমিহ তোমার হিতে কহিব বিস্তার।
হৈতে পারে তব ইচ্ছা কৃপায়ে গঙ্গার॥
পৃথিবীকে কহিয়া চলিল নৃপবর।
সারথি চালায় রথ বেগ খরতর॥

নানাদেশ ছাড়ি যায় বন উপবন।
সুমেরুশিখরে রথ করে আরোহণ॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

গঙ্গা অবতরণ।

(পয়ার)

সুমেরুর শৃঙ্গে রাজা দিলীপকুমার।
জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমীতে হস্তা কুজবার॥
পূরয়ে শঙ্খের ধ্বনি সঘনে রাজন।
বিষ্ণু দেহে থাকি গঙ্গা করেন শ্রবণ॥
শঙ্খরব আকর্ষণে দ্রবরূপা নীর।
বিষ্ণুপদে হৈতে গঙ্গা হইলা বাহির॥
দক্ষিণ চরণাঙ্গুষ্ঠঅগ্রভাগ পথে।
নির্গত হইলা দয়া করি ভগীরথে॥
বৈকুণ্ঠ হইতে চলে গঙ্গা জলধার।
কল কল কল্লোল করিয়া হুহুঙ্কার॥
ব্রহ্মলোক হৈয়া গঙ্গা করিলা গমন।
ব্রহ্মলোকবাসী করে স্নানাবগাহন॥
প্রজাপতি তুষ্ট অতি পূজিলা গঙ্গায়।
মহাবেগে জলধারা সুমেরুতে যায়॥
পথে ইন্দ্র চন্দ্র আদি যত দেবগণ।
ভক্তি করি গঙ্গাস্নান করে সর্ব্বজন॥

আগে আগে ভগীরথ শঙ্খনাদ করে।
রব শুনি সুরধুনী যান খরতরে॥
ইন্দ্র কন ভগীরথ এ আর কেমন।
স্বর্গ হৈতে যান গঙ্গা পরম কারণ॥
স্বর্গ শূন্য করি গঙ্গা নিতেছ ধরায়।
একি অনুচিত রাজা করিতে জুয়ায়॥
শুনি রাজা গঙ্গাকে করেন নিবেদন।
এক ধারা স্বর্গপুরে রহ মা পাবণ॥
শুনি ধারা রহে স্বর্গে উত্তরবাহিনী।
সে ধারা গঙ্গার নাম হৈল মন্দাকিনী॥
রাজা সঙ্গে গঙ্গা রঙ্গে করিলা গমন।
সুমেরুশিখরে গঙ্গা হইলা পতন॥
সেইখানে পৃথিবী আসিয়া প্রণমিলা।
মিনতি করিয়া সুরধুনীকে কহিলা॥
শুন মা আমার পৃষ্ঠে করিছ গমন।
কৃপা করি কর মোর অভীষ্ট পূরণ॥
চরি ধারা হৈয়া পৃষ্ঠে বিরাজ আমার।
বহুতর প্রাণী হবে পরশে উদ্ধার॥
শুনি গঙ্গা কন আমি রাজা অনুগত।
না পারিব বিনা ভগীরথ অভিমত॥
শুনি রাজা বলে তাহে ক্ষতি কি আমার।
বিরাজ করহ ধরা পরে চারি ধার॥
গঙ্গা কহিছেন আমি কন্যা তব রায়।
ভাগীরথী নাম মোর ঘোষিবে ধরায়॥

গমন বিশ্রাম মোর তব অভিপ্রায়।
এতবলি চারিধারা হইলা তথায়॥
পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব ধারা মনোরম।
মহাবেগে হইলেন সাগর সঙ্গম॥
পৃথিবীর মনোভীষ্ট করিয়া পুরণ।
দক্ষ ধারা রাজা সঙ্গে করিলা গমন॥
হিমালয়ে মাতা পিতা করি নমস্কার।
কৈলাশ সমীপে যায় গঙ্গা জলধার॥
দ্বিজ রায় কহে দয়া কর পঞ্চানন।
মানস তামস পাশ করহ মোচন॥

মহাদেব গঙ্গা ধারণ করেন।

(চামর ছন্দ)

ভৈরব সঙ্গে রঙ্গে হর বিহারেন কাননে।
আনন্দকন্দমত্ত চিত্ত নৃত্যরসে মগনে॥
কখনো ফুলমাল ভাল গাঁথি করে লইছে।
অশেষ ফুল শ্বেত রক্ত নীল পীত তুলিছে॥
এমন কালে হুহুঙ্কার ঘোরতর গর্জ্জিয়া।
আসিছে জল কল কল মহা নদী হইয়া॥
দেখেন হর একি আর নদী আইসে কিহেতু।
জানিলা গঙ্গা সুরধুনী ভক্তিদা মুক্তিকেতু॥
আনন্দে হর সম্মুখেতে জটা দিলা পাতিয়া।
তুলিয়া গঙ্গা সজলে মস্তকে থুইলা বাঁধিয়া॥

না শুনি সুরধুনী ধ্বনি ভগীরথ ভূপতি।
রাখিয়া রথ পাছে চায় বিস্ময় হৈয়া মতি॥
না দেখি গঙ্গা জলশূন্য হ্রদ দেখি রাজন।
কি হৈল কোথা গেলা গঙ্গা চিন্তা করে কারণ॥
দেখিয়া হর নৃত্যপর করে রাজা প্রণতি।
শুনিতে পায় কল কল রব শিরসি প্রতি॥
বিনয়ে কহে ভগীরথ দয়া কর শঙ্কর।
তোমার দত্ত গঙ্গা তুমি নিলা কি হবে মোর॥
হৈয়াছে ব্রহ্মশাপে ভস্ম পূর্ব্বকুল আমার।
করুণা করি গঙ্গা দিয়া কর প্রভু উদ্ধার॥
শুনিয়া হাসি মিষ্ট ভাষে কহিছেন মহেশ।
করিলা রাজা ভগীরথ ভুবনে কীর্ত্তিশেষ॥
থাকহ কিছুকাল হেথা দিব গঙ্গা তোমাতে।
দশমী শুক্লা জ্যৈষ্ঠ মাসে কুজবারে হস্তাতে॥
শুনিয়া রাজা রহে সেথা চাহি সেহি সময়।
হইল গত বৎসরেক কহে শিবে বিনয়॥
হইল কাল দেহ গঙ্গা দয়া করি কাতরে।
প্রসন্ন হও মহাদেব পিতৃকুল উদ্ধারে॥
কহেন হর শঙ্খরব কর রাজা সঘনে।
যাবেন গঙ্গা শঙ্খনাদ শুনিয়া তোমাসনে॥
পূরিছে রাজা শঙ্খনাদ শুনি গঙ্গা অস্থির।
করেন সন্ধি বেগবতী নারে হৈতে বাহির॥
না পায় গতিপথ পতিপদে করে মিনতি।
কহেন প্রভু ছাড়িদেহ যাই অবনী প্রতি॥

হাসিয়া হর পথ দিলা জটাভেদ করিয়া।
বাহির হৈল গঙ্গানীর ঘোর ঘন গর্জ্জিয়া॥
কহিছে কৃষ্ণকিশোর করুণা কর শঙ্কর।
আপন গুণে দীন জনে পাশ জাল সংহর॥

গঙ্গা পৃথিবীতে যান।

(পয়ার)

কৈলাস হইতে গঙ্গা চলিলা দক্ষিণ।
বেগ হৈতে চতুর্গুণ নিস্বন প্রবীণ॥
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
পাছে পাছে যান গঙ্গা রথপথ হৈয়া॥
ভাঙ্গে কত নগর পাহাড় ঘোর বন।
বিল ঝিল ভূমি কত কন্দর কানন॥
বন উপবন ঝাড় তরু লতাচয়।
বেগে কূল ভাঙ্গি পড়ি সমূলে ভাসয়॥
কল কল হল হল কল্লোলিছে নীর।
সমুখে দলিয়া চলে ভাঙ্গে দুই তীর॥
সঘনে শোষয়ে জল চলে পাকে পাকে।
উথলে ঘুরয়ে জল হুঁহুঁ হুঁহুঁ ডাকে॥
শব্দ শুনি ভুবনে লাগিছে চমৎকার।
নানা দেশ ভাঙ্গি যায় করি চুরমার॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেব রক্ষ নাগ নর।
পূজয়ে পর্ব্বতবাসী যক্ষ বিদ্যাধর॥

নানা পুষ্প শ্বেত রক্ত নীল পীত কত।
সুগন্ধ চন্দন সনে দেয় শত শত ॥
স্নানাবগাহন ভক্তি করে দেবার্চ্চন।
গঙ্গাজলতর্পণে তোষয়ে পিতৃগণ ॥
গঙ্গাজলে কীট পশু পাখী যত মরে।
বিষ্ণুদেহ ধরি যায় বৈকুণ্ঠনগরে ॥
কোটি কোটি রথে কত কোটি কোটি জন।
মুক্ত হৈয়া চলিছে দ্বিতীয় নারায়ণ ॥
যোগী ঋষি মুনিগণ বেদ উচ্চারিয়া।
স্তুতি করে ভাগীরথী ভক্তিনম্র হৈয়া ॥
দুইপাশে প্রণাম করিছে কত শত।
জয় জয় ধ্বনি করে রামাগণ যত ॥
মহাবেগে চলে জল উথলিছে ফেন।
নানাবর্ণে ভাসিছে কমলমালা যেন ॥
নানাপুষ্প পুষ্পমালা ভাসে গঙ্গাজলে।
তৃণ লতা কাষ্ঠ কত ঘুরি ঘুরি চলে ॥
ক্ষণে ভাসে ক্ষণে ডুবে জলের কল্লোলে।
উপরে উড়িয়া ফিরে পতঙ্গসকলে ॥
গজ গণ্ডা মহিষ শার্দ্দূল কত শত।
হরিণ শূকর ঘোড়া মৃগ পশু যত ॥
পড়িলে জলের বেগে না পারে উঠিতে।
কত শত ভাসি যায় ডুবিতে ডুবিতে ॥
মরিলে হইয়া মুক্ত স্বর্গপুরে যায়।
অস্থি যার পড়ে জলে সেই মুক্তি পায় ॥

দেখি ভগীরথ হয় আনন্দ অপার।
উতরিলা গঙ্গা সন্নিকটে হরিদ্বার॥
সপ্ত ঋষি সপ্ত স্থানে বসিয়া নির্জ্জনে।
গঙ্গা আগমন রব শুনিল শ্রবণে॥
ধ্যানে জানি মুনিগণ গঙ্গা আগমন।
ভগীরথশঙ্খরবে হৈয়া আকর্ষণ॥
জানি সপ্তজনে শঙ্খ পূরে যার যার।
শুনি ভাগীরথী তথা হৈলা সপ্তধার॥
সপ্ত আশ্রমেতে হৈতে চলে গঙ্গানীর।
একধারা হৈয়া রাজা সমীপে বাহির॥
রথপথ অনুসারে শঙ্খরব শুনি।
বৎস পাছে গাভী যেন যান সুরধুনী॥
সমুখে প্রবীণ গিরি দেখিয়া রাজন।
বলে গঙ্গা এহিস্থানে হইবে কেমন॥
মহা উচ্চ গিরিবর নাহি গতিপথ।
কিশোর রচিল দেখি ব্যস্ত ভগীরথ॥

গজেন্দ্রমোক্ষণগোমুখী।

(লঘু ত্রিপদী)

দেখিয়া শিখর কহে নৃপবর
কি হবে উপায় বল।
হেন উচ্চতর পর্ব্বত উপর
কিরূপে চলিবে জল॥

গঙ্গা কন তায় কি ভয় তোমায়
তুমি গিরি হও পার
কর শঙ্খনাদ না ভাব বিষাদ
গিরি ভেদি যাবে ধার॥
কিন্তু এক কথা শুনহ সর্ব্বথা
যে বেগে ভেদিব গিরি।
কি সাধ্য ধরায় ধরিবে আমায়
পাতালে পশিব চিরি॥
তাহার উপায় করিতে জুয়ায়
বেগ কে ধারণ করে।
শুনি রাজা কয় কে হইতে হয়
কে বা তব বেগ ধরে॥
ভাগীরথী কন বিনে পঞ্চানন
অন্য কার শক্তি নয়।
কহ মহেশ্বরে দয়ার সাগরে
যদি কৃপা তাঁর হয়॥
শুনি নৃপবর কৈলাস শিখর
মহেশ আনিতে যায়।
পথে মত্ত করী উচ্চ শুণ্ড করি
সমুখে পুছে রাজায়॥
অহে মহীপতি কেন কোথা গতি
কহতো কারণ শুনি।
কহেন রাজন মহেশ কারণ
ধরিবারে সুরধুনী॥

গিরি বিদারণ বেগের ধারণ
করে হেন কেবা আর।
শুনি কহে করী আমি বেগ ধরি
কত বড় তুচ্ছ ভার॥
মোরে আলিঙ্গন প্রেম বিহারণ
করে যদি গঙ্গা কয়।
ধরিব তাহার বেগ কত ভার
জল ধারা বিনে নয়॥
শুনি নরবর গঙ্গার গোচর
কহিলা গজের ভাষ।
শুনি গঙ্গা কন আনহ বারণ
অহঙ্কার করি নাশ॥
রাজা গজে কয় হরিষ হৃদয়
আইল মত্ত করীবর।
দ্বিতীয় অচল গজ মহাবল
বিশালদশনধর॥
আসি গঙ্গাতীরে কূল ভাঙ্গি নীরে
পড়িল গভীর পাকে।
ক্ষণেডুবে ভাসে প্রাণ যাবে ত্রাসে
রাখ মা বলিয়া ডাকে॥
অনেক যাতন কণ্ঠাগত প্রাণ
শব্দ মুখে নাহি আর।
ভাবে মনে মনে আমি পশু জনে
কর মা এদুঃখে পার॥

চূর্ণ অহঙ্কার গজ অনিবার
মা তারো বলিয়া ডাকে।
শুনি সুরেশ্বরী দয়া করি করী
তটে তুলি দিলা পাকে॥
দেখি নৃপবর কৈলাস শিখর
যাইয়া প্রণমিয়া হর।
করিয়া স্তবন কহে পঞ্চানন
দুস্তরে নিস্তার কর॥
তোমার আজ্ঞায় পায়াছি গঙ্গায়
মুক্ত হৈতে পিতৃকুল।
গঙ্গার গমন হয় পঞ্চানন
তব অনুকূল মূল॥
পর্ব্বত বিদার করি জলধার
ধরাতে পড়িবে যবে।
পৃথিবী ভেদিবে পাতালে পশিবে
আমার কি হবে তবে॥
যদি দয়াকর বেগধারা ধর
তবে সুরধুনী যান।
আমি রক্ষা পাই গঙ্গা নিয়া যাই
পিতৃলোক পায় ত্রাণ॥
শুনি মহেশ্বর আসিয়া শিখর
নিকটে পাতিলা শির।
রাজশঙ্খধ্বনি শুনি সুরধুনী
বেগে তোলবোল নীর॥

উঠি গজ রায় বেগে দন্তঘায়
বিদারিল গিরিবর।
গর্জ্জিয়া হুঙ্কার পড়ে জলধার
মস্তকে ধরিলা হর॥
গিরি ভেদ করি আসি সুরেশ্বরী
প্রণমিলা ভগবান।
শিব আজ্ঞা নিয়া আনন্দ হইয়া
নৃপতি পশ্চাতে যান॥
গোমুখ পর্ব্বত ভেদি ধরাপথ
গঙ্গাজল চলি যায়।
শঙ্কর চরণ করিয়া বন্দন
রচিল কিশোর রায়॥

গোমুখী হইতে গঙ্গার গমন।

(পয়ার)

গোমুখী হইতে গঙ্গা করিলা পয়াণ।
ভগীরথরথপথ অনুসারে যান॥
দক্ষিণ মুখেতে কত দূর করি গতি।
অগ্নিকোণে পূর্ব্বমুখে যান ভাগীরথী॥
মহাবেগে কল্লোলে উথলে পাঁকে নীর।
সমুখে ভাঙ্গিয়া চলে ভাঙ্গে দুই তীর॥
ভাঙ্গিছে নগর গ্রাম বাগিচা উদ্যান।
ঘর দ্বার পুর কত মনোরম স্থান॥

ইট পাথরের কত দেউল মন্দির।
কল কল ডাকে জল গর্জ্জয়ে গম্ভীর॥
তরু লতা ভাঙ্গি কত পাড়ে ডালে মূলে।
জলপাকে ঘুরি ঘুরি লাগিছে দুকূলে॥
বেগ হৈতে চতুর্গুণ গর্জ্জে ঘোরতর।
নানাবর্ণ ফেন ভাসে জলশোভাকর॥
কোটী কোটী প্রাণী জলে তেজিয়া জীবন।
স্বর্গপুরে যায় করি রথে আরোহণ॥
স্নান দেবার্চ্চন করে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
পিতৃলোকে তুষ্ট হয় পাইয়া তর্পণ॥
জয় গঙ্গা গঙ্গা লোকে বলে উচ্চরায়।
আনন্দে দুকূলে লোকে গঙ্গা গুণ গায়॥
ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া নৃত্য করে কতজন।
ঝাঁকে ঝাঁকে জয়ধ্বনি দিছে রামাগণ॥
ধন্য ধন্য ভগীরথে বলে সর্ব্বজন।
আনিলা ভূতলে গঙ্গা পরম কারণ॥
কোন রাজা কোন কালে না ছিল এমন।
কত শত মহাপাপী করিলা তারণ॥
কোথা ছিলা গঙ্গা কেহ না জানে উদ্দেশ।
হেন গঙ্গা আনিয়া পবিত্র কৈলা দেশ॥
প্রয়াগ মণ্ডলে হৈল গঙ্গা আগমন।
স্বরস্বতী যমুনাতে প্রথম মিলন॥
সেহি স্থানে ত্রিবেণী মাধব অধিষ্ঠান।
স্নান দান তর্পণাদি মুণ্ডন বিধান॥

গঙ্গার মহিমা গুণ বহু গ্রন্থে কয়।
সে সব লিখিলে বহু গ্রন্থ বৃদ্ধি হয়॥
প্রয়াগ হইতে গঙ্গা করিলা পয়াণ।
বিন্ধ্যাচল দক্ষিণ পাশেতে রাখি যান॥
অগ্নিকোণমুখ হৈয়া করিতে গমন।
ইচ্ছা হৈল বারাণসী করি দরশন॥
ক্রমশঃ হইল ধারা উত্তরবাহিনী।
কাশী সন্নিধানে গেলা ত্রিলোকতারিণী॥
দেখি কালভৈরব হৈলা আগুয়ান।
গর্জ্জিয়া গঙ্গাকে কহে করে দণ্ড বাণ॥
কে তুহি ভাঙ্গিস কেন মহেশের স্থান।
মরিতে আইলি কেন হারাইতে প্রাণ॥
না জানিস বারাণসী মহেশের পুর।
মারিব দণ্ডের ঘাতে ছাড়ি যাহ দূর॥
গঙ্গা কন আমি গঙ্গা শিবের বনিতা॥
ইচ্ছা মণিকর্ণিকাতে হইতে মিলিতা॥
ভৈরব বলয়ে তবে থাক এহি স্থানে।
জিজ্ঞাসিলে যাবে শিব আজ্ঞার প্রমাণে॥
এত কহি গঙ্গাকে রাখিয়া সেহি স্থান।
মহেশ নিকটে কৈল ভৈরব পয়াণ॥
জিজ্ঞাসে মহেশে প্রভু গঙ্গা কে তোমার।
বেগবতী নদী চাহে কাশী আসিবার॥
শিব কন দেহ প্রিয়া গঙ্গাকে আসিতে।
অলঙ্কার হেন শোভা হইবে কাশীতে॥

আজ্ঞায়ে ভৈরব প্রণমিয়ে গঙ্গাপায়।
কহে আইসো আজ্ঞা হৈল আসিতে তোমায়॥
কিন্তু মোর এহি দেড় হাত পরিমাণ।
ইতোধিক না ভাঙ্গিবে মহেশের স্থান॥
পরিমাণ ব্যাপি কৈলা কাশীতে গমন।
তেত্রিশ কোটি মহালিঙ্গ গঙ্গাতে পতন॥
অন্তগৃহ হৈয়া বিশ্বনাথে প্রণমিয়া।
মণিকর্ণিকাতে মিলি পূর্ব্ববাহী হৈয়া॥
কাশী পূর্ব্ব পাশে গঙ্গা অর্দ্ধ চন্দ্রাকার।
বিরাজেন মাঝে চিহ্ন রাখি কাশিকার॥
কাশী হৈতে পূর্ব্ব মুখে গঙ্গার গমন।
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী কিশোর রচন॥

গঙ্গার কাশী হৈতে গমন।

(ত্রিপদী)

গঙ্গা ভগীরথ সনে শঙ্খরব আকর্ষণে
কাশী হৈতে পূর্ব্ব মুখে যান।
মহাবেগে ধায় জল উত্তরিয়া নানাস্থল
বেগভরে করেন পয়াণ॥
কামাখ্যা যাইতে মতি গঙ্গা বেগবতী অতি
হইলেন উত্তর বাহিনী।
জাহ্নু মুনি বসি ঘরে মানসেতে ধ্যান করে
জলেতে ব্যাপিত দেখে মুনি॥

মুনি ভাবে একি আর আইল জল কি দুর্ব্বার
কোপে মুনি গণ্ডুষে খাইল।
মুনি গঙ্গা কৈল পান শূন্য হৈল হ্রদ স্থান
যত জল সব শুকাইল॥
রাজা দেখি ব্যস্ত হন গঙ্গা ভগীরথে কন
কি ভয় করহ শঙ্খনাদ।
ব্রাহ্মণমর্য্যাদাতরে রক্ষা করি মুনিবরে
এটা নহে মানিহ প্রমাদ॥
আমাকে উদরে ধরে কিবা শক্তি মুনিবরে
তিন লোক উদরে আমার।
তব তপে তুষ্ট অতি আমার আসিতে মতি
রাখে হেন শক্তি আছে কার॥
শুনি তুষ্ট নৃপমণি পূরিছে শঙ্খের ধ্বনি
ঘন ঘন গর্জ্জয়ে গভীর।
মহাবেগে সুরধুনী আকুল করিয়া মুনি
জানু হৈতে হইলা বাহির॥
ধ্যানে জানিলেন মুনি ইনি গঙ্গা সুরধুনী
পতিতপাবনী ব্রহ্মময়ী।
মুনি অপরাধ মানি স্তুতি করে পুটপাণি
ভক্তি নম্র হইয়া বিনয়ী॥
স্তবে তুষ্ট গঙ্গা কন মুনি হও স্থির মন
অপরাধ নাহিক তোমার।
আজি হৈতে কন্যা তব প্রকাশিবে ভরি ভব
নাম হৈল জাহ্নবী আমার॥

সান্ত্বাইয়া দিলা বর তুষ্ট হৈলা মুনিবর
ভক্তি করি করিলা পূজন।
গঙ্গা ভগীরথে কন কামাখ্যা যাইতে মন
ছিল তার হইল বারণ॥
যে স্থানে হইতে গত বাধা হয় প্রথমতঃ
সে স্থানে যাইতে না জুয়ায়।
আমি তব অনুগতা বেগধারা অবিরতা
যথা যাবে চলহ তথায়॥
রাজা চালাইছে রথ শঙ্খনাদ শুনি পথ
অনুসারে জাহ্নবী গমন।
অগ্নিকোণ মুখে চলে রাজা সারথিকে বলে
কিছুকাল করহ বারণ॥
সারথি রাখিল রথ বিরমিলা ভগীরথ
গঙ্গা না শুনেন শঙ্খধান।
শঙ্খাসুরভগ্নী ঘরে পদ্মা শঙ্খনাদ করে
শুনি গঙ্গা করিলা পয়াণ॥
রাজা দেখে গঙ্গা যান আকুল হইয়া প্রাণ
ডাকি বলে মা যাহ কোথায়।
মম পিতৃকুল যত দক্ষিণ সাগরে হত
পূর্ব্ব দিকে যাওয়া কার্য্য নয়॥
শুনি কন সুরধুনী যাই শঙ্খনাদ শুনি
এ শঙ্খ কাহার তবে আর।
বেগে চলে বেগধার না পারিব ফিরিবার
চল কোথা কার্য্য বা তোমার॥

শীঘ্র পুন চলে রথ শঙ্খ পূরে ভগীরথ
রাজা সঙ্গে চলে মোক্ষধার।
বেগধারা পদ্মাবতী মহাবেগে বেগগতি
চলে অগ্নিকোণে অনিবার॥
আইলা বৈকুণ্ঠ হৈতে মহাবেগে পৃথিবীতে
পথে মিলে নদ নদী কত।
সরযূ গণ্ডকী রেবা কত সংখ্যা করে কেবা
কৌষকী প্রভৃতি নদী যত॥
সর্ব্ব নদ নদী যত গঙ্গা সঙ্গে সমাগত
মহাবেগ তুল্য নাহি যার।
চলে নদী পদ্মাবতী সর্ব্ববেগে বেগ অতি
প্রবীণ প্রখর বহে ধার॥
অগ্নিকোণ মুখে চলে বেগ জল কল কলে
সমুদ্রেতে হইলা মিলন।
পুণ্য নদী খরতরা পাপী জনে পাপ হরা
করে যেহি স্নানাবগাহন॥
পদ্মার সমীপ ধাম দক্ষিণ পাটনেড় গ্রাম
রত্নমণি-পতি দ্বিজ রায়।
ভক্তি-মুক্তি-বিধায়িনী দুর্গালীলাতরঙ্গিণী
বিরচিল শ্রীনাথ কৃপায়॥

পদ্মা হৈতে গঙ্গার গমন।

(পয়ার)

বেগধারা পদ্মাবতী অগ্নি কোণে যান।
মোক্ষ ধারা রাজা সনে দক্ষিণে পয়াণ॥
নানাস্থান হৈয়া যায় গঙ্গা জলধার।
ভগীরথ পাছে শঙ্খরব অনুসার॥
পশ্চিমে কিরীটেশ্বরী দক্ষিণে রাখিয়া।
পূর্ব্বদিকে কালীঘাট বামেতে থুইয়া॥
দক্ষিণ বাহিনী গঙ্গা কতদূরে যান।
শত মুখী হৈয়া গঙ্গা সমুদ্রে পয়াণ॥
ভক্তি করি সিন্ধু আসি পূজিলা গঙ্গায়।
সাগর পশিয়া ধারা পাতালেতে যায়॥
আগে ভগীরথ যায় কপিল আলয়।
রাশীকৃত ভস্ম যথা সগর তনয়॥
ভাসাইল গঙ্গা জলে যত ভস্ম ছিল।
ষাইট সহস্র জন পাপে মুক্ত হৈল॥
দিব্য রথে উঠে ধরি দিব্য কলেবর।
ধন্য ধন্য ভগীরথে বাখানে বিস্তর॥
মুক্ত হইলাম বাছা তুমি পুত্র হনে।
কল্যাণে করহ রাজ্য অযোধ্যা ভুবনে॥
তুষ্ট হৈয়া ভগীরথ প্রণাম করিলা।
পাপে মুক্ত হৈয়া সবে বিষ্ণুলোকে গেলা॥
কপিল চরণে রাজা করে নমস্কার।
প্রশংসা করেন মুনি আনন্দ অপার॥

ধন্য ধন্য ভগীরথ সফল জীবন।
করিলা অচল কীর্ত্তি ব্যাপিল ভুবন॥
রহিল পাতালে ধারা নামে ভোগবতী।
মিলিলা জাহ্নবীনীর কারুণ্য সংহতি॥
মহানন্দে ভগীরথ পৃথিবীতে আসি।
স্নান দেবার্চ্চন করে প্রাণে ধন্য বাসি॥
অযোধ্যাতে ভগীরথ করিলা গমন।
আসিয়া মিলিল যত মুনি ঋষিগণ॥
মহাসুখে করে রাজা রাজ্যের পালন।
নিরাপদ মহাসুখে সদানন্দ মন॥
গঙ্গার মহিমা গুণ অনেক প্রকার।
নানা গ্রন্থ বিরচিত আছয়ে প্রচার॥
ভাষাতে রচনা করি বিস্তার তাহার।
কহিছেন গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীকার॥
সংক্ষেপে প্রস্তাবাধীন কিঞ্চিত রচন।
মনোরথ সিদ্ধি হয় যে করে শ্রবণ॥
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলাতরঙ্গিণ্যাং গঙ্গাবতরণে
অষ্টম তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ।

নবম তরঙ্গ ।

—:o:—

মেনকার গর্ভে দুর্গার প্রবেশ ।

(পয়ার)

গঙ্গা নিলা প্রজাপতি আপন ভুবন ।
মহেশ আনিয়া করিলেন সমর্পণ ॥
ঘরে গিরি হিমালয় মেনকা সহিতে ।
ব্রহ্মময়ী কন্যা হবে ভাবে সদা চিতে ॥
সুমেরু দুহিতা মেনা হেমন্ত মহিষী ।
নারী গুণে গুণবতী পরম রূপসী ॥
নিরন্তর সেবা করে পতির চরণ ।
ইচ্ছা মনে করে সদা কন্যার কারণ ॥
গিরি সঙ্গে রস রঙ্গে করয়ে বেহার ।
দিনে সাতবার দেখে পেট আপনার ॥
না দেখি গর্ভের চিহ্ন ভাবে প্রতিদিন ।
যদি বা হইলা কন্যা বিধি কৈলা হীন ॥
নিত্য নিত্য গিরিরাণী কন্যার কারণে ।
ব্রহ্মময়ী চিন্তা করে শয়নে স্বপনে ॥
কতদিনে ব্রহ্মময়ী সকলের সার ।
উৎপত্তি পালন লয় ইচ্ছায়ে যাহার ॥

স্বত্ত্ব রজ তম তিন যার তিন গুণ।
যার আজ্ঞা মতে সর্ব্ব কর্ম্মেতে নিপুণ॥
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটী যাহাতে উৎপত্তি।
অন্যান্য পরমা বিদ্যা জগতের গতি॥
যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড উৎপত্তি মিলন।
যারতেজে প্রকাশিত সকল ভুবন॥
জ্ঞানময়ী জ্ঞানগম্যা বাক্যের বাহির।
স্বয়ং জ্যোতি নিত্যা লীলা হেতু স্বশরীর॥
চন্দ্রে শীতকরি যিনি সূর্য্যেতে তাপিকা।
সর্ব্ব শক্তিরূপা যিনি পাবকে দাহিকা॥
সমুদ্রের উর্ম্মি হেন যাহার বেহার।
বেদাগম আদি শাস্ত্রে মহিমা অপার॥
তাহার হইল ইচ্ছা বিশেষ বেহার।
কৃপাকরি প্রবেশিলা গর্ব্ভে মেনকার॥
দিনে দিনে পেট ভারি লোকে কাণাকাণি॥
মাস দুই মাস হৈল হৈল জানাজানি॥
তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট মাস।
নবম দশম মাসে সুন্দর প্রকাশ॥
ইতঃপর এ গর্ব্ভের প্রণালী বিস্তর।
কহে দ্বিজরায় ভাবি শ্রীনাথশঙ্কর॥

দুর্গার গর্ভবাস।

(ত্রিপদী।)

দিনে দিনে মেনকার বাড়িছে গর্ভের ভার
সর্ব্বদা অলস অতিশয়।
বসিলে উঠিতে ভার মাটী ধরি উঠিবার
একবারে শক্তি নহে হয়॥
তনু হৈল সুপিঙ্গল সদা মুখে উঠে জল
থুক ফেলে দণ্ডে শতবার।
উঠিল শরীরে শির কথা কহে ধীরে ধীর
সাধ হয় মাটী খাইবার॥
হইল প্রবীণ পেট চাহিতে না পারে হেট
কটীবাস খসে বার বার।
ধরাতে আঁচল পাতি নিদ্রা যায় হৈয়া কাতি
না পারয়ে চিত হইবার॥
ঘন ঘন বহে শ্বাস টানি টানি পরে বাস
নড়িতে কঠিন অতিশয়।
শুইলে সখীরা তোলে বসায় হেলায়া কোলে
আহার করিলে বমি হয়॥
শুকাইল হাত পাও দুর্ব্বলা অবশ গাও
কালোমুখ হৈল পয়োধর।
চক্ষু হৈল সাদাপারা কেবল নয়ন সারা
দিনে দিনে বাড়িছে উদর॥

উচ্চ তুলিকার পর নিদ্রা যায় নিরন্তর
চারি পাশে ঘিরি রামাগণ।
অচেতন হৈয়া থাকে ঘন শ্বাস বহে নাকে
সখী করে যতনে চেতন॥
ক্রমে এক দুই করি ছয় বর্ষ যায় সরি
সুতাসুত প্রসব না হয়।
দিনে দিনে বাড়ে গর্ত্ত শুখায় দেহের পর্ব্ব
দেখি সবে মানয়ে সংশয়॥
দিবা নিশি সখীগণ সদা করে জাগরণ
ভাবে সবে কখন কি হয়।
পর্ব্বত আকার পেট দেখি লোকে মাথাহেট
কেহ বলে এতো গর্ত্ত নয়॥
কেহ বলে জলোদরী হেন অনুমান করি
কেহ বলে গর্ভের লক্ষণ।
কেহ বলে কিবা রোগ কি পাপ কর্ম্মের ভোগ
গুল্ম হেন বলে কোন জন॥
কেহ বসি মৃত্তিকায় গালে হাত দিয়া যায়
স্তব্ধ হৈয়া রহে কোনো জন।
কেঁহ রাণী বলি ডাকে কেহ তুলা ধরে নাকে
ধীরে চলে নিশ্বাস পবন॥
চারিদিকে রামাগণে সদা থাকে নিরীক্ষণে
কি জানি কখন প্রাণ যায়।
ক্ষণে ক্ষণে গায় পায় হাঁত দিয়া মুখ চায়
কেহ কিছু স্থির নহে পায়॥

গিরি দেখি মেনকায় ভাবে কিসে রক্ষা পায়
স্থির কৈলা হর আরাধন।
সর্ব্বেশ্বরী স্থতে কয় দুর্গার বেহার হয়
গিরি গেলা শিবের সদন॥

হিমালয় শিব আরাধন করে।

(পয়ার)

ফাঁফর ভাবিয়া গিরি না দেখি উপায়
আরাধিব মহেশ্বরে যে হয় তাহায়॥
হিমপ্রস্থে তপস্যা করেন পঞ্চানন।
তথা যায়া প্রণমিলা শিবের চরণ॥
গলবাসে করপুটে করয়ে স্তবন।
দুস্তার নিস্তার কর দেব পঞ্চানন॥
তব নাম স্মরণে বিপদ নহে হয়।
এ দিনে করুণা করি রক্ষ দয়াময়॥
গিরিবাণী শূলপাণি শুনি ততক্ষণ।
ধ্যানেতে কারণ জানি মেলিলা নয়ন॥
জিজ্ঞাসিলা গিরি স্তুতি কর কি কারণ।
প্রণাম করিয়া গিরি করে নিবেদন॥
শুন প্রভু ঠেকিয়াছি বিষম সঙ্কটে।
আমার কপালে বুঝি গৃহশূন্য ঘটে॥
ছয় বর্ষ ক্রমে হৈল গর্ভের লক্ষণ।
প্রসব না হয় প্রাণ যায় বা কখন॥

হাসিয়া কহেন হর শুন হিমালয়।
এ গর্ভে পরমেশ্বরী জানিহ নিশ্চয়॥
সাধারণে গর্ভে লোকে থাকে দশমাস।
দশবর্ষ ব্রহ্মময়ী করিবেন বাস॥
শুনি চমকিয়া গিরি করে নিবেদন।
তবে প্রভু কিরূপেতে রহিবে জীবন॥
অথনি বাঁচে কি মরে নাহিক চেতন।
আর চারি বর্ষ বাঁচে করিয়া কেমন॥
মহেশ কহেন বর আমি দেই তায়।
গর্ভভারে ভার না হইবে মেনকায়॥
যেহি মাত্র বর দিলা দেব পঞ্চানন।
উঠিয়া বসিলা রাণী পাইয়া চেতন॥
হিমালয় ঘরে আইলা শিবে প্রণমিয়া।
ব্রহ্মময়ী কন্যা হবে নিশ্চয় জানিয়া॥
মেনকা হাঁটিয়া ফিরে আপনার বলে।
কিন্তু মহাপেট ঘর দ্বারে নহে চলে॥
কৌশলে ঘরের দ্বারে যায় বাহিরায়।
দেখিয়া দারুণ পেট লোকে শঙ্কা পায়॥
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী॥

দুর্গার জন্ম।

(পয়ার)

দশ বর্ষ পূর্ণ হৈল গর্ভ মেনকার।
প্রবর্ত্ত শরৎ কাল সুখের সঞ্চার॥
ভাদ্রমাস শুক্লপক্ষ শশাঙ্ক উদয়।
নবমী রজনী দশ দিক আলোময়॥
শুভক্ষণে গিরিরাণী কন্যা প্রসবিলা।
জগত জননী জয়া জনম লভিলা॥
অষ্টভুজা ত্রিনয়না অর্দ্ধচন্দ্র ভালে।
পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত মুক্ত কেশ জালে॥
উজ্জ্বল বরণ যেন স্থির সৌদামিনী।
কর পদতল রক্ত জবাদল জিনি॥
নখরে নিন্দয়ে শশী তেজে আলোহয়।
পক্ক বিম্বফল ওষ্ঠাধর তুল্য নয়॥
পরম সুন্দরী কন্যা করি নিরীক্ষণ॥
আনন্দে পূর্ণিত হৈল মেনকার মন॥
হরিষে ঘুচিল ক্লেশ গর্ভের বেদনা।
ডাকে গিরিরাজে দেখ কন্যা সুলোচনা॥
আসি গিরি কন্যা দেখি আনন্দ অপার।
রোমাঞ্চিত কলেবর করে নমস্কার॥
ব্রহ্মময়ী কন্যা জানি পর্ব্বত রাজন।
পাণিপুটে বিনয়ে করয়ে নিবেদন॥
কে তুমি করুণাময়ি কহ মা কারণ।
কোন পুণ্যে কন্যা হৈয়া দিলা দরশন॥

শুনি ব্রহ্মময়ী কহিছেন হিমালয়।
আমি ব্রহ্মময়ী পিতা না কর সংশয়॥
তুমি পিতা জননীর তপে তুষ্ট হৈয়া।
জন্মিলাম আমি তব তনয়া হইয়া॥
শুনি গিরি বলে পুন নিবেদি চরণে।
তুমি ব্রহ্মময়ী আমি জানিব কেমনে॥
শুনি দেবী কন পিতা দিব্য চক্ষু লহ।
বিশেষ আমার রূপ নয়নে দেখহ॥
এত বলি দিব্য চক্ষু দিলা হিমালয়।
কন্যার বিশেষ রূপ গিরীশ দেখয়॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর করয়ে নিবেদন।
মোহপাশ দয়া দিয়া করমা হরণ॥

হিমালয়ের কন্যা দর্শন।

(পয়ার)

দিব্য চক্ষু পায়া সুখে পর্ব্বত রাজন।
ব্রহ্মরূপ কন্যাকে করয়ে দরশন॥
রক্তবর্ণ চারি মুখ মরালবাহন।
অক্ষসূত্র কমণ্ডলু করেতে ধারণ॥
বামেতে সাবিত্রী চারি বেদের জননী।
ঋষি মুনি স্তুতি করে করি বেদধ্বনি॥
মূর্ত্তিমন্ত চারিবেদ দাঁড়ায় সমুখে।
প্রকৃতি পুরুষ গুণ গান করে মুখে॥

দেখি গিরি প্রণাম করিয়া পুন কয়।
পুলকে পূর্ণিত তনু নয়ন ঝুরয় ॥
ব্রহ্মময়ী বিশ্বের জননী তুমি জয়া।
মা যদি হইলা কন্যা হইলা সদয়া ॥
অন্যরূপ দরশন দেহ ভগবতী।
সেরূপ ঘুচিয়া পুন হৈলা লক্ষ্মীপতি ॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে।
বাম দক্ষে লক্ষ্মী বাণী গরুড় উপরে ॥
মরকতস্তম্ভ জিনি তনু মনোহর।
নানা আভরণ অঙ্গে পরম সুন্দর ॥
কিরিটী মুকুট পরিধান পীতবাস।
শান্ত সুশীতল চন্দ্রকান্ত সুপ্রকাশ ॥
উজ্জ্বল অঙ্গের আভা রাতুল চরণ।
সমুখে করয়ে স্তুতি দেব মুনিগণ ॥
ত্রিলোক পালক রূপ করি দরশন।
পুন পাণিপুটে কহে পর্ব্বত রাজন ॥
কৃতার্থ হৈলাম আমি প্রসাদে তোমার।
সেহি ধন্য ভুবনে মা তুমি কন্যা যার ॥
অজ্ঞান অধম আমি গতি মতিহীন।
অচল উপল কায় ভজনবিহীন ॥
নিজগুণে গুণময়ী যদি করি দয়া ॥
লীলা প্রকাশিয়া হৈলা আমার তনয়া।
তব আর রূপ মোরে দেহ দরশন।
কৃষ্ণ রূপ হৈলা করি সেরূপ হরণ ॥

দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী কিশোর রচন।
এক ব্রহ্ম নানারূপে লীলা বেহারণ॥

কৃষ্ণরূপ দর্শন।

(লঘু ত্রিপদী)

ঘুচিতে সংশয় দেখে হিমালয়
কন্যারূপ মনোহর।
পদ্মের উপর পরম সুন্দর
দ্বিভুজ মুরারি ধর॥
নীল নব ঘন উজ্জ্বল বরণ
নীলকান্ত মণি জিনি।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিত রঙ্গ সুরঙ্গিত
হাস ভাস সৌদামিনী॥
দিব্য পীতধটি শোভা করে কটী
অতি পরিপাটী তায়।
কিঙ্কিনী কটিত কনক রচিত
রতন নূপুর পায়॥
রক্ত ওষ্ঠাধর পদতল কর
জবাদল দলে তাতে।
নয়ন ভঙ্গিত কটাক্ষ ইঙ্গিত
মোহন মুরলী হাতে॥
শিখি পুচ্ছ চূড়ে মন্দ মন্দ উড়ে
ঈষৎ পবন ভরে।
মকর কুণ্ডল করে ঝল মল
গণ্ড যুগ আলো করে॥

গলে গুঞ্জাহার হীরা মণি আর
প্রবাল মোহন মালা।
নানা আভরণ ভুবন মোহন
ভুজে বাজু করে বালা॥
বামে বিনোদিনী ভুবন মোহিনী
চম্পক বরণ কায়।
সুনীল বসন করি পরিধান
মোহন বদন চায়॥
গো গোপমণ্ডল গোপিকা সকল
চারি দিকে মুখ চায়।
ভক্ত ভক্তি যুত ভাব ভাবপূত
স্তুতি করে গুণ গায়॥
রাধা কৃষ্ণ রূপ দেখিয়া অনুপ
বিস্ময় গিরীশ মন।
কহেন বিনয় হইয়া সদয়
বাসনা কর পূরণ॥
কিবা রূপ আর বিশেষ তোমার
দেহ মোরে দরশন।
শুনি মহামায় সম্বরি সে কায়
শিবরূপ ততক্ষণ॥
ত্রিলোক তারিণী লীলা বেহারিণী
সর্ব্বেশ্বরী সুতে কয়।
সর্ব্ব সারাৎসারা ব্রহ্মময়ী তারা
দয়া কৈলে কিনা হয়॥

মহেশ রূপ দর্শন।

(ত্রিপদী)

পুনরপি গিরিরায়   কন্যাকে দেখিতে পায়
দিব্যরূপ দেব মহেশ্বর।
রজতপর্ব্বত প্রায়   শশাঙ্কনির্ম্মলকায়
বসি দিব্য পদ্মাসন পর॥
পঞ্চমুখ ত্রিনয়ন   রবি শশী হুতাশন
জটাজুট মস্তক ভূষণ।
জটা মাঝে সুরধুনী   কল কল রব শুনি
ফণীবর জটার বেষ্টন॥
চক্ষু করে ঢুল ঢুল   কর্ণে ধুতুরার ফুল
পাকাবিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর।
রক্ত করপদতল   নিন্দি কিশলয়দল
বিভূতি ভূষণ কলেবর॥
পরিধান বাঘাম্বর   দক্ষে বরাভয় কর
বামে মৃগ পরশু ধারণ।
চতুর্ভুজ ভূতনাথ   ভৈরব বেতাল সাথ
ফণীগণ অঙ্গের ভূষণ॥
রত্ন আভরণ কায়   উজ্জ্বল অধিকতায়
বামে গৌরী ত্রিলোক জননী।
নানা অলঙ্কার শোভা   মহেশের মনোলোভা
সুস্থির চপলা অনুমানি॥

চারিদিকে করে স্তব যোগী সিদ্ধগণ সব
প্রণতি করয়ে ভক্তি করি।
ভৈরব ভৈরবী কত সারি সারি শত শত
রত্ন দণ্ড শূল খড়্গ ধরি॥
দেখি রূপ মহেশ্বর মহানন্দ গিরিবর
অষ্টভুজা দেখে পুনর্ব্বার।
বহুরূপ নিরীক্ষণে বিশ্বাস হইল মনে
ব্রহ্মময়ী একন্যা আমার॥
ইতঃপর গিরিসনে গীতাব্রহ্ম বিবরণে
কহেন ভবানী বিশেষণ।
সে কথা গোপন হয় প্রকাশের যোগ্য নয়
অনুচিত ভাষাতে লিখন॥
অতএব কিছু তার কহি গীতা অনুসার
অবধান হইতে সবায়।
ভক্তি মুক্তি বিধায়িণী দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী
রচিল কিশোর দ্বিজরায়॥

গিরি গিরিসুতার কথোপকথন।

(পয়ার)

সাক্ষাতে অনেক রূপ দেখি হিমালয়।
ইনি ব্রহ্মময়ী কন্যা জানিল নিশ্চয়॥
পুনরপি গিরিরাজ জিজ্ঞাসে বিনয়।
আর এক কথা মাতা ঘুচাও সংশয়॥

তুমি ব্রহ্মময়ী মূল পরম কারণ।
জীব কোথা জন্মে কোথা করে বা গমন॥
কহেন ভবানী পিতা শুন কহি সার।
জীব সব আমার অংশেতে অবতার॥
আমাতে উৎপত্তি জীব আমাতে মিলয়।
নিজ নিজ কর্ম্মমতে ভোগাভোগ হয়॥
কেহ মোর প্রিয় নহে অপ্রিয় বা নয়।
করি কর্ম্ম অনুসারে যাহারে যে হয়॥
স্বকর্ম্মফলদা আমি যে কর্ম্ম যাহার।
শত্রুমিত্র আত্মপর নাহিক আমার॥
গিরি বলে জীব যদি তব অংশ হয়।
সুখ দুঃখ কর্ম্মাকর্ম্ম ফল কে ভোগয়॥
কন্যা কহে এক ব্রহ্ম অচিন্ত্য অরূপ।
প্রকৃতিপুরুষাত্মক আনন্দ স্বরূপ॥
লীলা করিবার ইচ্ছা হইলে আমার।
উভয়ে উভয়ে হয় আনন্দ বেহার॥
অগ্নিতে উৎপন্ন হয় স্ফুলিঙ্গ যেমন।
আমাতে উপজে জীব অসংখ্য তেমন॥
কর্ম্ম অনুসারে যার যে হয় আশ্রয়।
সেইরূপ তার রূপ নাম ধাম হয়॥
অহঙ্কারে মগ্ন হয় আমার মায়ায়।
কি হৈতে কি হবে হয় জানিতে না পায়॥
মোহ গর্ত্তে পড়ি করে কর্ম্ম উপার্জ্জন।
যাতায়াত জন্ম মৃত্যু না হয় বারণ॥

মম মাতা পিতা পুত্র বনিতা আমার।
আমি কর্ত্তা বলি সদা করে অহঙ্কার॥
অহঙ্কারে কর্ম্ম করে স্বয়ং কর্ত্তা হয়।
যেমন করয়ে কর্ম্ম তেমন ভোগয়॥
গিরি বলে দেহ হয় কিরূপে উৎপত্তি।
বিশেষিয়া সেহি কথা কহ ভগবতী॥
দেবী কহে চতুর্ব্বিধ দেহ উপাদান।
শুন পিতা কহি তার বিশেষ বিধান॥
অণ্ডজা স্বেদজা আর তৃতীয়ে উদ্ভিদা।
জরায়ুজা জান পিতা জন্ম চতুর্ব্বিধা॥
পক্ষী সর্প আদি সব অণ্ডে উপাদান।
স্বেদে হৈতে মশকাদি দেহ জীব পান॥
তৃণ গুল্ম লতা হয় উদ্ভিদ শরীর।
মনুষ্য পশুর জরায়ুজ দেহ স্থির॥
ক্ষিতি জল তেজ বায়ু আকাশ পঞ্চম।
এহি পঞ্চভূতে হয় দেহের জনম॥
রেত রক্ত যোগে দেহ জরায়ুজ হয়।
উৎপত্তি তাহার পিতা শুনহ নিশ্চয়॥
হিমালয়ে ভগবতী কহেন বিস্তার।
কিশোর কিঞ্চিত কহে সেহি অনুসার॥

উৎপত্তি প্রকরণ।

(পয়ার)

জন্মিতে জীবের চন্দ্রলোকেতে গমন।
চন্দ্রামৃত সঙ্গে হয় ভূতলে পতন॥
দ্রব্যমধ্যগত হৈয়া আহার সহিতে।
প্রবেশ করয়ে জীব দেহীর দেহেতে॥
উভয় সংযোগে জীব মাতৃগর্ভ পায়।
কুম্ভকার হেন দেহ বায়ুতে নির্ম্মায়॥
ঊর্দ্ধপাদে অধোমুখে জননী জঠরে।
পড়িয়া যাতনা পায় ক্লেশপূর্ণ ঘরে॥
নবম মাসেতে গর্ভে পাইয়া চেতনা।
মহা কষ্টে ভোগ করে গর্ভের যাতনা॥
নয়ন মেলিতে নারে নড়িতে না পারে।
রক্ষাপায় মায়ের আহার অনুসারে॥
পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম করিয়া স্মরণ।
কথা কৈতে নারে করে মনে আলোচন॥
এবার জন্মিলে হেন করিব সাধন।
আর যেন এখানে না হয় আগমন॥
আরাধিব দুর্গা যিনি দুস্তারতারিণী।
সকলের সার যিনি দুঃখনিবারিণী॥
ভাবিতে চিন্তিতে কাল হইল পূরণ।
উপজে গর্ভেতে ঘোর প্রসূতিপবন॥
প্রবল পবনে গর্ভে হৈতে বাহিরায়।
অধিক যাতনা দ্বারে প্রাণ যায় যায়॥

জন্মিয়া বালক যবে চক্ষু মেলি চায়।
সমুখে জননীমুখ দেখিবারে পায়॥
সূতিবায়ু গভীরে জন্মের যাতনায়।
গর্ভে যত জ্ঞান ছিল সব ভুলিযায়॥
ক্ষুধায়ে রোদন করে কথা কৈতে নারে।
কোলে নিয়া মায় স্তন পান দেয় তারে॥
দিনে দিনে আমার মায়াতে মুগ্ধ হয়।
যৌবন হইলে রঙ্গে কুসঙ্গ করয়॥
কুসঙ্গ সঙ্গেতে হয় কামের উৎপত্তি।
কামে হৈতে হয় সদা পাপ কর্ম্মে মতি॥
বিষয় মদিরাপানে মহামত্ত হয়।
গর্ভবাস যত দুঃখ মনে না করয়॥
পুনরপি পাপে রত করি অহঙ্কার।
অনিত্য জানয়ে নিত্য সার এসংসার॥
আমার আমার বলি ধন পরিজন।
কুসঙ্গ সঙ্গেতে রঙ্গে কাল সমাপন॥
হটাতে তেজিয়া দেহ করয়ে গমন।
কালপাশে বদ্ধ হৈয়া শমন সদন॥
স্বর্গে বা নরকে যায় কর্ম্ম অনুসার।
ভোগয়ে কর্ম্মের ফল যেমন যাহার॥
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু না হয় বারণ।
কোটী জন্মে নহে ঘুচে সংসারবন্ধন॥
এহিরূপে সংসারে ভ্রমণ করে জীব।
নিশ্চয় জানিও পিতা আর কি কহিব॥

দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর বিনয় করি কয়।
গর্ভবাস নাশো তারা হইয়া সদয়॥

নিস্তার উপায়।

(পয়ার)

পুনরপি পুছে গিরি কহ মা কারণ।
কিরূপে এ দুঃখভোগ হয় নিবারণ॥
কহেন ভবানী পিতা শুন বিবরণ।
যেরূপে নিস্তার হয় সংসারবন্ধন॥
জন্মিয়া ভুবনে জীব হইলে বুদ্ধিমান।
বিবেচনা করি সৎ অসৎ বিধান॥
সৎসঙ্গ সঙ্গেতে সব জানিবে কারণ।
দিনে দিনে জ্ঞান চক্ষু হয় উন্মিলন॥
জ্ঞানচক্ষু প্রকাশিলে দেখিতে সে পায়।
ভাল মন্দ সারাসার প্রকাশে তাহায়॥
অসার তেজিয়া সার করয়ে গ্রহণ।
আশ্রয় করয়ে যদি সদ্‌গুরু চরণ॥
গুরু তারে দেন পথ উপায় উদ্দেশ।
ভাবিয়া তাহাতে মন করিবে প্রবেশ॥
ভজন পূজন জপ যজ্ঞ ক্রিয়া যত।
গুরুআজ্ঞা অনুসারে হইবেক রত॥
যজ্ঞব্রত তপ হৈতে ধর্ম্ম উপক্রম।
ধর্ম্মপূর্ণ হৈলে হয় ভক্তির উদয়॥

অত্যান্তিকী ভক্তি হৈলে তত্ত্বজ্ঞান হয় ।
তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি হয় নাহিক সংশয় ॥
বিনা জ্ঞানে মুক্তি নাহি জানিহ কারণ ।
সর্ব্বদা জ্ঞানের তত্ত্ব করিবে শোচন ॥
সৎসঙ্গ সঙ্গেতে হয় ভাবের উদয় ।
ভাবিলে জানিতে পারে সর্ব্বব্রহ্মময় ॥
বিষয়বাসনা তার সব দূরে যায় ।
মোহপাশে মুক্ত পায় আমার কৃপায় ॥
আমার কৃপায় নহে মায়াতে মোহিত ।
জ্ঞান চক্ষু তার তবে হয় প্রকাশিত ॥
অনিত্য তেজিয়া নিত্য ভজে সেহিজন ।
জননীজঠর বাস না হয় কখন ॥
দুঃখের নিতান্ত নাশ নিত্যানন্দময় ।
উৎপত্তি যাহাতে হয় তাহাতে মিলয় ॥
অনলে অনল যেন জলে মিলে জল ।
তেমনি সে মিলে হয় অব্যয় অমল ॥
বিশুদ্ধ স্ফটিক যেন নানা আভা হয় ।
যাহার নিকটে থাকে সেহি আভালয় ॥
সেহিমতে বস্তুমাত্রে মম অধিষ্ঠান ।
নাহি জানে অজ্ঞানে ঢাকিয়া রাখে জ্ঞান ।
মনুষ্যে সহস্রেংকেহ হয় ভক্তিমান ।
তাহার সহস্র মধ্যে হয় কারো জ্ঞান ॥
চৌরাশি লক্ষের মধ্যে মনুষ্য প্রধান ।
যে দেহে হইতে পারে পরম নির্ব্বাণ ॥

দুর্লভ মনুষ্যদেহ মোক্ষের সোপান।
কৃষ্ণ কিশোরের মনে হয় মা অজ্ঞান॥

নিস্তার উদ্দেশ।

(পয়ার)

পুনঃ কহে হিমালয় কহমা কারণ।
কিরূপ আশ্রয় করি করিবে সাধন॥
দেবী কন মম রূপ করিবে আশ্রয়।
জানিবে আমাকে সর্ব্ব চরাচরময়॥
গুরু স্থানে মম মন্ত্র করি উপাসনা।
উচিত করিবে যার যেরূপ সাধনা॥
যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম্ম যে কিছু করিবে।
সর্ব্বধর্ম্মকর্ম্ম নিত্য আমাতে অর্পিবে॥
মম প্রীতে ভক্তি মতি চিত্ত নিয়োজিবে।
অনায়াসে ভব পাশে নিস্তার পাইবে॥
গিরি কহে মা তোমার বহুবিধ রূপ।
তার মাঝে চিন্তনীয় কহ কোন রূপ॥
কহেন ভবানী পিতা শুন কহি সার।
গুরু রূপে কহি আমি উদ্দেশ আমার॥
পঞ্চবিধা উপাসনা ভাগ্য অনুসার।
এক এক মতে রূপ অনেক প্রকার॥
যেহি রূপ ব্যক্ত যারে সেহি তাঁর সার।
সেহিরূপে সে করিবে সাধন আমার॥

আত্মদেবতাতে ঐক্য করিয়া ভাবন।
অনায়াসে ভব পাশে হয় সে মোচন॥
সর্ব্বরূপ মধ্যে শক্তি জানিহ প্রধান।
শক্তিজ্ঞান না হইলে না হয় নির্ব্বাণ॥
সর্ব্ব ভাবে মুক্ত হয় নাহিক সংশয়।
যোজনা লোকন আর স্বরূপতা হয়॥
শুনি পুন গিরিরাজ কহে সবিনয়।
কহমা কিরূপে আমি তরি ভবভয়॥
দেবী কন কর পিতা আমাকে আশ্রয়।
তরিবে সংসার ঘোর না কর সংশয়॥
আমি ব্রহ্মময়ী জান সকল কারণ।
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটী আমার সৃজন॥
উৎপত্তি পালন লয় আমার ইচ্ছায়।
দেব ঋষি মুনি যোগী আমাকে ধেয়ায়॥
সর্ব্বরূপা একা আমি অন্য নাহি আর।
যত দেখ চরাচর বিভূতি আমার॥
প্রকৃতি পুরুষ আমি লীলাবিহারিণী।
যার যেহি কর্ম্ম মতে ফল প্রদায়িনী॥
অতএব তুমি কর আমা আরাধন।
তরিবে সংসার সিন্ধু গোখুর যেমন॥
শুনি হিমালয় মহা আনন্দ পাইল।
ইনি ব্রহ্মময়ী কন্যা নিশ্চয় জানিল॥
দেখি শুনি মৈনকার আনন্দ অপার।
কন্যাকে পুছেন রাণী কি হবে আমার॥

দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিনী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী ॥

মেনকা গৌরীতে কথা।

(পয়ার)

মেনকা কহিছে আমি অবলা অধিনী।
স্তুতি ভক্তি মা তোমার কিছুই না জানি ॥
জগত সংসার তুমি হৈয়াছ প্রসব।
তুমি মোর গর্ভে জন্মো একি অসম্ভব ॥
তোমার ইচ্ছাতে সব উৎপত্তি সংসার।
নিজগুণে কন্যা তুমি হইলা আমার ॥
অধিনী জননী বলি দয়া রাখ মনে।
ভক্তি নতি জানিনা মা যে কর আপনে ॥
শুনি দেবী কহিছেন শুনগো জননী।
আমি ব্রহ্মময়ী কর্ম্মফলপ্রদায়িনী ॥
তুমি আর পিতা আরাধিলা কন্যা হৈতে।
ভার্য্যাভাবে হর আরাধেন সমাধিতে ॥
তিনের তপের ফল দিতে লীলাতরে।
জন্ম লভিলাম আমি তোমার উদরে ॥
এত কহি মাতা পিতা মায়াতে মোহিলা।
অলক্ষিতে অষ্টভুজা দ্বিভুজা হইলা ॥
মহামায়া করে মায়া বুঝে কোনজন।
দ্বিভুজা বালিকা হৈয়া করেন রোদন ॥

আস্তে ব্যস্তে মেনকা তুলিয়া নিল কোলে
বাছা বলি স্তন দিছে বদন কমলে ॥
দেখিল শুনিল যত স্বপন সমান ।
কন্যা কোলে করি করাইছে স্তনপান ॥
পুরবাসী সর্ব্বজন পাইল চেতন ।
হরিষে উঠিয়া করে কন্যা দরশন ॥
দশবর্ষ গর্ভ রাণী কন্যা প্রসবিল ।
দেখি পুরবাসী সব আনন্দ পাইল ॥
আইল নিকটে শুনি যতেক রমণী ।
ঝাঁকে ঝাঁকে রামাগণ দিছে জয়ধ্বনি ।
উথলিল গিরিপুরে আনন্দ কল্লোল ।
জয় জয় শব্দ হয় করে কোলাহল ॥
কন্যাদেখি আনন্দিত হৈলা হিমালয় ।
রজনী প্রভাত হৈল সূর্য্যের উদয় ॥
দশদিক প্রকাশিল প্রসন্ন ভুবন ।
মন্দ মন্দ বহে সত্য মলয় পবন ॥
পুরজনে মনে মহা আনন্দ অপার ।
কিশোরতনয় তারা ভবে কর পার ॥

—•—

পার্ব্বতীর জন্ম উৎসব ।

(পয়ার)

মেনকার দশবর্ষ গর্ভের বেদনা ।
প্রসব হইল রাণী কন্যা সুলোচনা ॥

শুনিয়া আনন্দে যত শিখরবাসিনী।
দেখিতে আইল সবে মেনকা নন্দিনী ॥
বিদ্যাধরী অপ্সরী কিন্নরী নাগনারী।
মুনিপত্নীগণ সব আইলা গিরিপুরী ॥
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যত রামাগণ।
কন্যা দেখি সর্ব্বজনে জুড়ায় নয়ন ॥
সুস্থির চপলা যেন মেনকার কোলে।
অধিক কৈরাছে শোভা কুটিল কুন্তলে ॥
কজ্জল নিন্দিত কেশ আচ্ছাদিছে ভালে।
কোটি চন্দ্র আলো করে মেনকার কোলে ॥
ধন্য ধন্য মেনকারে বলে সর্ব্বজন ।
হেন কন্যা কেহ কোথা না দেখি কখন ॥
আশীর্ব্বাদ করে সবে মন কুতূহলে।
চিরজিবী হৈয়া বাছা থাকুক কুশলে ॥
হুলাহুলি করে সবে কন্যা দেখিবার।
জয় ধ্বনি ঝাঁকে ঝাঁকে দিছে অনিবার ॥
উৎসব করয়ে বহু পর্ব্বত রাজন।
নানাবাদ্য দুন্দুভি বাজয়ে ঘন ঘন ॥
সভাকরি বসিলেন পর্ব্বত রাজন।
নানাবেশে বসিলেক যত মন্ত্রীগণ ॥
মুনিগণ করে সুখে বেদ-উচ্চারণ।
নানাবেশে নৃত্যকরে বিদ্যাধরীগণ ॥
কিন্নরে করিছে গান সুস্বর সুতান।
গন্ধর্ব্বে বাজায় তাল রাখে গান মান ॥

নানাধন গিরিরাজ করে বিতরণ।
বস্ত্র অলঙ্কার দানে তোষে রামাগণ ॥
সর্ব্বদা উৎসবপূর্ণ হেমন্তভবন।
ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজা কৈলা সমাপন ॥
উৎসব আনন্দে গিরি মনের হরষে।
পার্ব্বতী রাখিলা নাম দশম দিবসে ॥
কন্যাজন্মদিন হৈতে হেমন্ত ভুবন।
হইল আনন্দ সিন্ধু রঙ্গ উদ্দীপন ॥
যেখানে আনন্দময়ী আপনে বিহরে।
তাহার আনন্দসীমা কে বর্ণিতে পারে ॥
দ্বিজকৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী ॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলা তরঙ্গিণ্যাং পার্ব্বতীজন্ম বিবরণে
নবম তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ।

দশম তরঙ্গ।

—:o:—

পার্ব্বতীর বাল্য বিহার।

(পয়ার)

বিহরে আনন্দময়ী হেমন্তের ঘর।
গিরিপুর হৈল মহাআনন্দ নগর॥
কাহারো নাহিক কোন দুর্ভাবনা লেশ।
আনন্দ তরঙ্গ রঙ্গ মঙ্গল অশেষ॥
প্রত্যহ আসিয়া যত নগর নাগরী।
আমোদ আহ্লাদ করে গৌরী কোলে করি।
শশীমুখী হাসি হাসি যার পানে চায়।
আনন্দ সাগরে তারে অমনি ডুবায়॥
কোলে কোলে করি সবে চাঁদ মুখ চায়।
আনন্দে ভাসয়ে মন নয়ন জুড়ায়॥
একে কোলে নিলে আরে দুহাত বাড়ায়।
যে চাহে হাসিয়া গৌরী তার কোলে যায়॥
গিরিরাণী বসি গৌরী ধরে দুইপায়।
দুহাতে দুহাত ধরি সুখে মুখ চায়॥
ক্ষণে কোলে নিয়া গৌরী চাপি ধরে বুকে।
ক্ষণে ক্ষণে চুম্ব দেয় মনের কৌতুকে॥
দিনে দিনে বাড়ে গৌরী হেমন্তের ঘরে।
দ্বিতীয়াদি করি যেন চন্দ্র আলোকরে॥

আর দিন মেনকা কহিছে হিমালয়।
শুন গিরি গৌরীর চরিত্রে হয় ভয়॥
শয়নে ঘরেতে থাকে নিদ্রাতে যখন।
জ্ঞান হয় ঘরে আইসে যায় কতজন॥
নিদ্রার ঘোরেতে গৌরী কি কি কথা কয়।
সে সময় ঘরে যাইতে লাগে মনে ভয়॥
হাসি বলে যাহ বিধি করহ সৃজন।
যাহ সৃষ্টিপালন করহ নারায়ণ॥
অন্তে হর তুমি সব করিহ সংহার।
চেতন করিলে মুখে বাক্য নাহি আর॥
দুগ্ধের বালিকা যার কথা স্পষ্ট নয়।
নিদ্রাতে সুস্পষ্ট কথা হাসি হাসি কয়॥
অতএব দেবদোষ মোর মনে লয়।
কি জানি বাছারে মোর কখন কি হয়॥
শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর ব্রাহ্মণ আনিয়া।
কবচ লিখিয়া দেহ গলাতে বাঁধিয়া॥
শুনি হাসি সুখ বাসি কহে হিমালয়।
ইহাতে মনেতে কিছু না করিহ ভয়॥
কালের স্বভাব এটা না ভাবিহ তারে।
এ কন্যার কোন দোষ হইতে না পারে॥
শুনি রাণী পুরে গিয়া গৌরী কোলে নিল।
করেতে বদন মুছি মুখে স্তন দিল॥
কোলে বসি পার্ব্বতী করেন স্তনপান।
আর স্তনে কর দিয়া চরণ দোলান॥

তেড়চ নয়ন করি মায় মুখ চায়।
দেখি গিরিরাণী মেনা কত সুখ পায়॥
দ্বিজরায় বলে কিবা ভাগ্য মেনকার।
ত্রিগুণ জননী জয়া তনয়া যাহার॥

—•—

নারদ হিমালয়ে আইসেন।

(তোটক)

ভব ভাসিল হৈল হেমন্ত সুতা।
অতি রূপবতী সুলক্ষণযুতা॥
লোকমুখে সুখে এহি কথা শুনি।
দরশনে চলিলা নারদ মুনি॥
তেজ মধ্যাহ্ন কালের যেন ভানু।
অতি উজ্জ্বল প্রজ্জ্বলিত কৃশানু॥
শিরে শোভিত লম্বিত জটাভার।
পাকশ্মশ্রু বদনে শ্বেত চামর॥
তপকষ্ট সুজীর্ণিত কৃশ তনু।
মহাভক্তি পরায়ণ ব্রহ্মজনু॥
গলে যজ্ঞপবিত্র পবিত্রচিত।
কুশমুষ্টি কুশাঙ্গুরী সুশোভিত॥
কুশডোর কটীতে পরে কপিন।
সদানন্দ প্রমত্ত মুনি প্রবীণ॥
করে বীণা বাজায় করিছে গান।
পরমেশ্বরী ব্রহ্মময়ী গুণান॥

বলে দুর্গতিনাশিনী দুর্গাতারা।
মহাকাল মোহিনী মহেশদারা॥
গুণময়ী গুণালয়া গুণবতী।
গুণগম্যা গুণাশ্রয়া গতিমতি॥
ত্রিগুণাত্মিকা তারিণী দক্ষসুতা।
দনুজাধিপ নাশিনী মন্ত্রপূতা॥
মহিষাসুর মর্দ্দিনী দুঃখহরা।
পরমেশ্বরী ঈশ্বরী পারপরা॥
পরমার্থ সদর্থ প্রবর্ত্তকরা।
ভয়বারিণী হারিণী জন্মজরা॥
মহানন্দে গগনপথে গমনে।
উপনীত মুনীন্দ্র গিরি ভবনে॥
গিরিরাজ বসি ঘরে হেমাসনে।
মুনি দেখি উঠি প্রণমে চরণে॥
দিলা আসন পাদ্যাদি আচমনী।
হেমাসনে বসিলা নারদমুনি॥
মুনি আজ্ঞায়ে বসিলা গিরিবর।
জগদীশ্বরী দেবরে তার হর॥

মুনি হিমালয় কথোপকথন।

(ত্রিপদী)

সবিনয়ে গিরি কয় কহ মুনি মহাশয়
কি মনে করিয়া আগমন।
মুনি বলে তব কন্যা জন্মেছে ভুবনধন্যা
শুনি ইচ্ছা করি দরশন॥
গিরি বলে ভাগ্যোদয় আমার কন্যার হয়
বুঝিলাম কন্যা ভাগ্যবতী।
যাহাকে দেখিতে মন আসিয়াছ তপোধন
দেবঋষি মুনি মহামতি॥
এতবলি গিরিরায় উঠি অন্তঃপুরে যায়
আইস মা পার্ব্বতি বলি ডাকে।
তব জন্মকথা শুনি আইলা নারদ মুনি
দয়া করি দেখিতে তোমাকে॥
এত বলি করি কোলে কন্যা নিয়া কুতূহলে
বাহিরে আইলা গিরিরায়।
মুনি উঠি সম্ভ্রমেতে আস্ত ব্যস্তে আনন্দেতে
গৌরী কোলে লইলা ত্বরায়॥
উভয়ে বসিলাসনে মুনি ভাগ্য মানে মনে
কোলে করি পর্ব্বততনয়া।
করে দুচরণ ধরে অঙ্গ নিরীক্ষণ করে
প্রাণে ধন্য মানে তুষ্ট হয়া॥

বসিয়া মুনির কোলে হাসে গৌরী খল খলে
দুই হাতে দাড়ি ধরি চায়।
দাঁড়াইয়া শিরে ধরে জটা ধরি টানে করে
পুন ধরে মুনির গলায়॥
পুনরপি কোলে বসি নিন্দিত শরত শশী
হাসি হাসি চরণ দোলায়।
মুনি মহানন্দ মতি কোলে নিয়া ভগবতী
কৃতকৃত্য মানে আপনায়॥
কহে শুন গিরিস্বামী পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি
পূর্ণা তব হইবে তনয়া।
ইনি সেই সারাৎসারা ত্রিলোকতারিণী তারা
অংশে জন্ম গঙ্গারূপা হয়া॥
সতীরূপে দক্ষালয় ইঁহারি জনম হয়
ইনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী।
ইনি ব্রহ্ম সর্ব্বসার দ্বিতীয় নাহিক আর,
সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারিণী॥
ইঁহাকে ভাবেন হর শিব বিনা অন্য বর
নহে সত্য জানিহ নিশ্চয়।
ইনি তিন লোক মাতা খেলা ছলে তব জাতা
বনিতা শিবের বিনে নয়॥
গিরি কহে পঞ্চানন যোগাবলম্বন মন
নির্ব্বিকার বাহ্যে অচেতন।
মুনি বলে সে কারণে তুমি না ভাবিহ মনে
চেতন করিবে দেবগণ॥

অতএব এ কন্যার অন্য কোথা বিভা আর
চেষ্টা না করিহ মহাশয়।
শিব জগতের সার ইনি শিবা শক্তি তার
ইথে কিছু না কর সংশয় ॥
এত কহি গিরিরায় কন্যা দিয়া মুনি যায়
গিরি আনি দিলা মেনকায় ॥
ভক্তি মুক্তি বিধায়িনী দুর্গালীলা তরঙ্গিণী
রচিল কিশোর দ্বিজ রায় ॥

পার্ব্বতীর শিশুলীলা।

(লঘু ত্রিপদী)

খেলায়ে ভবানী করে ধরি রাণী
আনন্দে গৌরী নাচায়।
নাচিছে হাসিছে মা বোল ভাষিছে
কত সুখ পায় মায় ॥
কুটিল কুন্তলে বদন মণ্ডলে
ঝাঁপিছে কি সাজ তায়।
পূর্ণ শশী যেন রাহু গিলে হেন
দুদিকে রাণী ঘুচায় ॥
আধ আধ বোল আনন্দ বিভোল
আহ্লাদে মেনকা ভোর।
রাণী বলে জয়া শুনলো বিজয়া
মা বলে পার্ব্বতী মোর ॥

হামাগুড়ি যায়, বসি মাকে চায়
পুন ধায় হাসি হাসি।
দেখি পুরজন আনন্দ মগন
সুধাপান হেন বাসি ॥
ক্ষণে হাঁটি যায়, চরণ বাড়ায়
করে ধরি রাণী চায়।
ক্ষণে ভূমে পড়ি যায় গড়াগড়ি
ধূলা ঝাড়ি তোলে মায় ॥
কর পদতল সুরক্ত কমল
বিম্ব জিনে ওষ্ঠাধরে।
সুন্দর বদন যুগল দশন
মুক্তা পাতি নিন্দা করে ॥
প্রবালের মাল গলে শোভে ভাল
কটিতে ঘুঙুর সাজে।
নূপুর চরণে রচিত কাঞ্চনে
চরণ চালিতে বাজে ॥
রাণী উরু পরি উঠি গলা ধরি
হেলিয়া মা মুখ চায়।
হাসিয়া মা বলে রাণী কুতূহলে
আনন্দে ভাসিছে তায় ॥
ক্ষণে স্তনপান ক্ষণে দূরে যান
ক্ষণে করতালি দেয়।
ক্ষণে ক্ষণে হাসে আধ আধ ভাষে
ক্ষণে বদন লুকায় ॥

দিন যত যায় কেশ বেশ কায়
বাড়ে যেন শশধর।
পার্ব্বতী বিহার করে অনিবার
আলো করে গিরি ঘর ॥
পূর্ণ সনাতনী ত্রিগুণ জননী
মেনকা লালন করে।
কিশোর রচন ভাবে যেই জন
মানস তামস হরে।।

—০—

বালাবিহার।

(ত্রিপদী)

গিরিপুর ঘরে ঘরে ব্রহ্মময়ী খেলা করে
পুরবাসী হেরি সুখ পায়।
ক্ষণে ক্ষণে দিগম্বরী ক্ষণে বা ঘাগরি পরি
বালাসনে নাচিয়া বেড়ায় ॥
বিহানে বালিকা যত গিরিঘরে সমাগত
পার্ব্বতী সহিতে খেলিবার।
রাণী মহানন্দ মনে ক্ষীর সর ছানা সনে
করে করে দেয় সবাকার ॥
সুন্দরী বালিকা বেশ পৃষ্ঠ আচ্ছাদিত কেশ
গিরিরাণী বাঁধয়ে কবরী।
তাহাতে সোণার ঝাঁপা সাজায় কনক চাঁপা
পরিধান বিচিত্র ঘাগরি ॥

গৌরী বালাগণ সনে আনন্দ মগন মনে
খেলাকরে শঙ্কর পূজন ॥
যে ঘরে যখন যায় ঘিরি সব বালিকায়
করে সবে পরম যতন ॥
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় লাফে ঝাঁপে হাঁটি যায়
করতালি দেয় বালাগণ।
রাণী বৈসে আঙ্গিনায় ঘিরে বসে বালিকায়
দেখি সুখে জুড়ায় নয়ন ॥
সবে ধরে করে করে হৈ হৈ রব করে
মাঝে গৌরী নাচিয়া বেড়ায়।
কোকিল নিন্দিত স্বর সবে বলে হর হর
দেখি লোক মহাসুখ পায় ॥
রাণী মাঝে দাঁড়াইয়া ছানা ননী সর নিয়া
কর তুলি সবাকারে দেয়।
ঊর্দ্ধমুখে বালাগণ গৌরী সনে জনেজন
বদন পাতিয়া সবে নেয় ॥
সমান বয়েসী বালা সুছাঁদ চাঁদের মালা
গিরিঘরে আনন্দ বাজার।
পুরবাসী নিরন্তর সবে আসি গিরিঘর
হেরি মন ভুলে সবাকার ॥
নৃত্যগীত কোলাহল জয় জয় সুমঙ্গল
আনন্দ কল্লোল গিরিপুরে।
শুনি আসি দেখে যেই আনন্দে ডুবয়ে সেই
মনের আঁধার যায় দূরে ॥

গিরিরাজ গিরিরাণী সুখসিন্ধু মনে মানি
কন্যার বিহারে মগ্ন থাকে।
কিশোর সরসভাবে মানস তামশ নাশে
অভয়ার দয়া হয় যাকে॥

কুমারী বিহার।

(পয়ার)

প্রত্যহ বালিকাগণ উঠিয়া বিহানে।
গিরিপুরে মিলে আসি পার্ব্বতীর সনে॥
গিরিরাণী গৌরী কোলে বৈসয়ে অঙ্গনে।
চারি পাশে ঘিরে আসি সব বালাগণে॥
সবাকারে রাণী নানা উপহার দেয়।
পার্ব্বতী সহিতে সবে সতত খেলায়॥
ভুলিয়া থাকয়ে সবে জনক জননী।
সকলের প্রাণমন নগেন্দ্র নন্দিনী॥
কখনো মেনকা রাণী গৌরীকে সাজায়।
নানা যন্ত্র রামাগণ বসিয়া বাজায়॥
নাচয়ে পার্ব্বতী কত ভঙ্গী রঙ্গী করি।
সঙ্গে রঙ্গে নাচে সব কুমারী সুন্দরী॥
বালাগিণ সঙ্গে গৌরী সতত খেলায়।
শিব শিব বলে সদা শিবগুণ গায়॥
গৌরীর সহিতে যত বালাগণ সব।
করতালি দিয়া করে হর হর রব॥
শিবপূজা বিনে গৌরী না করে আহার।
শিবপূজা বিনে অন্য খেলা নাহি আর॥

মৃত্তিকার শিবলিঙ্গ করয়ে গঠন।
নানা ফুল তুলিয়া আনয়ে বালাগণ॥
গঙ্গাজলে বিল্বদলে পূজে মহেশ্বর।
চারিপাশে রামাগণ বলে হর হর॥
খেলার প্রধান খেলা শিবের পূজন।
যে খেলা খেলয়ে গৌরী খেলে বালাগণ॥
সর্ব্বদা কুমারীগণ পার্ব্বতীর সনে।
নিজঘর মাতা পিতা নহে করে মনে॥
বিহানে আসিয়া সন্ধ্যাকালে যায় ঘরে।
পার্ব্বতী সহিতে সারাদিন খেলা করে॥
প্রতিদিন বালাগণ পার্ব্বতী সহিতে।
গিরিঘরে খেলা করে মন হরষিতে॥
কহে কৃষ্ণকিশোর কি ভাগ্য মেনকার।
পূর্ণ ব্রহ্মময়ী তারা নন্দিনী যাহার॥

নাগরীগণাগমন।

(পয়ার)

প্রত্যূষে বালিকাগণ গিরি ঘরে যায়।
উঠিয়া দেখিতে নাহি পায় কারো মায়॥
একত্র হইয়া যত নগরিয়া নারী।
গিরিঘরে আইলা গৌরী খেলা অনুসারি॥
দেখিয়া মেনকা রাণী আনন্দ পাইলা।
সমাদর করিয়া আসনে বসাইলা॥

জিজ্ঞাসেন রাণী সবে কি মনে করিয়া।
বিহানে আইলা কেন সকলে মিলিয়া॥
কহে সবে তব সুতা পার্ব্বতী দেখিয়া।
জুড়ায় নয়ন মন আনন্দে ডুবিয়া॥
প্রত্যহ বিহানে যায় ঘরে ঘটা মাইয়া।
খেলিতে গৌরীর সঙ্গে মিলয়ে আসিয়া॥
দিনে কারো কন্যা কেহ দেখিতে না পাই।
আমাদের মনে হৈল দেখিবারে যাই॥
এই হেতু আসিয়াছি সাধকরি মনে।
নাচাও গৌরীকে রাণী দেখিব নয়নে॥
রাণী বলে ভাল ভাল কি ভাগ্য বাছার।
সকলে কয়হ দয়া কিবা চাহি আর॥
পার্ব্বতী পার্ব্বতী বলি ডাকে গিরিরাণী।
আইস বাছা পরাণপুতলী ত্রিনয়নী॥
বালাগণ সনে গৌরী নিকটে আইলা।
যার যার মন সুখে কোলে কোলে নিলা॥
রাণী বলে সবাকারে নাচাবারে মন।
কর সর্ব্ব বালিকার বেশ বিন্যাসন॥
এত বলি আনিলেন বেশের সুসাজ।
সাজায় রমণীগণ বালিকা সমাজ॥
দিলা রাণী নানাবিধ বস্ত্র আভরণ।
করয়ে রমণীগণ বেশ বিন্যাসন॥
প্রতিজনে বালাগণে সাজায় বনিতা।
গৌরীকে সাজায় রাণী সুমেরু দুহিতা॥

যার যার মনোমত সাজায় কুমারী।
গৌরীর দেখিয়া বেশ সেই অনুসারি॥
সর্ব্বেশ্বরীসুতে কহে দুর্গার বিহার।
আনন্দ সাগর পুর পর্ব্বতরাজার॥

পার্ব্বতীর বেশ।

(লঘু ত্রিপদী)

ত্রিলোক জননী নিজ সুতা জানি
সাজায় মেনকারাণী।
তপ্তহেম জিনি স্থির সৌদামিনী
রূপ মতে অনুমানি॥
গন্ধ তৈল দিয়া কেশ বিনাইয়া
রচিল সুন্দর বেণী।
আপাদ লম্বিত ধরণী চুম্বিত
কাল ভুজঙ্গিনী জিনি॥
অগ্রে হেমঝাঁপা মাঝে স্বর্ণচাঁপা
মূলে বকুলের মাল।
কেশ পাশে আর দিল হেমহার
গুণে গাঁথা মতি জাল॥
তার মাঝে মাঝে নানা মণি সাজে
নক্ষত্রমণ্ডল যেন।
বদন মণ্ডল অধিক উজ্জ্বল
নিন্দি শশী কোটী হেন॥

জিনি ইন্দীবর নয়ন সুন্দর
ভূরু কামধনু জিনি।
ত্রিনয়ন মাঝ সিন্দুর সুসাজ
রবি বিম্ব অনুমানি॥
চন্দনের বিন্দু শোভে যেন ইন্দু
থরে থরে দিল তায়।
মনে ধন্য মানি গিরিরাজরাণী
অনিমিষে মুখ চায়॥
তিল ফুল জিনি নাসা সুবলনী
তিলক দিলেক তায়।
অগ্রেতে বেসর বিম্বাধর পর
দুলিছে নাসার বায়॥
শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ডে দোলে ভাল
দিনমণি আলোহয়।
করীকর জিনি বাহু সুবলনী
মৃণাল তুলনা নয়॥
কেয়ূর কঙ্কণ বাহুর শোভন
গজদন্ত চুড়ি তায়।
অঙ্গুরী অঙ্গুলে তাড় বাহুমূলে
স্বর্ণ ঝাঁপা শোভা পায়॥
হেম হীরা হার গলে দোলে যার
প্রবাল মতির মালা।
চিহ্ন পয়োধর পরম সুন্দর
কুমারী গিরীশবালা॥

করী অরি জিনি কটিতট ক্ষীণী
নাভি সরোবর যেন।
বিচিত্র ঘাগরি কটি আঁটি পরি
কিঙ্কিণী জালবেষ্টন॥
রাম রম্ভাতরু জিনি গুরু উরু
চরণে নূপুর সাজে।
বঙ্ক বঙ্করাজ সুন্দর সুসাজ
গুঞ্জরি ঘুঙুর বাজে॥
কর পদতল জলে জবা দল
অঙ্গুল চাঁপার কলি।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী অতি সুমধুরী
নখ শশীমালা দলি॥
আচ্ছাদি উড়ানি সাজিল মোহিনী
কি আছে তুলনা তার।
মহাকাল মন যে করে মোহন
তার তুল্য কোথা আর॥
যে অঙ্গে যেজন করে নিরীক্ষণ
সেই অঙ্গে ভুলে মন।
দেখি গিরিরাণী প্রাণে ধন্য মানি
চুম্বে বলি প্রাণধন॥
যে রূপ চিন্তন করে পঞ্চানন
যোগী হৈয়া সর্ব্বদায়।
সেই গিরিঘরে আনন্দে বিহরে
কিশোর চরণ চায়॥

নৃত্যানুমতি।

(পয়ার)

নৃত্য বেশে সাজিয়া দাঁড়ায় মহেশ্বরী।
নানাবেশে সাজিলেক যতেক কুমারী॥
পার্ব্বতী ঘিরিয়া সব দাঁড়াইল বালা।
পূর্ণচন্দ্র ঘেরি যেন স্বর্ণ পদ্মমালা॥
অঙ্গের সৌরভে কত অলিকুল ধায়।
গুন্ গুন্ গুঞ্জরিয়া উড়িয়া বেড়ায়॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেখয়ে দেবগণ।
বলে ধন্য গিরিরাণী সফল জীবন॥
নানাবস্ত্র রামাগণ করে করে ধরে।
কহে গিরিরাণী মেনা পার্ব্বতীর তরে॥
নাচো নাচো বাছা মোর জুড়াক নয়ন।
সাধ করি করিলাম বেশ বিন্যাসন॥
একবার যেমন নাচিয়াছিলা সবে।
সেই মত আর বার নাচিবার হবে॥
শুনি আমি মুনিগণে করিতে বাখান।
তোমার নূপুর রবে বেদ উপাদান॥
অতএব মা আমার পূরাও বাসনা।
দেখিলে জুড়াবে প্রাণ নাচো সুলোচনা॥
এ হেন মোহিনী বেশ কে দেখিছে আর।
এ বেশে নাচিলে হবে সফল আমার॥

গিরিরাজে ডাকে রাণী আইস গিরি রায়।
নাচিবে পার্ব্বতী দেখ নয়ন জুড়ায়॥
শুনি আসি কন্যাকে দেখিয়া হিমালয়।
আনন্দে পুলকে তনু নয়ন ঝুরয়॥
বারে বারে রাণী কহে নাচিতে কন্যায়।
নাচিবার মনে গৌরী অঙ্গনে দাঁড়ায়॥
চারি পাশে বালা সব ঘিরি দাঁড়াইল।
রামাগণ যন্ত্র নিয়া বাহিরে আইল॥
বেণু বাঁশী করতাল মন্দিরা মোচঙ্গ॥
সারঙ্গ পিনাক আর মধুর মৃদঙ্গ॥
রামাগণ যন্ত্র সব তানেত মিলায়।
কিশোর করুণাময়ী চরণ ধেয়ায়॥

পার্ব্বতী নৃত্য করেন।

(থর্ব্ব চৌপদী)

নাচে মহামায় চরণ দোলায়
ভূমে পদ যায় সুধীরে ধায়।
সঙ্গে বালাগণ চালিয়া চরণ
আনন্দ মগন নাচিয়া যায়॥
নাচে ঘুরি ফিরি গমন মাধুরী
রঙ্গ গিরি পুরী আনন্দ রোল।
করতালি দিয়া ফিরিছে নাচিয়া
যন্ত্রে মিলাইয়া বাজায় বোল॥

কিঙ্কিনী কঙ্কণ ঝন ঝন ঝন
গান তাল মান মিলায়া গায়।
শুনিয়া সে সব অলি পিক সব
হইয়া নীরব লাজে পালায়॥
তুলি তুলি কর শঙ্করী শঙ্কর
গুণ নিরন্তর করিছে গান।
বলে হর হর দেব মহেশ্বর
শিব দয়া কর হে ভগবান॥
নাচে বালাগণ বলে পঞ্চানন
দেব ত্রিনয়ন করুণা কর।
ওহে দয়াময় হইয়া সদয়
মনের সংশয় দূরেতে হর॥
চরণ থমকে ধরণী দমকে
চপলা চমকে অঙ্গের শোভা।
নাচিছে রঙ্গিণী বালিকা সঙ্গিনী
সুভঙ্গ ভঙ্গিনী মহেশ লোভা॥
বাজিছে সুতাল শুনিতে রসাল
স্বর্ণ পদ্মমাল নাচিয়া ফিরে।
হেমন্ত আলয় মহানন্দময়
যে দেখে ভাসয়ে আনন্দ নীরে॥
গিরিসুতা সনে আনন্দমগনে
নাচিছে সঘনে বালিকা সবে।
সুখে করে গান সুস্বর সুতান
বলে ভগবান্ দয়া কি হবে॥

প্রতি পাদার্পণে ধরণী সঘনে
ধন্য মানি মনে সফল হয়।
হেমন্ত নাগরী আনন্দ আগরি
করে যন্ত্র ধরি মোহিত ময় ॥
গিরি গিরিরাণী প্রাণে ধন্য মানি
নিরখি অমনি চাহিয়া রয়।
দেখি দেবগণ হরষিত মন
সফল জীবন সকলে কয় ॥
নৃত্য সমাপন করি বালাগণ
বসিল আপন মায়ের কোলে।
ত্রিলোক তারিণী ত্রিগুণ ধারিণী
লীলা বিহারিণী কিশোর বলে ॥

মেনকার আপ্যায়িত।

(পয়ার)

নৃত্য সমাপন করি দাঁড়ায় ভবানী।
আহা বাছা বলি কোলে নিলা গিরিরাণী ॥
বালিকা সকলে নিল নিজ নিজ মায়।
বাছা প্রাণধন্ বলি বদন মোছায় ॥
রাণী আজ্ঞা দিলা সখীগণে আপনার।
আনিয়া যোগায় নানাবিধ উপহার ॥
ছানা ননী মাঁখন সন্দেশ ক্ষীর সর।
ক্ষীর পুলী স্বস্তিক নিখুতি মনোহর ॥

মোণ্ডা পেড়া ছানাবড়া নাড়ু গঙ্গাজল।
নারিকেল তক্তি পাণিতাওয়া তুতফল॥
সরভাজা খাজা মনোরঞ্জন কচুরী।
রস্করা মোদক দিব্য মনোহরা পুরী॥
চিনি মধু দধি দুগ্ধ নানাবিধ ফল।
ক্ষীর তক্তি ছাবা আর কোরা নারিকল॥
কর্পূর বাসিত পান সুবাসিত জল।
স্থানে স্থানে থরে থরে রাখিল সকল॥
সারি সারি রামাগণ বসিলা আসনে।
বালিকা সকল বৈসে পার্ব্বতীর সনে॥
নানারসে ভোজন করয়ে সর্ব্বজন।
মধুপানে হইল আনন্দ উদ্দীপন॥
ভোজন করিয়ে সব করে জল পান।
দিল সবাকার করে সকর্পূর পান॥
রাণী স্থানে বিদায় হইয়া রামাগণ।
নিজ নিজ ঘরে সবে করিলা গমন॥
বালাগণ খেলাকরে পার্ব্বতীর সনে।
দিবা অবসানে যায় আপন ভবনে॥
প্রত্যহ বিহানে সবে আসিয়া মিলয়।
খেলয়ে আনন্দময়ী কিশোর রচয়॥

ভোজন বিহার।

(পয়ার)

গিরিপুরে ঘরে ঘরে পার্ব্বতীর খেলা।
যাবৎ কুমারী সঙ্গে রঙ্গে রঙ্গ মেলা॥
নানাকেলি কৌতুকে খেলয়ে বালাগণ।
হেমন্ত মহিলা হেরি জুড়ায় নয়ন॥
রন্ধন ভোজন করে বালিকা সকল।
ধূলা মাটি খুঁটি ভরি তাতে দিযা জল॥
সারি সারি হৈয়া সবে বৈসে পাত নিয়া।
পাতে পাতে সবাকারে দেয় পরশিয়া॥
এহি লহ অন্ন এহি লহ উপহার।
এ বলিয়া মাটি দেয় পাতে সবাকার॥
খাই বলি মিছা মুখ নাড়ে সর্ব্বজন।
মিছা পান খায় মিথ্যা করয়ে ভোজন॥
আর দিন পার্ব্বতী আপনে পাকে যায়।
ধূলা মাটি ঘাস পাতা সকলে যোগায়॥
মিছা পাক হৈল সবে বৈসে পাতে পাতে।
পরশিয়া দেয় গৌরী আপনার হাতে॥
মাটি হাতে নিয়া যারে দেয় যে বলিয়া।
মাটি দেয় পড়ে পাতে উপহার হৈয়া॥
দিব্য অন্ন ব্যঞ্জন বিবিধ উপহার।
ভোজন করয়ে রস অশেষ প্রকার॥

অমৃত সমান রস করয়ে ভোজন।
জল পান করি পান চাহে বালাগণ॥
পান লহ বলি কোন পাত্তা দেয় হাতে।
খাও বলে গৌরী সবে খায় হরষিতে॥
সুগন্ধ তাম্বুল সবে মন সুখে খায়।
মুখের সৌরভে সবে মহামোদ পায়॥
জগতের অন্নদাতা অন্নদা আপনে।
খাও বলি দিলে তাহা মিথ্যা হবে কেনে॥
এই মতে বালাগণে আশ্চর্য্য দেখায়।
তখনি আশ্চর্য্য মানে ভুলায় মায়ায়॥
ঘরে যাইয়া কেহ কিছু কৈতে নারে কাকে।
গৌরীকে ছাড়িয়া গেলে মনে নাহি থাকে॥
নানা রসে নানা খেলা খেলায় ভবানী।
আনন্দিতা মেনকা হেমন্ত গিরিরাণী॥
বিজকৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

—•—

লুকালুকি খেলা।

(পয়ার)

ব্রহ্মময়ী খেলাকরে হেমন্ত ভবন।
বিহানে আসিয়া মিলে যত বালাগণ॥
লুকালুকি খেলে কেহ কার আঁখি ধরে।
লুকাইয়া থাকে কেহ তালাসিয়া ধরে॥

পার্ব্বতীর স্থানে কেহ লুকাইতে নারে।
যেমন লুকায় অনায়াসে ধরে তারে॥
বিশ্বময়ী বিশ্বমাতা বিশ্বের নয়ান।
তাহাকে লুকায় হেন কোথা পাবে স্থান॥
আর বার হেমসুতা আপনে লুকায়।
তলাসিয়া বালাগণ উদ্দেশ না পায়॥
ঘরে ঘরে স্থানে স্থানে করে বিচরণ।
কোন খানে কেহ নহে পায় দরশন॥
পরমা পরমেশ্বরী পরম কারণ।
জ্ঞানগম্যা বাচাতীতা চিন্তে যোগীগণ॥
ভুবন মোহিত সদা যাহার মায়ায়।
তাকে কি কখন তালাসিয়া পাওয়া যায়॥
গৌরী না পাইয়া ভাবে বালিকা সকল।
গৌরী কোথা গেল বলি কাঁদিয়া বিকল॥
পার্ব্বতী বলিয়া কেহ ডাকে উচ্চরায়।
কেহ কাঁদে ভূতলে পড়িয়া গড়ি যায়॥
কোথা গেলা পার্ব্বতী ছাড়িয়া কোন স্থান।
দেখা দিয়া আমাদের স্থির কর প্রাণ॥
আকুল দেখিয়া গৌরী কুমারী সকল।
প্রকাশিয়া বলে আমি আছি এহি স্থল॥
দেখি বালাগণ মনে আনন্দ অপার।
সবে বলে লুকালুকি না খেলিব আর॥
লুকাইলে তোমাকে তালাসে নহে পাই।
এমন বালাই খেলা খেলি কাজ নাই॥

এহি মতে নানা খেলা খেলে মহেশ্বরী।
আনন্দ ভবন সদা হেমন্ত নগরী॥
প্রত্যহ বালিকাগণ খেলে গৌরী সনে।
মাতা পিতা ঘর বাড়ী নাহি করে মনে॥
গৌরীর বিহারে আনন্দিত সর্ব্বজন।
মাতা পিতা সন্তোষ সন্তোষ পুরজন॥
বাল্যলীলা ভবানী করিয়া সমাপন।
আরাধিতে মহেশ ভাবেন মনেমন॥
দ্বিজকৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা তরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলাতরঙ্গিণ্যাং পার্ব্বতী বাল্যলীলা বিবরণে
দশম তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ।

—:*:—

প্রথম খণ্ড সমাপ্তঃ।